সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে টীকায় মূল গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা জন্য আমি তিন খণ্ড রাজমালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম;— ১ প্রাচীন রাজমালা, ২—সংস্কৃত রাজমালা, ৩—সংক্ষিপ্ত রাজমালা। * রাজমালা সংগ্রহে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রথম ধন্যবাদের পাত্র।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমসেরগাজি নামক একব্যক্তি ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন মুসলমানী বাঙ্গালায় তাহার একখণ্ড জীবনচরিত (হস্ত লিখিত) পুথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান খৃষ্ট শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ত্রিপুরারাজত্বের উত্তরাধিকারীত্বের মীমাংসা বারংবার ব্রিটীস বিচারআদালত কর্ত্তৃক হইয়াছে। এই সকল মোকদ্দমার নথীস্থ কাগজ পত্রগুলি ইতিহাস সংগ্রহ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

---

* রেবারেণ্ড জেইমস লং সাহেব যে রাজমালার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (*J. A. S. B. Vol. XIX. p. 533 to 557,*) তাহার অন্য নাম কৃষ্ণমালা। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন কালে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা কৃষ্ণমালা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত কৃষ্ণমালা পুথি আমরা পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

ব্রিটীস শাসনারম্ভ হইতে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের লিখিত চিঠি পত্র, রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ধারাবাহিকরূপে তাঁহার তালিকা প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জী মহোদয়ের প্রণীত History of Relations of the Government with the Hill-Tribes of the North-East Frontier of Bengal নামক উপাদেয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদ্বয়ের (নাজির দীনবন্ধু ও ঠাকুর ধনঞ্জয় দেবের) পরিদর্শন রিপোর্ট আলোচনা করিয়াছি। ৺পিতৃদেব মহাশয় রাজকার্য্য উপলক্ষে ত্রিপুরারাজ্যের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। বাল্যকালে তাঁহার নিকট যাহা শ্রুত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রাপ্ত হইয়াছি। কেবল বিখ্যাত কুকি সরদার লালছোকলাকে ধৃত করা সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য কাপ্তান ব্লাকউডের বর্ণনার সহিত অনৈক্য হইয়াছে। (৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আদি রত্নমাণিক্যের পুর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুরার ইতিহাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। তদনন্তর মুসলমানদিগের সংস্রবে ত্রিপুরার ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ (প্রথম) ধর্ম্মমাণিক্য স্বীয় সভাসদ পণ্ডিত দ্বারা রাজমালা প্রণয়ন করত

একটি উজ্জ্বল অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই মহাপুরুষের প্রদত্ত নামটি বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি। স্পেন দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস গুলির ন্যায় রাজমালা অসম্পূর্ণ কিম্বা অতিবর্ণে রঞ্জিত হইলেও ইহাই প্রাচীন ত্রিপুরেতিহাসের মূল ভিত্তি। যদিচ ত্রিপুরার চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য সমূহের ইতিহাস, ভ্রমণকারিদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অন্যান্য হস্ত লিখিত পুঁথি, শাসনপত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তত্রাচ সেই প্রাচীন গ্রন্থের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসকে রাজমালা আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছি।

গ্রাম্য গীতিকবিতা ও প্রাচীন প্রবাদ বাক্যগুলি ইতিহাস সংগ্রহে বিশেষ সাহায্যকারী। কোন কোন গীতি কবিতার সত্যতা কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম বর্ত্তমান মহারাজ "রাজরত্নাকর" নামক রাজবংশের একখানি সংস্কৃত ইতিহাস প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার পিতৃপুরুষের সেই অমর কীর্ত্তির (রাজমালার) বিকৃতি সাধিত হইলে সর্ব্বসাধারণের মর্ম্ম-পীড়ার কারণ হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে যে অব্দ প্রচলিত আছে, তাহার চতুর্দ্দশ শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন শাসন পত্র কিম্বা ক্ষোদিত

লিপিতে ইহার উল্লেখ নাই। মূলগ্রন্থের নবম পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে যে প্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় মুসলমান সংশ্রবের পর হিজরী সন গ্রহণ করা হয়, পশ্চাৎ সৌর বৎসর গননা দ্বারা ইহা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অধুনা ত্রিপুরাব্দ আখ্যা ধারণ করিয়াছে। দুই তিন শতাব্দীর প্রাচীন সনন্দ সমূহে শকাব্দের সহিত "সন" আখ্যা দ্বারা ইহার উল্লেখ হইয়াছে।

নরপতিগণের সময়াবধারণে আমরা বিশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরেশ্বর দিগের অভিষেক ও মৃত্যুকাল যাহা লেখা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তাহার দুই এক বৎসর অগ্র পশ্চাৎ হওয়া বিচিত্র নহে। সনন্দ সংগ্রহে চাক্‌লেরোসনাবাদের লাখেরাজদার ও নুরনগরের তালুকদারগণ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কতকগুলি ভদ্রলোকের বংশাবলী হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে ঘোষ বিশ্বাস ও ধর চৌধুরীদিগের বংশাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মুদ্রাসমূহের যে সকল ক্ষোদিত চিত্র প্রদান করা হইয়াছে, মূলের সহিত তুলনা করিলে তাহাতে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে, এইরূপ প্রভেদ ক্ষোদাই কার্য্যে অপরিহার্য্য।

এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মূল/Original

সূচীপত্র।

হউক না কেন, ইহার দ্বারা ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ,—প্রাচীন সনন্দ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উক্ত সরবে সেটেলমেণ্ট দ্বারা নুরনগরের তালুকদারবর্গ ও মহারাজের মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ উপ্ত হইয়াছে, অঙ্কুরে সেই বীজকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ; সি, এস মহাশয় মহারাজ বাহাদুরের প্রধান কর্ম্মচারী এবং তালুকদারবর্গকে লইয়া ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র কসবা (কৈলারগড়) নগরে একটি সভা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন মেজেষ্ট্রেট-কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ আর, ডব্লিউ কার্লাইল সাহেব সি, এস; সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সভায় আমি নুরনগরের ইতিবৃত্তমূলক একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তৎকালে মিত্র মহাশয় আমার সেই বক্তৃতা লিখিত আকারে প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। সেই বক্তৃতা নিবন্ধাকারে প্রস্তুত হইলে নুরনগরের তালুকদারগণ তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অকিঞ্চিতকর নিবন্ধ সাধারণ পাঠকবৃন্দের প্রীতিপ্রদ হইবে না বিবেচনায় আমার পূর্ব্ব সংকলিত ইতিহাসের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে তাহা পরিবর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস রচনা কালে আমি যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে

পরিচালিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিপুরার ইতিহাসের যে সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা ১২৮৩ বঙ্গাব্দে রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাই আমার সাহিত্যজীবনের অপ্রস্ফুটিত প্রথম কুসুম। এই পুস্তকখানা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, বঙ্গীয় সমালোচকগণ ইহার অনুকূল সমালোচনা দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর ২০ বৎসর গত হইয়াছে, ইহার অধিকাংশ সময় আমি ভারত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি। এই সময়ে ত্রিপুরার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কোন কোন অংশ মল্লিখিত বিবিধ প্রবন্ধে, সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন গত হইল ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। বিস্তৃতভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস প্রচার করিব বলিয়া সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পুস্তক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অংশবিশেষের কঙ্কাল স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের বিধান অনুসারে "চাকলে রোসনাবাদের" সারবে সেটেলমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা লাখেরাজদার ও তালুকদারগণের হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদিত হইয়াছে। সারবে সেটেলমেণ্টের পরিণাম যাহাই

রাজমালা।

প্রথম ভাগ।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা।

কামরূপ ও রাক্ষিয়াং * দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রাচীন আর্য্যগণ সুহ্ম আখ্যা দান করেন। ইহার অন্য নাম কিরাত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভারতের "পূর্ব্বদিকে কিরাতের বাস।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লৌহিত্যবংশীয় মানবদিগকে আর্য্য ঋষিগণ কিরাত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তদনন্তর কিরাত ভূমি "তৃপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই "তৃপুরা" শব্দ হইতে ক্রমে ত্রীপুরা এবং "ত্রীপুরা" হইতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।

তৃপুরা শব্দের মূল নির্ণয় করা সুকঠিন। তন্ত্র ও পুরাণ

---

* রাক্ষিয়াং অর্থ রাক্ষসের নিবাসভূমি। প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ ইহাকে রসাঙ্গ বলিতেন। পশ্চাত্য বণিকগণ ইহাকে আরাকান করিয়াছেন।

আলোচনা দ্বারা বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্ত অনুমান করা যাইতে পারে, "ত্রিপুরাসুর হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিম্বা ত্রিপুরাসুর নির্ম্মিত তিনটি পুরী হইতে ত্রিপুরা নামের উদ্ভব; অথবা ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিম্বা রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তার নামানুসারে এই দেশ ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।*" এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অযৌক্তিক। যে অনার্য্য কিরাতদিগকে আমরা "তিপ্রা" (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে "তুই" বলে।† এই তুই শব্দের সহিত "প্রা" সংযুক্ত করিয়া "তুইপ্রা" শব্দ নিষ্পন্ন হই-

* ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সাউদারলেণ্ড সাহেব ত্রিপুরা নামোৎপত্তির এক আশ্চর্য্য ও কল্পিত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। (*Calcutta Review. Vol. XXXV. p. 325.*) তদনন্তর স্মার্ট সাহেব স্বীয় রিপোর্টে তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। (*Smart's Report on the District of Tipperah. p. 1.*) কাপ্তান লেউইন তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। (*Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 79.*) তৎপর খ্যাতনামা হণ্টার সাহেব সেই অমূলক বর্ণনা স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। (*Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 357.*)

† এই তুই শব্দ সংস্কৃত "তোয়" শব্দের অপভ্রংশ কি না তাহা বিশেষ বিবেচ্য, কারণ ত্রিপুরা জাতির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগ্‌বাসী কুকি, কুইমি, মুরু, খেয়াং, বঞ্জুগী ও পংখু জাতি জলকে

য়াছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা, এবং তিপ্রা হইতে ক্রমে ত্বপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।

কবিচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুহ্মদেশকে মহাসাগরের "তালিবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত "সি-উ-কি" গ্রন্থে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সাগর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।* আমাদের বিবেচনায় অনার্য্য কিরাতগণ এই জল অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশকে "তুইপ্রা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। সেই তুইপ্রা কিরূপে তিপ্রা (ত্রিপুরা) শব্দে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অধুনা ২৪৯১ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি জেলা এবং ৪০৮৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি পার্ব্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন সুহ্ম বা ত্রিপুরার পরিমাণ ৭৫০০০ বর্গ মাইল

তুই বা তোই বলে। কেবল সিন্ধুগণ "তি" বলিয়া থাকে। সিন্ধুগণ দ্বারা "তিপ্রা" নামকরণও নিতান্ত বিচিত্র নহে।

* *Cunningham's Ancient Geography of India. page 503.* প্রফেসার বিল, সি-উ-কির অনুবাদ (*Buddhist Records of the Western World.*) গ্রন্থে বাঙ্গালার অন্তর্গত স্থান সমূহের স্থিতি নির্ণয় করিতে যাইয়া সর্ব্বত্রই ভ্রমমার্গে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ডাক্তার ফারগুসনের প্রদর্শিত ভ্রমাত্মক বর্ত্মে বিচরণ করিয়াছেন। (*J. R. A. S. (N. S.) Vol. VI. p. 213 ff.*)

অপেক্ষা ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে সমগ্র কুকি প্রদেশ, মিতাই (মণিপুর) রাজ্য, কাছাড়, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও নওয়াখালী এই স্থল্ম বা ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

কিঞ্চিদূন পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে, যৎকালে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কুলজাত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর "রাজমালা" রচনা করেন, তৎকালে তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

কিরাত নগরে রাজা বিধির গঠন।
রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন॥
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচবঙ্গ॥
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্ম্মাইল পুরীর চওারি॥

প্রাচীন রাজমালা।

উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ (আরাকান), পূর্ব্ব সীমা মেখলী (মণিপুরী) দিগের নিবাস দ্রুন * পশ্চিমে এই রাজ্যের সীমা বঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

রাজমালার উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সমগ্র কুকি (লুছাই প্রদেশ, মণিপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ কাছাড়, শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, ময়মনসিংহের দক্ষিণ-

* দ্রুন—Valley.

পূর্ব্বাংশ, ঢাকার পূর্ব্বাংশ, সমগ্র নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত হইতেছে। আধুনিক ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হইলেও প্রাচীন ত্রিপুরার সীমান্তর্গত স্থান সমূহ উপেক্ষিত হইবে না।

ব্রহ্মার প্রাচীন ইতিহাস মহারাজোয়াং গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্য পাটিকাড়া আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মরাজ তরফুমা ত্রিপুরাপতিকে অমরপুরের * অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরাকে "থুরতন" লেখা হইয়াছে। মিতাই (মণিপুরী) গণ ইহাকে "তক্‌লেঙ" রাজ্য বলিত। মিনহাজ, জইয়েবারণি প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ত্রিপুরাকে "জাজনগর" বা "জাজিনগর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ইতিহাসে ত্রিপুরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে।

---

* অমরপুর অমরমাণিক্যের রাজধানী, নিবিড় অরণ্য মধ্যে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবরণ।

সীমা ও পরিমাণ :—অধুনা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এইরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দিকে কুকি প্রদেশ, উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জেলা, দক্ষিণে চট্টগ্রাম। ইহার পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল। এই রাজ্য উত্তর অক্ষাংশ ২২°৫৯′ হইতে ২৪°৩১′ কলা এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯১°১২′ হইতে ৯২°২৪′ কলা মধ্যে অবস্থিত।

প্রাকৃত বিবরণ :—ত্রিপুরা রাজ্য একটি পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশ। ইহার মধ্য দিয়া ৬।৭ টি পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে ধাবিত হইয়াছে। একটি হইতে অন্য পর্ব্বতশ্রেণী গড়ে ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতশ্রেণী সমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সমতল-ক্ষেত্র ও জলা ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কণ্টক ও বনাকীর্ণ উপত্যকা অধিত্যকা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবতামুড়ার পশ্চিম দিকস্থ অনতি-উচ্চ পর্ব্বতসমূহ কোনরূপ শ্রেণীবদ্ধ নহে। কুমিল্লা হইতে দেবতামুড়া পর্ব্বত সমসূত্র রেখায় ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেবতামুড়া হইতে প্রকৃত পর্ব্বতশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। দেবতামুড়া পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে দেবতামুড়া শৃঙ্গ ৮১২ ফিট ও শৈশনমুড়া

৮১৩ ফিট উচ্চ। ইহার পূর্ব্বদিকে আঠারমুড়া পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত; ইহার মধ্যে আঠারমুড়া ১৪৩১ ফিট ও জারিমুড়া ১৫০০ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে বচিয়া পর্ব্বতশ্রেণী; তন্মধ্যে মাচিয়া শৃঙ্গ ১৩৭৪ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে সারতুইং পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্যে সারতুইং শৃঙ্গ ১৫০২ ফিট উচ্চ। তৎপূর্ব্ব দিকে লংতারাই পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্যে সমবসিয়া ১৫৪৪ ফিট ও পেংকুই ১৫৮১ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে সংখলং পর্ব্বতশ্রেণী, তন্মধ্যে সকল শৃঙ্গ ২৫৭৮ ফিট উচ্চ। তৎ পূর্ব্বদিকে জামপুই পর্ব্বতশ্রেণী, হার মধ্যে জামপুই শৃঙ্গ ১৮০০ ফিট এবং বেতলংশিব ৩২০০ ফট উচ্চ। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী নানাপ্রকার মৃত্তিকা ও বলে প্রস্তরে গঠিত।

দী :— এই রাজ্য মধ্যে অসংখ্য-ক্ষুদ্র-স্রোতস্বতী দৃষ্ট হইয়া াকে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাত ও উৎস পরিলক্ষিত হয়। াই পর্ব্বতজাত নদীসমূহের মধ্যে গোমতী ও মনু সর্ব্বপ্রধান।

গামতী :— আঠারমুড়া পর্ব্বতজাত ছাইমা এবং লংতরাই র্ব্বতজাত রাইমা নদীর সংযোগে গোমতী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এই নদী প্রায় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন রাজধানী অমরপুর, রাঙ্গামাটি ও উদয়পুর এই নদীর তীরে অবস্থিত। গোমতীর উৎপত্তি স্থানের নিকট কতকগুলি জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়। এই সকল জলপ্রপাতের

স্থানীয় নাম ডুম্বুর। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জলপ্রপাত সমূহের আকৃতি মহাদেবের হস্তস্থিত ডুম্বুরের ন্যায় বলিয়া শিরো-পাসকগণ ইহাদিগকে ডুম্বুর আখ্যা দান করিয়াছেন। সর্ব্ব নিম্নস্থিত জলপ্রপাত দ্বারা একটি বৃহৎ কুণ্ড গঠিত হইয়াছে, সেই কুণ্ড মণ্ডলাকার, তাহার ব্যাস প্রায় ১০০ হস্ত; যেস্থানে জলরাশী প্রবল বেগে পতিত হইতেছে, সেই স্থানের গভীরতা ২০ হস্ত। জলপ্রপাতজাত কুণ্ডগুলি, রাণী কুণ্ড, কাছুয়া কুণ্ড, কমলা কুণ্ড ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত।

মনু নদী:— সংথলং পর্ব্বতস্থিত থোয়াইশিব শৃঙ্গে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এই নদী উদ্ভূত হইয়াছে। দেও, ধুলা প্রভৃতি অনেকগুলি গিরিনন্দিনী মনুকে কর দান করিতেছে শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে মনু বড়বক্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে

হাওড়া:— একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী; ইহার তীরে ত্রিপুরা আধুনিক রাজধানী আগরতলা ও নূতনহাবিলি অবস্থিত।

খনিজ পদার্থ:— ফরাসী ভ্রমণকারী টেবার্নিয়ার লিখিয় ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এক প্রকার স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। * অধুনা সেই স্বর্ণের কোনরূ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। এই রাজ্যের পূর্ব্বপার্ পাথুরিয়া কয়লা আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। স্থানে স্থানে লবণ উৎপ

* *Tavernier's Travels in India. p. 156.*

ও লবণাক্ত স্রোতস্বতী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল স্রোতস্বতীকে "নুনাছড়া" বলে। জামপুই পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি লবণ উৎস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাহার উত্তাপের পরিমাণ ৭২° ডিগ্রি দেখা গিয়াছে।

মৎস্য :— ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত স্রোতস্বতী ও জলাসমূহ নানা প্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ। বোধ হয় সমতল ক্ষেত্রবাসী বাঙ্গালিদিগের ভয়ে মৎস্যকুল নির্ভয়ে নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছে। গোমতীর উজান ভাগে "মহাশৌল" নামক অত্যুৎকৃষ্ট মৎস্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেও, ছুলাই, থাল, জুরী প্রভৃতি নদীসমূহের উজান ভাগ রুহিত, কাতল প্রভৃতি নানা প্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ।

অরণ্যজাত দ্রব্য :— এই রাজ্য তরু গুল্মে আবৃত। অরণ্যময় প্রদেশে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তদ্দ্বারা মানবের ব্যবহার উপযোগী বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। জারুল, নাগেশ্বর, চাম্পলই প্রভৃতি দ্বারা নৌকা প্রস্তুত হয়। শাল, কালীবকল, কাঁচড়া, গর্জ্জণ * প্রভৃতি গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে উৎকৃষ্ট। পোমা, পিতরাজ, চামল, গাম্ভারী প্রভৃতি দ্বারা বাক্স, আলমারা প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বত মধ্যে নানা প্রকার বাঁশ জন্মে, তন্মধ্যে "মুলী" গৃহ নির্ম্মাণ জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। মুন্দি, গর্লাক, রাইচাং

* এই গর্জ্জণ বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে গর্জ্জণ তৈল জন্মে।

ও জালি প্রভৃতি নানা প্রকার বেত এই রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাঁচা গৃহের প্রধান আবরণ "ছন" নামক খড় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সকল অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মহোপকার সাধিত হয়, এবং ত্রিপুরেশ্বরও ইহার শুল্ক দ্বারা প্রচুর অর্থলাভ করিয়া থাকেন।

বন্যপশু :— এই রাজ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাজাতীয় জন্তুতে পরিপূর্ণ। হস্তী, গণ্ডার, গবয়, চামরী, নানা প্রকার মৃগ, নানা প্রকার ব্যাঘ্র, মহিষ, বরাহ, কৃষ্ণ ভল্লুক, হুল্লুক (হুক্কু) নানা প্রকার বানর, লজ্জাবতী-বিড়াল, বন্য-বিড়াল, বন্য-কুকুর, বন্য-ছাগল প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

হস্তী :— ত্রিপুরাপর্ব্বত হস্তীর জন্য বিখ্যাত। এরূপ সুন্দর হস্তী ভারতের অন্য কোন অরণ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুং হস্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট হস্তী গুণ্ডা এবং দন্তবিহীন হস্তী মকনা আখ্যায় আখ্যাত হয়। হস্তিনীগুলি কুন্‌কী বলিয়া পরিচিত। কুন্‌কীর বৃহৎ দন্ত হয়না। হস্তিকুল দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে বাস করে। প্রত্যেক দলে একটি গুণ্ডা বা মক্‌না নায়ক থাকে। যখন অন্য কোন একটি গুণ্ডা বা মক্‌না তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে, তখনই উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। পরাজিত হস্তী নিহত কিম্বা দল হইতে তাড়িত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরা পর্ব্বত মধ্যে দলে দলে হস্তী বিচরণ করে। কিন্তু

বর্ষাকালে অল্প হস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বাংশে এক সহস্র বর্গমাইল বিস্তৃত, নানা প্রকার কণ্টকাকীর্ণ তরু ও গুল্মে আচ্ছাদিত, একটি ক্ষেত্র আছে। ইহা বনহস্তীর প্রধান নিবাসভূমি। শিশির সমাগমে বহু-সংখ্যক হস্তী এই কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া দলে২ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। বসন্ত ঋতুতে তাহারা পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করে। এই স্থান মনুষ্যের অগম্য, হস্তিকুল তাহা-দের "দোয়াল" (বিস্তীর্ণ বর্ত্ম) দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

শীত ঋতুতে হস্তিকুল যখন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়। খেদা, পরতালা ও ফাঁসী এই ত্রিবিধ প্রকারে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

খেদা :— ইহার অর্থ খেদান বা তাড়ান। অর্থাৎ খেদা-ইয়া নিয়া একটি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করা। এই উপায়ে কখন কখন শতাধিক হস্তী একবারে ধৃত করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে খেদার জন্য ৭টি প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে, ইহাদিগকে দোয়াল বলে যথা, (১) অমরসাগর দোয়াল, (২) মনু দোয়াল, (৩) ছাইমা দোয়াল, (৪) দেওগাং দোয়াল, (৫) ধলাই দোয়াল, (৬) কল্যাণপুর দোয়াল, (৭) কমলখাঁ দোয়াল। প্রথমোক্ত দোয়াল অমরসাগর নামক দীর্ঘিকার নিকটবর্ত্তী এজন্য ইহাকে অমরসাগর দোয়াল বলে, ইহাই প্রধান; অধিকাংশ হস্তী এই দোয়ালে ধৃত হইয়া থাকে।

শীতের আরম্ভে হস্তিদলের অনুসন্ধান জন্য পর্ব্বত মধ্যে লোক প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে "পাঁজালী" বলে। পাঁজালী কোন একটি দলের সন্ধান পাইলে, খেদা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। সেই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র তাঁহারা বহুসংখ্যক কুলি লইয়া তথায় গমন করেন। এই সকল কুলি দ্বারা হস্তীর দলটি ঘেরিয়া ফেলা হয়। ইহাকে "পাতাবেড়" বলে। পাতাবেড়ের কার্য্য আরম্ভ হইলেই নিকটবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ড খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়। খোঁয়াড় প্রস্তুত হইলে তাহার বিপরীত দিক হইতে বন্দুক ছাড়িয়া ও নানা-প্রকার গণ্ডগোল ও চীৎকার করিয়া কুলিগণ হস্তিদলের অভি-মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ভীষণ শত্রু আসিতেছে বিবেচনায় ভীরু হস্তিগণ নীরব নিস্তব্ধ খোঁয়াড়ের দিকে গমন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করে। হস্তীর দল প্রবেশ করিলে খোঁয়াড়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খোঁয়াড় রক্ষা করিবার জন্য কুলি ও হস্তীর মাহুতগণ বর্শা হস্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। ২,৩ দিন অনাহারে থাকিয়া হস্তিকুল দুর্ব্বল হইলে, মাহুতগণ পোষা কুন্‌কী আরোহণে খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, ও মেষপালের ন্যায় হস্তিগুলিকে বন্ধন করিয়া ক্রমে ক্রমে বাহিরে লইয়া আসে এবং বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখে।

পরতালা :— প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন প্রকাণ্ড-কায় গুণ্ডা কিম্বা মক্‌না যূথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে,

কিম্বা মস্তী (মদমত্ত) হইলে যখন তাহারা দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে মনোমত কুন্‌কী অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখনই পরতালা দ্বারা সেই গুণ্ডা কিম্বামক্‌নাকে ধৃত করা হয়। তদবস্থাপন্ন একটী পুং হস্তী দৃষ্ট হইলে মাহুতগণ বলবতী ও সুশিক্ষিতা ৫।৭ টি কুনুকী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। যে হস্তিনীর প্রতি তাহার আসক্তি দৃষ্ট হয়, সেই কুন্‌কীটি তাহার এক পার্শ্বে রাখিয়া অপর পার্শ্বে অন্য একটি কুন্‌কী রাখিতে হয়। উভয় কুন্‌কীর মুখ বন্যহস্তীর লাঙ্গুলের দিকে রাখিয়া তাহারা তাহাকে সুদৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখে। তখন বন্ধনকারী মাহুত অন্য কুন্‌কী লইয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে গমন করে। কামোন্মত্ত গুণ্ডা বা মক্‌না যখন মনোমত কুন্‌কীর অঙ্গসংযোগে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন সেই মাহুত কুন্‌কী হইতে অবরোহণ করত সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা তাহার পশ্চাদ্দিগের দুই পা বাঁধিয়া ফেলে। এইরূপ দুই তিনটি রজ্জুদ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষের সহিত সেই রজ্জু বন্ধন করিতে পারিলেই গুণ্ডা বা মক্‌না চিরজীবনের জন্য মনুষ্য হস্তে বন্দী হইল। ইহাই পরতালা শিকার।

ফাঁসি শিকার :—ইহাদ্বারা প্রধানত বন্য কুন্‌কী ধৃত করা হয়। গুণ্ডা ও মক্‌না কদাচিত ফাঁসিতে আবদ্ধ হয়। গুণ্ডা কিম্বা মক্‌নাকে ফাঁসি দ্বারা ধৃত করিতে গেলে প্রায়ই পোষা হস্তীর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

একটি বন্য কুন্‌কী যূথভ্রষ্ট হইয়া যখন ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন মাহুতগণ অন্তত ২।৩টি পোষা কুন্‌কী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। প্রত্যেক পোষা হস্তীর পৃষ্ঠে দুইজন লোক থাকে। একজন চালক আর একজন বন্ধনকারী। বন্ধনকারী একটি সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত ফাঁদ লইয়া বসিয়া থাকে। এই রজ্জুর অপরদিক পোষা হস্তীর শরীরে বাঁধিয়া রাখে। পোষা হস্তী বন্য হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলেই মাহুত হস্তস্থিত বৃহৎ ফাঁদ বন্য হস্তীর মস্তকে ফেলিয়া দেয়। মস্তকোপরে ফাঁদটি পতিত হইলে বন্যহস্তী স্বীয় প্রকৃতি বশত শুণ্ডটি জড়াইয়া আনে, তখন সহজেই সেই ফাঁদ গলদেশে আসিয়া পতিত হয়। বন্য কুন্‌কীটি বিশেষ বলবতী হইলে পরে আরও দুই একটি ফাঁদ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করা হয়। ইহাকে ফাঁসি শিকার বলে। ফাঁসিদ্বারা বন্য হস্তী কাবু হইয়া আসিলে তাহার পশ্চাদ্দিকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া ফেলে।

এই ত্রিবিধ উপায়ে ত্রিপুরার রাজসরকার হইতে হস্তী ধৃত করা হয়। হস্তিব্যবসায়িগণ মহারাজ হইতে পাট্টা লইয়া প্রতি বৎসরই হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। ব্যবসায়িগণকে ধৃত হস্তীর প্রায় চতুর্থাংশ রাজকর প্রদান করিতে হয়। হস্তীর শুল্ক হইতে মহারাজ কোন কোন বৎসর ২৩।২৪ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। *

* অল্প কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৪ হাজার

বন্য বিহঙ্গ :— ত্রিপুরা পর্ব্বত বন্য বিহঙ্গে পরিপূর্ণ। বিবিধ প্রকার সুবর্ণ রঞ্জিত কিম্বা কলকণ্ঠ, কোন জাতীয় পক্ষীর অভাব নাই। টিয়া, মদনা, চন্দনা প্রভৃতি কেবল তোতা জাতীয় পাখী প্রতি বৎসর ১০।১৫ হাজার ধৃত হইয়া ত্রিপুরা নওয়াখালী ও শ্রীহট্টের বাজার সমূহে বিক্রীত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশে ধনেশ পাখী দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহে বসা এত অধিক যে, সূর্য্যের আলোকে তাহাদের চলচ্ছক্তি থাকে না, তৎকালে মনুষ্যগণ অতি সহজে তাহদিগকে ধৃত করে কিম্বা মারিয়া ফেলে। ধনেশের বসা সূতিকা রোগের একটি মহোষধি।

সর্প :—ত্রিপুরা রাজ্যে নানা প্রকার প্রকাণ্ডকায় অজগর সর্প দৃষ্ট হয়। গোক্ষুর কেউটা প্রভৃতি বিষধরেরও অভাব নাই কোন কোন জাতীয় সর্প কুকিদিগের উপাদেয় খাদ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

অধিবাসী :— ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩৭৪৪২ জন লোকের বাস। কিন্তু গণনা সম্পূর্ণ

টাকা জমায় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দোয়ালগুলি ইজারা লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সূত্রে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ সহিত কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহারাজ তাহাতে অসম্মত হন।

বিশুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা ব্রিটীস সাম্রাজ্যের নিকটবর্ত্তী, তাহাতেই অধিক লোকের বাস। ক্রমে পূর্ব্বদিকে মনুষ্য বসতি বিরল।

ত্রিপুরারাজ্যবাসীদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত বাঙ্গালী, দ্বিতীয়ত লৌহিত্য বংশজ।

বাঙ্গালী :— ইহাদিগকে তিন শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। মুসলমান প্রায় ৪০ হাজার এবং হিন্দু ১০ সহস্রের ন্যূন হইবে। খৃষ্টান দুই শতের ন্যূন। ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান নিতান্ত বিরল, নাই বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টানগণ চট্টগ্রামের ফেরিঙ্গী বংশজ। ইহারা পূর্ব্বে মহারাজের সামরিক বিভাগে কার্য্য করিত।

লৌহিত্যবংশ :— নরজাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে "তিব্বতী-ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে লৌহিত্য বংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যারকিও-সাংপো) নদের তীর ভূমি ইহাদের প্রাচীন নিবাসস্থল। এই প্রবাদ হইতে ইহারা লৌহিত্যবংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। লৌহিত্য বংশ তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত যথা ঃ—হিমালয়, পূর্ব্বপ্রান্ত ও মগী।* ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব্ব প্রান্ত ও মগী শ্রেণীর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইতেছে।

তুইপ্রা বা তিপ্রা (ত্রিপুরা) গণ প্রধানত চারি শাখায় বিভক্ত যথা, (১) তিপ্রা, (২) জমাতিয়া (৩) নওয়াতিয়া, (৪) রিয়াং। এই সকল প্রধান শাখা বহুবিধ প্রশাখায় বিভক্ত।

তিপ্রা ঃ— এই শাখা হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের উদ্ভব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা ঘোষণা করিতেছেন।† রেইনলড্ সাহেব লিখিয়াছেন, "আকৃতি দ্বারা তিপ্রাগণ খসিয়াদিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়।" ‡ ইতিহাস লেখক

* হিমালয় শ্রেণী	পূর্ব্বপ্রান্ত শ্রেণী।	মগী শ্রেণী।
১। মেচ।	১। গারো।	১। আরাকানী।
২। কোচ।	২। ত্রিপুরা।	২। ব্রহ্মা।
৩। লেপচা।	৩। কাছাড়ি।	৩। শ্যান।
৪। ভুটীয়া।	৪। মণিপুরী।	৪। খশ।
৫। তিব্বতী।	৫। নাগা।	ইত্যাদি।
	৬। কুকি।	
	৭। খেয়ান।	

Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 482.
Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 79.
Dalton's Ethnology of Bengal. p. 109.

‡ *Reynold's Tribes of the Eastern Frontier. J. A. S. B. XXXII. 407.)*

বিবেচনা করেন ইহারা শ্যানবংশরূপ বিশাল ক্রমের একটি শাখা। তিপ্রা ও কাছাড়িগণ সেই শাখার দুইটি প্রশাখা মাত্র। আমাদের প্রভু শব্দটি শ্যান ব্রহ্ম প্রভৃতি জাতি দ্বারা "ফ্রা" রূপে অপভ্রংশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সেই জাতীয় নরপতিগণ এই "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন। এই ফ্রা হইতে "ফা" শব্দের উদ্ভব। মাণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরা-পতিগণ সকলেই "ফা" উপাধি ধারণ করিতেন। কল্যাণ মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরপতি ব্যতীত রাজ বংশজ অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই ফা আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। ২৭০ বৎসর গত হইল মহারাজ কল্যাণমাণিক্য স্বীয় বংশধরদিগকে "ফা"র পরিবর্ত্তে "ঠাকুর" আখ্যা প্রদান করেন।

ত্রিপুরাগণ নিম্নলিখিত প্রশাখা বা "দফার" বিভক্ত যথা :— (১) তিপ্রা (ত্রিপুরা)। (২) বাছাল, (৩) দৈত্যসিং, (৪) কুওয়াতিয়া, (৫) সিউক, (৬) ছএতিয়া, (৭) গালিম, (৮) আপাইয়াছা, (১০) ছিলটিয়া, (১১) সেনা। সর্ব্বপ্রকার ত্রিপুরার সংখ্যা বোধ হয় ৪০ সহস্রের ন্যূন হইবে না।

জমাতীয়া :— ইহারা তিপ্রাবংশের একটি বিশুদ্ধ শাখ প্রাচীন কালে ইহারা ত্রিপুরার প্রধান সৈন্য ছিল। ইহা সংখ্যা ৪।৫ সহস্রের ন্যূন হইবে না। ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দে ইহ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত

দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। * তদনন্তর জমাতীয়াগণ পার্ব্বতীয় উগ্রভাব পরিহার পূর্ব্বক ক্রমে নিরীহ বাঙ্গালী ভাব ধারণ করিতেছে। ইহারা জুম কৃষি পরিত্যাগ করত বাঙ্গালীর ন্যায় ক্রমে গরুর দ্বারা হল কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নওয়াতীয়া ঃ— বোধ হয় মগবংশের কতকগুলি লোক তিপ্রা-দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া নওয়াতীয়া বা নুতন-তিপ্রা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৩।৪ সহস্র হইবে। নওয়াতীয়াগণ নিরীহ প্রকৃতি সম্পন্ন।

রিয়াং ঃ— ইহাদিগকে কুকিদিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। তিপ্রাদিগের মধ্যে ইহাদিগের প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র। রিয়াং দফার সংখ্যা বোধ হয় ৪ সহস্রের ন্যূন নহে।

শারীরিক গঠন ঃ— তিপ্রাগণ মধ্যমাকার, সবল শরীর, ঈষৎ গৌরবর্ণ, নাসিকা চাপা, চিবুক শ্মশ্রু হীন, বাহু-যুগল মাংসল, পদ গুচ্ছ মোটা ও সুদৃঢ়। ইহাদিগকে দর্শন করিলেই লৌহিত্য বংশজ বলিয়া বোধ হয়।

স্বভাব ঃ— তিপ্রা জাতির স্বভাব মধুর, সুন্দর ও সারল্যপূর্ণ। ইহারা দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের ন্যায় শ্বাপদ প্রকৃতি সম্পন্ন না হই-লেও ভীরু নহে। পর দুঃখে ইহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। কাপট্য ইহাদের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। ইহাদের

* দুই শতাধিক জমাতিয়া মুণ্ড দ্বারা সেই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। (*O'Donel's Report. 1863-64.*)

হৃদয়ের প্রফুল্ল ভাব সর্ব্বদা বদন মণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে সকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা মনুষ্য ক্রূর ও পশুভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদিগের মধ্যে সেই সকল কুপ্রবৃত্তি প্রায় দৃষ্ট হয়না। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে, ইহারা তাহা প্রাণান্তেও লঙ্ঘন করে না। ইহারা স্বাবলম্বী, পরের গলগ্রহ হওয়া ইহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক। ইহাদের একতা বিশেষ প্রসংশনীয়। ইহারা আশুতুষ্ট ও আশুরুষ্ট জাতি, তদ্ব্যতীত ইহাদের প্রতি অন্য কোনরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারিগণের সংসর্গে ত্রিপ্রাজাতির দেবতুল্য চরিত্র ক্রমে স্খলিত হইতেছে।

বাসস্থান :— পর্ব্বতের সানুদেশে দ্বিতল কাচাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিপ্রা জাতি বাস করে। নিম্নে তাহাদের পালিত পশু পক্ষী থাকে। মাচার উপরে বা দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ইহারা সপরিবারে বাস করে। ইহাদের এক একটি বাড়ী, এক একখানি ক্ষুদ্র পল্লী সদৃশ, তাহাকে পাড়া বলে। অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হইয়া তাহাতে বাস করে। প্রত্যেক বাটীর এক একজন সরদার আছেন, তাঁহারা রাজসরকার হইতে চৌধুরী, কবরা, পোয়াং,* সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সরদারগণ সামন্ত নরপতি বিশেষ। সামান্য অপরাধ

* এই পোয়াং শব্দটি আমাদিগকে শ্যান ইতিহাস স্মরণ করিয়া দিতেছে।

ও সামাজিক বিরোধের বিচার কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা স্ব স্ব বাটীর নিকট, পর্ব্বতের নিম্নস্থিত নির্ঝর কিম্বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুপ খনন করে। সেই সকল কুপ সর্ব্বদা নির্ম্মল ও সুশীতল জল পরিপূর্ণ থাকে। তাহারা সেই জল পান করে।

জুমক্ষেত্র :— একবাটী বা পাড়ার স্ত্রী পুরুষগণ একত্রিত হইয়া জুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্ধ আতুর ব্যতীত অন্য সকলেই তাহাতে কার্য্য করে। পৌষ মাঘ মাস মধ্যে ক্ষেত্রের জন্য একটি বৃহদায়তন স্থান নির্ণয় করিয়া তাহার বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলে। প্রায় একমাস কাল সূর্য্যের উত্তাপে সেই সকল শুষ্ক হইয়া যায়। চৈত্র মাসে তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে। বৈশাখ মাসে টাকুয়াল নামক "দা"দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ধান্য, কার্পাস, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা, ও নানা প্রকার তরকারীর বীজ একত্র করিয়া বপন করে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে জুম ক্ষেত্র বাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই সময় ভুট্টা, ফুটি, কাঁকুড় প্রভৃতি সুপক্ক হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে ধান্য বাহির হইতে থাকে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহা কাটা শেষ হয়। কার্ত্তিক মাসে কার্পাস ও তিল সংগ্রহ করা হয়। জুমক্ষেত্রে তিপ্রাগণ নানা প্রকার কচু উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। দীর্ঘকাল কোন একস্থানে জুমকৃষি করিলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাহারা

২।৩ বৎসর অন্তে বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন স্থানে যাইয়া বাটী নির্ম্মাণ করে ও তাহার পার্শ্বে জুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ব্যবসায় ঃ— ত্রিপ্রাগণ তাহাদের জুমক্ষেত্রের কার্পাস ও তিল এবং অরণ্যজাত কাষ্ঠ, বেত, ছন (খড়) ও জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রাজকর ঃ— ইহাদিগকে ভূমির কর দিতে হয় না। অন্ধ, আতুর, অবিবাহিত ও বিপত্নীক ব্যতীত অন্যেরা কর প্রদান করে। প্রতি দম্পতি বার্ষিক ৩৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজকর প্রদান করিয়া থাকে।

বিবাহ ঃ— ইহাদের মধ্যে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, (১) হিকনানানী, (২) কাইজগ্নানী।

হিকনানানী ঃ— স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মনোমিলন দ্বারা এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহাই আদিম ও বিশুদ্ধ প্রথা। ইহাতে কোনরূপ ক্রিয়া কার্য্য কিম্বা কৃত্রিম উৎসবের প্রয়োজন নাই। পরস্পর"ত্বং মেপতি ত্বংমেভার্য্যা"ইত্যাকার জ্ঞান বা স্বামী স্ত্রী এইরূপ স্বীকারই এ বিবাহের একমাত্র কার্য্য। এইরূপ বিবাহে সামাজিকদিগকে একটি ভোজ দিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র কিম্বা অক্ষম ব্যক্তি এরূপ ভোজ প্রদান করিতে বাধ্য নহে।

কাইজগ্নানী ঃ— অভিভাবকদিগের প্রস্তাব অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহাতে বরকে বিবাহের পূর্ব্বে ন্যূনাধিক

এক বৎসর কাল শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া তাহার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সময় বর কন্যা স্বামী স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা তাহারা নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে শূকর ও কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান পূর্ব্বক লাম্‌প্রা নামক দেবতার পূজা প্রদান করত কন্যার মাতার প্রদত্ত একপাত্র মদিরা কন্যা অর্দ্ধাংশ পান করিয়া অপরার্দ্ধ বরকে পান করিতে দেয়, বর তাহা পান করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। আত্মীয় বর্গের পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্য প্রচুররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে বর স্থানান্তর চলিয়া যায়। দুই দিবা এক রাত্রি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক বর পুনর্ব্বার স্ত্রীর নিকট আগমন করে।

আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ নিবিড় অরণ্যবাসী প্রকৃতির পুত্র কন্যাগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই "কাইগ্‌জনানী" বিবাহটিকে বাঙ্গালীদিগের বিবাহের ন্যায় করিবার জন্য উপায় করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যার পণ, যৌতুকের ব্যবস্থা, * পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ, কন্যা সম্প্রদান, পুরোহিতের প্রাপ্য নাপিতের প্রাপ্য, ধোপার প্রাপ্য সকলই ঠিক হইয়া গিয়াছে।

* যৌতুকের ব্যবস্থা অতি চমৎকার হইয়াছে যথা, পিতলের কলসী এক জোরা, থালা এক জোরা, বাটী একজোরা, ঘটি ১ জোরা, শৌল মৎস্য এক জোরা, পায়রা এক জোরা,

ত্রিপ্রাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পরিত্যাগ প্রথা ইহাদের মধ্যে অপ্রচলিত নহে। পরিত্যাগের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য পঞ্চাইতগণ তাহার বিচার করিয়া থাকেন। কোন পক্ষ ইহাতে অসম্মত হইলে সে ব্যক্তি রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে পারে। পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

দেবতাঃ— ত্রিপ্রাগণ নানা প্রকার দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। চতুর্দ্দশটী দেবতা তাহাদের প্রধান উপাস্য। আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ হিন্দু আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এই চতুর্দ্দশ দেবতা ব্যতীত আরও কয়েকটী দেবতা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রিপ্রাগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজে অনুপ্রবিষ্ঠ হইতেছে, সুতরাং হিন্দুর ৩৩কোটি দেবতা তাহাদের পূজ্য ও উপাস্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমরা কেবল তাহাদের জাতীয় দেবতারই উল্লেখ করিব। ত্রিপ্রা ভাষায় দেবতাকে মতই বলে।

মতইকতর :— মতই—দেব; কতর—মহা, শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ। যৌগিক অর্থ মহাদেব। ইনি ত্রিপ্রাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। মহাদেব যে কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য দেবতা

পাঠা এক জোরা এবং মসল্যা ১২ প্রকার। ইহাই কন্যার পিতাকে দিতে হয়।

তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। লৌহিত্য বংশীয় অনার্য্যদিগকে হস্তগত করিবার জন্য বৌদ্ধ-দ্রোহী ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের প্রধান দেবতাটি আপনাদের দেবতা শ্রেণীতে সংস্থাপন করিয়াছেন কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য।* তিব্বতদেশ হইতে মহাদেব ও মহাদেবীর যে বর্ণনা ও চিত্রপট সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।† মহাদেবের নিবাস ভূমি (কৈলাস) কিরাত জাতির সূতিকা গৃহ তিব্বতদেশ মধ্যে অবস্থিত। হস্তী

* His (*Mahadeb*) residence in the far Kylasa, his braided hair, his oblique eyes, his great proclivity for smoking, his reputed authership of the Tantrika, nasal, monosyllabic Mantras, go far to prove him to be a Mongolian rather than of Aryan type. *Rangalal Banerji's Identification of Aboriginal Tribes. (P. A. S. B. 1874. p. 10.)*

† শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত দেশ হইতে এই তত্ত্ব ও চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছেন। *See Journal and Text of the Buddhist Text Society of India. Vol. I part. III.* আমাদের মহাদেবের বাহন বৃষ, কিন্তু তিব্বতিদিগের মতে তিনি মহিষবাহন। আমাদের মহাদেব সংহারকারী, তিব্বতিগণও তাঁহাকে মৃত্যুপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ড মালা বিলম্বিত; মস্তকে নরকপাল শোভিত মুকুট। তাঁহার পত্নী শ্রীমতীচামুণ্ডা দেবী "মহাপাত্র" দ্বারা তাঁহাকে মদিরা পান করাইতেছেন। চামুণ্ডাদেবী উলঙ্গিনী, পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিলম্বিত।

কিম্বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম তাঁহার বসন। তাঁহার পত্নী দুর্গা ও গঙ্গা উভয়ই কিরাত কন্যা।* মহাবীর অর্জ্জুন কিরাত বেশ ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করত কিরাতরূপী ভগবান "বিরূপাক্ষের" দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে হরগৌরীর উল্লেখ নাই। প্রথম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১০ম ঋকে অগ্নিকেই রুদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।† সামবেদীয়া কেনোপনিষদে আমরা প্রথমতঃ হৈমবতী উমাদেবীর দর্শন পাইতেছি। কিন্তু তাহাতে তিনি শিবের পত্নী নহেন। ইন্দ্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান জন্য কেনোপনিষদে "অতি সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমার" প্রথম আবির্ভাব। এবম্প্রকার বহুবিধ কারণে অনুমিত হইতেছে যে, কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য দেব মতইকতর আমাদের পুরাণাদিতে "মহাদেব" রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লাম্প্রা :— খাব্ধি (আকাশ ও সমদ্র) দুইটি দেবতা।‡ সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যে "লাম্প্রা" পূজা হইয়া থাকে।

* প্রাচীন কোষকারগণ "কিরাতি" শব্দের অর্থস্থলে দুর্গা ও গঙ্গার নাম লিখিয়াছেন। এজন্য বোধ হয় ইঁহারা কিরাত রাজ কন্যা।

† ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১ মণ্ডল ৪৩ সূক্ত ১ ঋকের টীকায় বৈদিক রুদ্র সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমাদের মত পোষণ করিতেছে।

‡ এস্থলে "প্রা" অর্থ সমুদ্র। পাঠকগণ আমাদের পূর্ব্ব বর্ণনা স্মরণ করুন।

সাংগ্রমা :— হিমাদ্রি। চতুৰ্দ্দশটি দেবতার মধ্যে সৰ্ব্বদা লাম্প্রা ও সাংগ্রমার পূজা হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবতাগণ প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন।

তুইমা :— গঙ্গা। অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষরূপে তুইমা পূজা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সচরাচর সামান্য ভাবে তুইমা পূজা হয়। কাহারও কোন রোগ হইলে নিকটবর্ত্তী নদীতে তুইমার পূজা প্রদান পূৰ্ব্বক ওঝাই (পুরোহিত) বলে, এই রোগীকে অমুক দেবতা আক্রমণ করিয়াছেন। অতএব সেই দেবতার পূজা দিতে হইবে। তদনুসারে ঐ দেবতার পূজা প্রদান করা হয়।

মাইনুমা :— ধান্যের দেবতা। তাঁহার কৃপাতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি বিমুখ হইলে ধান্য জন্মে না।

খুনুমা :— কার্পাসের দেবতা। তাঁহার কৃপাতে কার্পাস জন্মে।

বুড়াছা :— রোগশান্তির জন্য প্রায়ই এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

বনিরাও এবং থনিরাও। ইহারা দুই ভ্রাতা বুড়াছার পুত্র।

বুড়িরক :— ৭টি ভগিনী। ৬ জনা বিবাহিতা তাঁহাদের স্বামী আছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠা অবিবাহিতা তিনি মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া করেন। কেহ ইহাদিগকে ডাকিনী, যোগিনী, কেহবা "৭ বইন পরী" বলিয়া থাকেন।

গরাইয়া ও কালাইয়া :— ইঁহারা দুই ভাই। চৈত্র সংক্রান্তিতে আমাদের বারওয়ারি পূজার ন্যায়, বিশেষ ধুমধামের সহিত ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের সকল লোক এই পূজায় যোগদান করে। তৎকালে ২।৩ দিন ত্রিপ্রাগণ মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। তাহারা মূলীবাঁশ পুঁতিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ত্রিপুরাগণ সকল দেবতা পূজাতেই দুইটী বাঁশের চুঙ্গি গ্রহণ করে। তাহার একটিতে জল অন্যটিতে মদ্য থাকে। তাহাদের জাতীয় ভাষায় মন্ত্র পাঠ করত সেই চুঙ্গি হস্তে লইয়া জল ও মদ্য দেবতাকে প্রদান করে। ইহারা মুরগের ও হাসের ছানা, শূকর, পাঠা প্রভৃতি বলিদান করত দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

রাজকীয় পূজা:—

খাচি পূজা :—আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে এই পূজা হইয়া থাকে। তৎকালে জীব রুধিরে স্রোত প্রবাহিত হয়। এই পূজায় অন্যূন ২।৩ শত ছাগ বলিদান করা হয়। পূর্ব্বে এই খার্চি পূজায় নরবলি দেওয়া হইত।

কের পূজা :—খার্চি পূজার ১৪ দিন পরে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে এই পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার সময় এক দিবা দুই রাত্রি ত্রিপুরাবাসিগণকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমন কি নৃপতিও গৃহের বাহির হইলে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই তাঁহার অর্থ দণ্ড করিয়া থাকেন।

পুরোহিত :— ত্রিপুরাদিগের জাতীয় পুরোহিতগণ "ওঝাই" বলিয়া পরিচিত। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইনি ত্রিপুরারাজ্যের "লর্ড বিশপ"। তাঁহার অধীন পূজকগণ গালিম নামে অভিহিত। পুরোহিতের পুত্র পুরোহিত হইবে, এইরূপ নিয়ম ত্রিপুরাদিগের মধ্যে নাই। মন্ত্রাদি শিক্ষা করিলে যে কোন ত্রিপুরা ওঝাই ও গালিম হইতে পারে। প্রধান গালিম চন্তাই হইয়া থাকেন।

ত্রিপুরাজাতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালিদিগের অনুকরণ করিতেছে। ইহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বসন, ভূষণ সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরাদিগের স্বতন্ত্র একটি ভাষা আছে। ইহা লিখিত ভাষা নহে। তাহাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ভাষার সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু অবিকৃত ও বিকৃত বাঙ্গালা শব্দ ক্রমে এই ভাষায় প্রবেশ করিতেছে।

হালাম :—ইহারা কুকি ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী জাতি। আমাদের বিবেচনায় ইহারা মিশ্রজাতি। হালামগণ প্রধানত ত্রয়োদশ "দফা" (শাখায়) বিভক্ত, যথা— (১) রাংখল, (২) কাইপেং (৩) মরছম, (৪) রূপনী, (৫) খুলং, (৬) দাপ, (৭) কলই, (৮) চড়াই, (৯) মছবাং, (১০) লঙ্গাই, (১১) বংশের (১২) কর্ব্বং (১৩) মুতিসাংল। এই সকল শাখা অনেক গুলি প্রশাখায় বিভক্ত। ইহাদের ভাষা মূলত এক হইলেও

ভিন্ন ভিন্ন " দফা " দ্বারা এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয় যে, প্রত্যেক দফার একএকটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়। হালামগণ কুকি বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত। হালামদিগের বৃত্তান্ত অনবগত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে কুকি বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবে।

কুকি :— ইহাদিগের বিবরণ পশ্চাৎ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইবে।*

ত্রিপুরেশ্বরের অধীন কুকিগণ পূর্ব্বে কোনরূপ কর প্রদান করিত না। বিশেষ বিশেষ কার্য্য কিম্বা পর্ব্বোপলক্ষে রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইয়া গজদন্ত উপঢৌকন প্রদান করিত। অধুনা পার্ব্বত্য জাতির নিয়মানুসারে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা বিশুদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ।

মণিপুরী বা মেথ্‌লী :—প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় হইতে মণিপুরীগণ ত্রিপুরা রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ত্রিপুররাজবংশে কন্যা সম্প্রদান করত ইহারা ধনবান ও সম্মানিত হইতেছে। ত্রিপুর রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১০।১২ সহস্রের ন্যূন হইবেনা।

আসামী :—মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আসামের " আহম বংশীয় " রাজ কন্যা বিবাহ করেন। সেই সূত্রে

* তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি আসামদেশীয় মানব ত্রিপুর রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

চাক্‌মা :— অল্পকাল মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী কতকগুলি চাক্‌মা মগ ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। "চীন লুসাই" অভিযান সময় "কুলিধরার" ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাকমা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিল। ইহারা পুনর্ব্বার চট্টগ্রামে গমন করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজবংশ :— প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজবংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

শুন শুন মহারাজ হইয়া সাবধান।
তোমার বংশের কথা করিছি বাখান।
চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি নৃপতি।
নিজ বাহুবলে শাসে সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি॥
তান পঞ্চপুত্র হৈল যেন কল্পতরু।
যদু তুর্ব্বসু আর দ্রুহ্যু অনু পুরু॥
শুক্র কন্যা দেবযানীর দুই হইল পুত।
রাজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার হৈল তিন সুত॥

* * *

বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল ইন্দ্রের আলয়।

ঋগ্বেদ রচনা কালে আর্য্যগণ পঞ্চনদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা তৎপক্ষে বিষম সন্দেহ রহিয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ প্রণীত হয়। তদনন্তর শুক্ল যজু রচিত হইয়াছে। উক্ত শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, "সদানীর (গণ্ডকি) নদীর পূর্ব্বদিকে জলপ্লাবিত স্থান।"* বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনা কালে বঙ্গ ভূমি সমুদ্র গর্ভে শায়িত কিম্বা শ্বাপদ জন্তুর বাসস্থল ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশ "পাণ্ডব-বর্জ্জিত" অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের সময়ে আর্য্য বর্জ্জিত। তদানীন্তন ত্রিপুরার অবস্থা চিন্তা করিলে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়।

ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে বারংবার যযাতির পঞ্চ পুত্রের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতেছেন। সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে লিখিত আছে, "দ্রুহ্যুকে ইন্দ্র জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।" চতুর্দ্দশ ঋকে লিখিত আছে, "অনু ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণকে ইন্দ্র বধ করেন।" জগতের আদি গ্রন্থ

* *Muir's Sanskrit Text. Part II. p. 420.*

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন দ্রুহ্যু ও তাঁহার পুত্র কিরূপে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অগম্য।

সেই দিবস লর্ড ডেলহাউসী কর্ত্তৃক ব্রহ্মার যে রাজবংশ হৃতরাজ্য হইয়াছেন। আলংফ্রা এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। সেই আলংফ্রার বংশধরগণও সূর্য্যবংশজ বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবম্প্রকার অবস্থায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজবংশজাত ত্রিপুরেশ্বরগণ চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। রাজমালা অনুযায়ী ত্রিপুরেশ্বরদিগের বংশাবলী প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা বারংবার বলিয়াছি, ত্রিপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন এরূপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা হিন্দু সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ক্রিয়া কলাপ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতেছে; কিন্তু ত্রিপুরাদিগের জাতীয় ব্যবহার তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেন নাই।

বিবাহ:— রাজবংশে তিন প্রকার বিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা, ব্রাহ্ম, শাস্তিগৃহীতা ও কাছুয়া। ব্রাহ্ম বিবাহ বাঙ্গালীদিগের অনুরূপ। ইহাতে অভিভাবকের কন্যা সম্প্রদান ও

যথারীতি পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সকল কার্য্যই হইয়া থাকে। শান্তিগৃহীতা বিবাহে সম্প্রদানের প্রয়োজন নাই। বর কন্যা একত্র বসিয়া পুষ্পমালা পরিবর্ত্তন করে ও পুরোহিত তৎকালে মন্ত্রপূত শান্তিজলে উভয়কে অভিষেক করিয়া থাকেন। * কাছুয়া বিবাহ ত্রিপুরাদিগের হিকনানানী বা প্রাচীন গন্ধর্ব্ব মতানুযায়ী। "ত্বংমেপতি ত্বংমে ভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম ও শান্তিগৃহীতা রাজপত্নীগণ বিবাহ কাল হইতেই "মহারাণী" "মহাদেবী" বা "ঈশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু কাছুয়া পত্নীগণ নরপতি কর্ত্তৃক এই সকল উপাধি প্রাপ্ত না হইলে তাহা ধারণ করিতে

* সাধারণ ত্রিপুরাদিগের ন্যায় রাজবংশেও পূর্ব্বে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল; ত্রিপুরেশ্বরগণ যৎকালে বাঙ্গালী কন্যা বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, তৎকালে, তাঁহারা কাইজগ্নানী বিবাহকে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া তুলেন। প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ অনেকে বাঙ্গালী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ রামমাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের জননী এবং মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের জননী বাঙ্গালী ভদ্র লোকের কন্যা ছিলেন। এইরূপে কাইজগ্নানী বিবাহটি ব্রা[illegible] ভাব প্রাপ্ত হয়। হিক্নানানী বিবাহটি ঠিক রহিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে মণিপুরীদিগের সংসর্গে এই শান্তিগৃহীতা বিবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু, মণিপুরী ও ত্রিপুরা ব্যবহারের সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইতেছে।

পারেন না। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ও বিচার পতিগণ রাজ পরিবা-রের আচার ব্যবহারের গূঢ়তত্ত্ব অবগত না হইয়া স্থানে স্থানে নানারূপ অপ্রকৃত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কাছুয়া রাণীর গর্ভজাত মহারাজ রাজধর মাণিক্যকে রেসিডেণ্ট বুলার সাহেব "জারজ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* এই কাছুয়ার গর্ভজাত মহারাজ রামগঙ্গাকে কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি নরমেন ও কেম্প সাহেব দাসী পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† মহারাজ ঈশানচন্দ্র ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের জননী কাছুয়া ছিলেন। ঈশানচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর, তাঁহার জননী মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হন। এই গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ, (চক্রধ্বজের মস্তকে কুঠারা-ঘাত করিয়া) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "রাজা ইচ্ছা করিলে সন্তানের জন্মের পর তাহাকে বিধিসিদ্ধ করিতে পারেন।" ‡ যে কাছুয়াগণ অন্যান্য পত্নীর ন্যায় স্বীয় পতির সহিত অনুমৃতা

* Rajdhar Manick the present Zemindar is the illigitimate son of Harry Money the brother of the late Raja Kishen Manick. *Letter from the Resident of Tipperah, to the Collector of Chittagong 12th August, 1788.*

† *Weekly Reporter. Vol. I. page 179.*

‡ *Weekly Reporter. Vol. I. page. 194.*

হইয়াছেন ;— যাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ ব্রাহ্ম ও শাস্ত্রিগৃহীতা মহিষিগণের গর্ভজাত পুত্রগণকে অতিক্রম করত পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।* সেই কাছুয়াগণকে পত্নীপ হইতে বিচ্যুত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। ঠিক হিন্দুভা ইহাদের বিচার করিলে চলিবে না। ত্রিপুরাজাতির বিবা প্রথা এরূপ সরল যে তাঁহাদের মধ্যে জারজপুত্র উৎপন্ন হওয় এক প্রকার অসম্ভব। † ত্রিপুরা রাজপরিবারের অধিকাং বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক বর কন্যার মধ্যে সম্পাদিত হয়। বিধ বিবাহ কদাচিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম :—প্রাচীন ত্রিপুরা পতিগণ শৈব ও শাক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত শিব ও কালী মন্দিরস তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দেবতামুড়া পর্ব্বত গাত্রে শিব, দুর্গা ও কালী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিসমূ

* কল্যাণ মাণিক্যের পর হইতে কাছুয়া গর্ভজাত সকল নরপতি ত্রিপুরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আম এস্থলে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম। মহারাজ গোবি মাণিক্য, রাম মাণিক্য, মহেন্দ্র মাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক রাজধর মাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য, কাশীচন্দ্র মাণিক ঈশানচন্দ্র মাণিক্য, এবং বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীযুক্ত বীরচ মাণিক্য বাহাদুর।

† কাপ্তান লেউইনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। *Lewin's Hill Tracts of Chittagong. page 80.*

ক্ষাদিত রহিয়াছে। তাঁহাদের স্থাপিত চট্টগ্রাচলের চন্দ্রনাথ ও উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী উল্লেখ যোগ্য। উভয়ই তন্ত্রোক্ত পীঠ স্থান ও শৈব, শাক্তের প্রসিদ্ধ তীর্থ। রাজধর মাণিক্যের সময়ে নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগণ রাজপরিবারে কৃষ্ণ মন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের শাক্ত ভাব বিদূরিত হয় নাই। ত্রিপুরাজাতির আদিম দেবতাগণ ও রাজপরিবারে আধিপত্য পরিত্যাগ করেন নাই।

উত্তরাধিকারীত্বের নিয়ম ঃ—মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে জগতের সাধারণ বিধি অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র পৈত্রিক রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। কল্যাণ মাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুররাজবংশে যুবরাজ নিযুক্তের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নরপতি দ্বারা আরও দুইটি পদ সৃষ্ট হইয়াছে, যথা "বড় ঠাকুর" ও "কর্ত্তা"। এই দুইটি পদ সৃষ্টি দ্বারা রাজ পরিবারে অনন্ত কলহের বীজ সংরোপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ যে রূপ "কর্ত্তা" পদটিকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তদ্রূপ বড়ঠাকুরের পদটিকে সুদৃঢ় করিতে যত্নবান হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিবেচনায় উভয় পদের গুরুত্ব সমতুল্য বটে।*

* *O'Donel's Report, 1863-64.*

ফলত যুবরাজ ব্যতীত অন্য দুইটি পদ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঐ দুইটি পদের উন্নতি সম্পূর্ণ কুলাচারানুমোদিত বলিয়া বোধ হয়না।

রাজচিহ্ন :— ত্রিপুরার রাজসিংহাসনটি অতি প্রাচীন। যদিচ বারংবার ইহার সংস্কার হইয়াছে, তত্রাচ তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই সিংহাসন অষ্টকোণ এবং ষোড়শ সিংহ ধৃত। ৮টি সিংহ উপলক্ষ মাত্র, অপর ৮টি সিংহের মস্তকোপরে সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। (১) হনুমান ধ্বজ (২) দণ্ড, (৩) ধবলছত্র, (৪) আরঙ্গি, (৫) চন্দ্রবাণ, (৬) সূর্য্যবাণ, (৭) মীন-মনুষ্য, (৮) মানবহস্ত (পাঁজা), (৯) তাম্বুলপত্র, এই ৯টি রাজকীয় প্রধান চিহ্ন। তদ্ব্যতীত কতকগুলি উপচিহ্ন আছে।

মুদ্রা (তঙ্কা) :— দুইটি অতি প্রাচীন মুদ্রা আমরা দর্শন করিয়াছি, তাহা অপাঠ্য। তদ্ব্যতীত যেসকল মুদ্রার অক্ষর পাঠ করা যায়, তন্মধ্যে কল্যাণমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র ছত্রমাণিক্যের মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদপেক্ষা প্রাচীন কোন সুপাঠ্য মুদ্রা আমাদের হস্তগত হয় নাই। পাশে মহারাজ ছত্র-মা ণি ক্যে র

মুদ্রার প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে "শ্রীহর-গৌরীপাদপদ্মমধুপ শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য দেবস্য" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে একটি সিংহ ও তাহার পদ চতুষ্টয়ের নিম্ন ভাগে "শকাব্দা ১৫৮২" ক্ষোদিত রহিয়াছে।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের মুদ্রা আমরা দর্শন করি নাই; কিন্তু রাজমালায় লিখিত আছে যে, গোবিন্দ মাণিক্যের মুদ্রায় শিব নামের সহিত নরপতি ও তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষোদিত হইয়াছিল। অদ্যাপি প্রত্যেক নরপতির অভিষেক কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রার অনুকরণ মাত্র। রাজপরিবারের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সহিত "হর গৌরী" শব্দের পরিবর্ত্তে "রাধাকৃষ্ণ" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে।

উপরে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের একটি মুদ্রার প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় "রাধা কৃষ্ণ পদে শ্রীশ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য দেব শ্রীশ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

মহাদেব্যৌ” এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে একটি সিংহ ও তাহার পদতলে “শকাব্দা ১৭৭১” লিখিত আছে।

ঈশ্বরী বা মহারাণী উপাধিধারিণী সমস্ত রাজপত্নীগণের নামে পৃথক পৃথক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নৃপতির নাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা সকল মুদ্রাতেই একরূপ উৎকীর্ণ হয়।

মুদ্রা (মোহর বা সিল) :—ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল হইতে তিন প্রকার মুদ্রা (মোহর) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন (১) পদ্ম-মোহর, (২) দেবাজ্ঞা-মোহর, (৩) খাস-মোহর।

(১) পদ্ম-মোহর। এই মোহর সনন্দাদিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই মোহরের মধ্যস্থলে নরপতির নাম ক্ষোদিত হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের নাম উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। পার্শ্বে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের

পদ্ম-মোহরের প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। এই মোহরের মধ্য স্থলে “শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্য দেব” এবং চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে “কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ

মাণিক্য, রামমাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য, কৃষ্ণ মাণিক্য" ক্ষোদিত রহিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ এরূপ সনন্দসমূহে পিতৃপুরুষগণের নাম সংযুক্ত মোহর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির নামের সহিত মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতির নাম সংযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের মোহরগুলি প্রায়ই ডিম্বাকৃতি (বাদামী)। ইহার উপরার্দ্ধে রাজবংশের ধর্ম্মের পরিচায়ক কোনরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইত। গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের মুদ্রার শিরোভাগে ভগবান বিষ্ণুর বাহন "গরুড়" মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে।* বর্দ্ধন বংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের মুদ্রার শিরোভাগে ভগবান শশাঙ্কশেখরের বাহন "বৃষভ" মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। † মৌখরী বংশীয় মহারাজাধিরাজ সর্ব্ব বর্ম্মাণের মুদ্রায় বৃষভারূঢ় ভগবান পিনাকপাণির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। ‡ কোন কোন মুসলমান সম্রাট এক প্রকার মুদ্রা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষের নাম সংযুক্ত দৃষ্ট হয়। মোগল সম্রাট সাহজাহানের একটি মুদ্রার

* *J. A. S. B. Vol. LVIII. part I. p. 89.*

† *Corpus. Inscriptionum Indicarum. Vol. III. page 231.*

‡ *Ibid Vol. III. page 219.*

আশ্চর্য্য প্রতিলিপি আমরা দর্শন করিয়াছি। এই মুদ্রার মধ্য স্থলে "সাহাবুদ্দিন মাহাম্মদ সাহজাহান পাদশা" এবং তাহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে (১) তিমুর সাহেব, (২) মির্জ্জাসা, (৩) মির্জা সুলতান মাহাম্মদ, (৪) সুলতান আবু সৈয়দ, (৫) মির্জা অমর সেখ, (৬) বাবর পাদসা, (৭) হুমাউন পাদসা, (৮) আকবর পাদসা, (৯) জাহাঁগীর পাদসা, ক্ষোদিত রহিয়াছে।* ত্রিপুরেশ্বরদিগের পদ্ম মোহরগুলি মোগল সম্রাটদিগের এবম্প্রকার মুদ্রার পূর্ণ অনুকরণ বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

(২) দেবাজ্ঞা মোহর :—কোন দেব নামের সহিত "আজ্ঞা" শব্দ সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে "দেবাজ্ঞা" মোহর বলা হয়। রোবকারী, কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের নামীয় চিঠিতে প্রধানত এই মোহর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন সনন্দেও এই মোহরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নরপতির দেবাজ্ঞা মোহরাঙ্কিত চিঠি আমরা দর্শন করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। কৃষ্ণমাণিক্য, রাজধর মাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য এবং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রভৃতি ৪ জন নরপতির মোহরে "শ্রীরামাজ্ঞা" ক্ষোদিত রহিয়াছে। কৃষ্ণমাণিক্য ও রাজধর মাণিক্যের মোহরের অক্ষরগুলি কিঞ্চিৎ প্রাচীন আকৃতি বিশিষ্ট। রামগঙ্গা মাণিক্যের মোহরাঙ্কিত শ্রীরামাজ্ঞা, "শ্রীরামাদ্ধা"বৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ অক্ষরের

* *Tavernier's Travales in India. p. 107.*

ভগ্নাংশ জ অক্ষরের মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক এরূপ বিকৃতি আকার ধারণ করিয়াছে। নিম্নে তিনটি দেবাজ্ঞা মোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ১নং রাজধর মাণিক্য, ২নং রামগঙ্গা মাণিক্য, ৩নং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মোহর।

২নং ১নং

৩নং

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মোহরে "কালীভজ" কিম্বা "কালীংভজ" ক্ষোদিত হইয়াছিল। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের মোহরে "শিবাজ্ঞা"; মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণি-

ক্যের মোহরে "শ্রীগুরুআজ্ঞা" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজের মোহরে "শ্রীগোবিন্দআজ্ঞা" লিখিত আছে।

৩। খাস-মোহর ঃ—এই মোহরে পারসি অক্ষরে মহারাজের সম্পূর্ণ নাম লিখিত আছে। জমিদারী সংক্রান্ত কবুলিয়ত, দরখাস্ত, নোটীশ প্রভৃতিতে এই মোহর ব্যবহৃত হয়।

যুবরাজের মোহর ঃ—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হইতে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরপতিগণ এই মোহর ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেও রীতিমত অভিষেক না হইলে, মোহর পরিবর্ত্তিত হয় না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যে মোহর ব্যবহার করিতেন, তাহার আদর্শ মাত্র পার্শ্বে প্রদত্ত হইল। ইহাতে যুবরাজ শব্দের "য" এর পরিবর্ত্তে বর্গীয় "জ" ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজধর মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্বে, তিনি

শিব দুর্গা প
দাব্জে শ্রীলশ্রী
যুত কৃষ্ণ ম
ণিজুবরাজস্য

যে মোহর ব্যবহার করিতেন, তাহাতে লিখিত আছে ঃ—"শ্রীলশ্রীযুত রাজধর ঠাকুর"। কাশীচন্দ্র মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মোহরে লিখিত আছে "দুর্গাপদে শ্রীলশ্রীযুত কাশীচন্দ্র যুবরাজ" বর্ত্তমান মহারাজের অভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যে মোহর ব্যবহার করিতেন তাহাতে কেবল "শ্রীশ্রী-শ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ" লিখিত আছে। বর্ত্তমান যুবরাজের

মোহরে "রাধাকৃষ্ণ পদে শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর যুবরাজ" লিখিত আছে।

উপাধি ও রাজকর্ম্মচারী ঃ—ত্রিপুরারাজ্যবাসিদিগের ও রাজকর্ম্মচারিদিগের চারি প্রকার উপাধি দৃষ্ট হয়। ১—অনার্য্য উপাধি, ২—হিন্দু উপাধি, ৩—মুসলমানী উপাধি, ৪—ইংরেজি উপাধি।

চন্তাই, গালিম, পোয়াং, কপরা (কবর), বরুয়া, চাপিয়া, গাবুর, দইরা, মইরা ও সেলামবারী* প্রভৃতি উপাধিগুলি খাটি অনার্য্য জাতীয়।

বাঙ্গালি হিন্দুগণের সংসর্গে "নারায়ণ" উপাধি প্রচলিত হয়। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি রাজকর্ম্মচারী এবং মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন কালে এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। আবুল ফজেল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রবের পূর্ব্বে ত্রিপুরার শাসন কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, তাহা লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। মহারাজ (আদি) রত্নমাণিক্য মুসলমানদিগের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে সুবা, উজির, নাজির ও দেওয়ান এই চারিটি প্রধান পদ সৃষ্ট হয়।

সুবা ঃ—প্রধান সেনাপতি। রাজপরিবারস্থ ও রাজসম্পর্কিত

* দইরা, মইরা ও সেলামবারী, ইহারা ত্রিপুরাদিগের জাতীয় যন্ত্রবাদক।

ব্যক্তিগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে সুবাদিগের নাম কিম্বা বংশাবলী সংগ্রহ করা দুরূহ। এক্ষণ যে সুবা বংশ বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল।* অধুনা ইঁহাদের সহিত সৈন্যবিভাগের কোন সম্পর্ক নাই।

উজির ঃ—সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ বা প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণমাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই পদটি বাঙ্গালিদিগের একচাটিয়া ছিল। রত্নমাণিক্যের সময় যে তিন জন বাঙ্গালিকে তিনি গৌড় হইতে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করা যাইবে। ইঁহাদের উত্তরপুরুষগণ ও তাঁহাদের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণই প্রায় উজিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বড় খাণ্ডব ঘোষ ও তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ ক্রমে ৫ পুরুষ "ওয়াদাদার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। খাণ্ডবঘোষের ষষ্ঠ উত্তর পুরুষ প্রথমত উজিরী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধারাবাহিক রূপে উজিরী, দেওয়ানী ও অন্যান্য প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল।† এই বংশাবলী তাম্রশাসন ও

* সুবা বংশাবলী। ১ যোগীরাম সুবা, ২ আছুমনী সুবা, ৩ ধনঞ্জয় সুবা, ৪ কালীকৃষ্ণ সুবা, ৫ জগমোহন সুবা, ৬ মহেশ চন্দ্র সুবা।

† খাণ্ডবঘোষের বংশাবলী। ১ বড় খাণ্ডবঘোষ ওয়াদাদার,

কাগজের সনন্দসমূহ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ছত্রমাণিক্যের শাসনকালে সেন বংশীয় মধুসূদন বিশ্বাস উজির

২ তরণী ওয়াদাদার, ৩ নাগর ওয়াদাদার, ৪ শ্রীহরি ওয়াদাদার ৫ বনমালী ওয়াদাদার, ৬ প্রজাপতি উজির, ৭ দেবানন্দ শুভঙ্কর, ৮ যাদবানন্দ উজির, ৯ পদ্মলোচন উজির, ইহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ১০ কবিবল্লভ উজির, দ্বিতীয় কবিচন্দ্র বড়নারায়ণ সেনাপতি, ইনি মণিপুরীদিগের সহিত যুদ্ধে তথায় অবরুদ্ধ হন। তৃতীয় কবিরত্ন সেনাপতি, ইহার পুত্র মাধবচন্দ্র উজির ছিলেন। কবিবল্লভের পুত্র ১১ রাজছত্র নারায়ণ উজির, ১২ রামকান্ত বিশ্বাস, ১৩ অনন্তরাম উজির, ১৪ নয়ন বিশ্বাস, ১৫ বিশ্বাসনারায়ণ, (গোবিন্দ মাণিক্যের) উজির, ১৬ বাঞ্ছারাম দেওয়ান, ১৭ কমলনারায়ণ (ধর্ম্মমাণিক্যের) উজির, ইহার দুই পুত্র ১৮ বলরাম বিশ্বাস ও মায়ারাম বিশ্বাস। বলরামের দুই পুত্র ১৯ রামহরি ও রামদুলাল। রামহরি বিশ্বাস, রামগঙ্গা মাণিক্যের শাসন কালে বাঙ্গালি কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। ইহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে। রামহরির পুত্র ২০ দুর্গাশঙ্কর বিশ্বাস, ইহার একমাত্র কন্যা এক্ষণ জীবিত আছেন। রামদুলালের পুত্র শিবশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ও চন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সময় এই শিবশঙ্কর চাকলে রোসনাবাদের সর্ব্বপ্রধান তহশীলদার ছিলেন। গৌরীশঙ্করের পুত্র ২১ গগনচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস। এই গগনচন্দ্র খাস আপীল আদালতের পেস্কারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এইরূপ ধারাবাহিকরূপে ক্রমে ২১ পুরুষ অন্য কোন বাঙ্গালি ত্রিপুরার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই।

ছিলেন। জয়মাণিক্যের সময় ঘোষ বংশের দৌহিত্র রামধন দত্ত উজির ছিলেন। তদ্ব্যতীত উদয়াদিত্যনারায়ণ, সত্যজিত নারায়ণ ও উত্তরসিংহ প্রভৃতি উজিরগণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে তিনি স্বজাতীয় জয়দেবকে উজিরী পদ প্রদান করেন। ক্রমে তিনপুরুষ তাঁহার বংশধরগণ উজিরী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। * কৃষ্ণজয় উজিরের লোকান্তরের পর মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য উজিরী পদ লোপ করেন। তদনন্তর ত্রিপুরার সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ "মোক্তার" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। বর্ত্তমান মহারাজ "উজির" বা "মোক্তারের" পরিবর্ত্তে "মন্ত্রী" বা "প্রধান মন্ত্রী" উপাধি সৃষ্টি করিয়াছেন। নাজির বংশধর দীনবন্ধু প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ঠাকুর ধনঞ্জয় দ্বিতীয় মন্ত্রী, তৎপর যথা-

* কল্যাণ মাণিক্যের দৌহিত্র বংশে পীতাম্বর ও নীলাম্বর নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বরের পুত্র (১) জয়দেব প্রথম উজিরের পদ লাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র (২) দুর্গামণি উজির ও রামমণি উজির। দুর্গামণির পুত্র (৩) কৃষ্ণজয় উজির, তৎপুত্র (৪) শিবজয় ঠাকুর, তাঁহার দুইপুত্র (৫) গোপী কৃষ্ণ ঠাকুর ও কিশোরীমোহন ঠাকুর। ইহারা উভয়েই বর্ত্তমান মহারাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। নীলাম্বরের পৌত্র মদনমোহন কিছুকাল উজিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

ক্রমে বাবু দীননাথ সেন, বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন এবং
উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রীত্ব করিয়াগিয়াছেন।
নাজির :--গবর্ণমেণ্টের পুলিস পদাতিগণের ন্যায় "বিন
আখ্যা বিশিষ্ট ত্রিপুরাপতির এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা
ইহাদের সরদার নাজির উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। মহার
সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ এই নাজিরী পদ লাভ করিয়া
শেষ নাজির বংশের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গে
দেওয়ান :—এই পদটি বাঙ্গালিদিগের একচাটিয়া ছিল।
রাজ কৃষ্ণমাণিক্য জমিদারির দেওয়ানী পদে দুর্গাপুরের
বংশীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়া, পার্ব্বত্য রাজ্যের জন্য
স্বজাতীয় দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনপুরুষ
নাম মাত্র দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তদ
রাজ্য ও জমিদারির উভয় দেওয়ানের পদ বাঙ্গালিগণ অ
করিয়াছেন। সিংহ বংশের পর যেসকল বাঙ্গালি জমিদ
দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রায় রামদু
নন্দী মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি শ্যামাবিষয়ক প
বলী রচনা দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মহারাজের স্বজাত
দেওয়ানগণের কার্য্যকালে "সেরেস্তাদার" উপাধিধারী ক

* ১ অভিমন্যু নাজির, ২ জয়মঙ্গল নাজির, ৩ রাজম
, ৪ জগদ্বন্ধু নাজির, ৫ দীনবন্ধু নাজির, ৬ কুমুদ

গণই প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব ও আয়ব্যয় বিভাগের কার্য্য করিতেন। দেওয়ানগণ সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অধুনা কতক বিচারআদালত সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে খাস-ীল আদালত সর্ব্বপ্রধান। ইহার অধীনে জজ, মেজিষ্ট্রেট, ক্টর প্রভৃতি রহিয়াছেন। এই সকল বিচারকগণ ধানীতে থাকিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সোনা-বিলনীয়া ও কৈলাসহর সবডিবিসনে তিনজন ডিপুটী ষ্ট্রেট আছেন। তাঁহারা সেই সেই সবডিবিসনের প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সৈন্য বিভাগ পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণে গঠিত াছিল। সুবার অধীনে হাজারী, জমাদার, দফাদার তি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সৈন্য পরিচালন করিতেন। না ইংরেজ অনুকরণে কর্ণেল, কাপ্তান কুমেদান, (কমেণ্ডার) ধাদার প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সৈন্য বিভাগ রিচালিত হইতেছে। ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস ইতেছে। একশতাব্দী মধ্যে ত্রিপুরার সৈন্য চারি সহস্র ইতে ২৯৪ জনে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রত্যেক রগণনায় এক একজন চৌধুরী নিযুক্ত করা হইত। *

* নুরনগরের ধর চৌধুরী, ধর্ম্মেশ্বরের দা

ত্রিপুরেশ্বরগণ, তাঁহাদের পার্ব্বত্য রাজ্যে গ্রামে গ্রামে এক এক জন চৌধুরী নিযুক্ত করিতেছেন। প্রাচীন কালে হিন্দু নিয়মে সেনানায়কগণ "সেনাপতি" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। অধুনা সেই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা ত্রিপুরারাজ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

১৩০০ ত্রিপুরাব্দের (১৮৯০--৯১ খৃষ্টাব্দের) ত্রিপুরারাজ্যের আয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

বিশালগড়ের দেব চৌধুরী, লোহগড়ের দাস চৌধুরী, মেহের-কুলের দেব চৌধুরী, বগাসাইরের কুণ্ড চৌধুরী; ইত্যাদি।

* ভূমির রাজস্ব	৫৭৭৮৮
ঘরচুক্তি (পার্ব্বত্য প্রজাদিগের কর)	৩২২২৩
বনকর (পর্ব্বতজাত দ্রব্যের শুল্ক)	১০২৬৮৩
ফেণীনদীর বনকর ঘাটের শুল্ক ...	৭২৫৪
কার্পাস ও তিলের শুল্ক ...	৬৯২৫৪
শালবৃক্ষ বিক্রয় ...	৯৯৯৩
হস্তীর শুল্ক	৯৯৩৬
মহিষের ঘাসকর	৩৭৮২
খোট গারি	৪১০১
কাজাই মহাল	৯২৯
বাজারের কর	১৯৯৬
আদালতের আয়	৪২৪২
ষ্টাম্প ও কোর্টফি	৯৯৫৪
প্রসেশ ফি	৩৫৬১

ত্রিপুরারাজ্য হইতে অধুনা প্রায় চারিলক্ষ ও জমিদারী হইতে ছয় লক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১০ লক্ষ টাকা মহারাজ প্রাপ্ত হইতেছেন। অরণ্যজাত কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত এবং জুমক্ষেত্র সমুৎপন্ন কার্পাস ও তিল ত্রিপুরারাজ্যের প্রধান পণ্যদ্রব্য। ইহার শুল্ক হইতে মহারাজ বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরেশ্বরের সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের তালুক ও ইজারা সমূহ দ্বারা ভূমির রাজস্বের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে। নচেৎ ইহার রাজস্ব আশাতীতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে মহারাজের জমিদারীর শাসনকার্য্য দেওয়ান দ্বারা

খোয়ারের কর	...	...	২২০৯
আবকারী (মাদক দ্রব্যের শুল্ক)			৩৯৪৫
বিবিধ প্রকার নজর	...	...	৩১৫৩
ঘাসকর	...	...	৮৪০৬
আড্ডা মহাল	...	...	৫৩২০
রেজেষ্টরী বিভাগের আয়		...	২১৪৩
জেইলের আয়	...	...	২২৮৩
বিবিধ প্রকার	...	...	২১২৫
			৩৪৭২৮৩
জমিদারির আয়	...	...	৬০৩৬১৫
সর্ব্বশুদ্ধ ...	...	...	৯৫০৮৯৮

নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য প্রথমত ফরাসী এফ্ কোরজন সাহেবকে জমিদারীর মেনেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর জে. পি. ওয়াইজ, কেম্বল, স্মিৎ, লায়্মেনী, সেন্‌স ও মেকমিন সাহেব চাকলে রোসনাবাদের মেনেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। উল্লিখিত ওয়াইজ সাহেব ঢাকার নামজাদা জমিদার ও নীলকুঠির অধিকারী ছিলেন। তিনি কদাচিৎ কুমিল্লায় পদার্পণ করিতেন। তাঁহার নিযুক্ত জনৈক এসিষ্টাণ্ট সাহেব তাঁহার পক্ষে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সকল সাহেবগণ ধারাবাহিক রূপে নিযুক্ত হন নাই। কোন কোনসময় সাহেব মেনেজারের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালি দেওয়ান কিম্বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা জমিদারি শাসিত হইয়াছে।

ত্রিপুরায় বাঙ্গালাসাহিত্যঃ— প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরার রাজকার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইতেছে। তদ্বারা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ত্রিপুরাবাসী বাঙ্গালিগণ জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের আশ্রয় ও উৎসাহ দাতা ছিলেন।

রাজমালাঃ— ১৩২৯ শকাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা রচিত হইয়াছিল। সেই রাজমালা অধুনা দুষ্প্রাপ্য মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন কালে রাজমালা পরিবর্দ্ধি

হইয়াছিল। ইহাই অধুনা প্রাচীন রাজমালা বলিয়া আখ্যাত। এই প্রাচীন রাজমালা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী ॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
ততঃপর নৃপচর্য্যা না হইছে গাথা ॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখায় তুমি রাজমালা পুথী ॥
শুন শুন বলি বল চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন ॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার ॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী।
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চন্তাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান ॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।

বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ প্রতি ॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন ॥
রাজমালিকা * আর যোগিনী মালিকা।
বারুণ্য কালির্ণর আর লক্ষ্মণ মালিকা ॥
হরগৌরী সম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে ॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥
ইতি দ্রুহ্যুখণ্ড প্রথম অধ্যায়।

ত্রিপুরার প্রাচীন কবিদিগের কতকগুলি প্রিয় শব্দ ছিল, সেইগুলি তাহারা কোন রূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। রাজমালা গ্রন্থে "ভেদ দণ্ড সাম দান" নীতির বারংবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের পরবর্ত্তী কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁহাদের মহাভারতে বারংবার এই কয়টি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

* "রাজমালিকা" নামে বোধ হয় পূর্ব্বে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। তদনুসারে বাঙ্গালা গ্রন্থ রাজমালা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরেশ্বরদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাচীন কবিগণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ লেখা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশানুসারে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল।

যে সময় এই সকল প্রাচীন পণ্ডিত ও কবিগণ পয়ারাদি ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় কায়স্থ কর্ম্মচারিগণ গদ্য রচনা দ্বারা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধনে রত ছিলেন। তাম্রশাসনগুলির ভাষা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সঙ্গীতের আলোচনা ঃ—প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা ও উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী। মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বীয় প্রজাবর্গকে গীত বাদ্য শিক্ষা প্রদান জন্য মিথিলা হইতে সংগীতাধ্যাপক আনয়ন করেন। তদবধি অবচ্ছিন্ন ভাবে ত্রিপুরায় সঙ্গীতের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। ত্রিপুরায় গীতি কবিতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা তাহারই ফল।

ত্রিপুর-রাজবংশাবলী।

যযাতি
|
দ্রুহ্যু
|

১। ত্রিপুর
|
২ ত্রিলোচন
||
দৃকপতি কাছাড়ের অধিপতি। | ৩ দক্ষিণ
|
৪ তয়দক্ষিন
|
৫ সুদক্ষিণ
|
৬ তরদক্ষিণ
|
৭ ধর্ম্মতর
|
৮ ধর্ম্মপাল
|
৯ সুধর্ম্ম
|
১০ তরবঙ্গ
|
১১ দেবাঙ্গ
|
১২ নরাঙ্কিত
|
১৩ ধর্ম্মাঙ্গদ
|
১৪ রুক্মাঙ্গক
|
১৫ সোমাঙ্গদ
|
১৬ নৌযুং রায়
|
১৭ তরজু রায়
|
১৮ তররাজ
|
১৯ হামরাজ
|
২০ বীররাজ
|
২১ শ্রীরাজ
|
২২ শ্রীমন্ত
|
২৩ লক্ষ্মীতর
|
২৪ তরলক্ষ্মী
|
২৫ মাইলক্ষ্মী
|
২৬ নাগেশ্বর
|
২৭ যোগেশ্বর
|
২৮ ঈশ্বর ফা
|
২৯ রঙ্গখাই
|
৩০ ধনরাজ ফা
|
৩১ মুচুংফা
|
৩২ মাইচুংফা

৩৩ তওরাজ
|
৩৪ তরফানাই ফা
|
৩৫ সুমন্ত
|
৩৬ রূপবন্ত
|
৩৭ তরাহাম
|
৩৮ থাহাম
|
৩৯ কতর ফা
|
৪০ কালতরফা
|
৪১ চন্দ্রফা
|
৪২ গজেশ্বর
|
৪৩ বীররাজ
|
৪৪ নাগপতি
|
৪৫ শিক্ষরাজ
|
৪৬ দেবরাজ
|
৪৭ ধুরাসা
|
৪৮ তিররাজ
|
৪৯ সাগরফা

৫০ মলয়াচন্দ্র
|
৫১ সূর্য্য রায়
|
৫২ হাতুং ফনাই
|
৫৩ চরাতর ৫৪ হাচুংফা
|
৫৫ বিমার
|
৫৬ কুমার
|
৫৭ শুক্লরায়
|
৫৮ তছরাও
|
৫৯ রাজেশ্বর
|
৬০ মিসলিরাজ ৬১ তেজঙ্গফা বা তৈচুংফা
|
৬২ নরেন্দ্র
|
৬৩ ইন্দ্রকীর্ত্তি
|
৬৪ বিমান রাজ
|

৬৫ যশোরাজ
|
৬৬ নবাঙ্গ
|
৬৭ রাজগঙ্গা
|
৬৮ শুক্ররায়
|
৬৯ প্রতীত
|
৭০ মিরিছিম
|
৭১ গগণ
|
৭২ নাওরাই
|
৭৩ জুঝারুফা
|
৭৪ জাঙ্গে ফা
|
৭৫ দেবরায়
|
৭৬ শিবরায়
|
৭৭ ডুঙ্গুরফা
|
৭৮ থারুং ফা
|
৭৯ ছেঙ্গফনাই — ৮০ ললিতরায়
|

৮১ মুকুন্দ ফা
|
৮২ কমল রায়
|
৮৩ কৃষ্ণদাস
|
৮৪ যশোফা
|
৮৫ মুচুংফা — ৮৬ সাধুরায়
|
৮৭ প্রতাপ রায়
|
৮৮ বিষ্ণু প্রসাদ
|
৮৯ বাণেশ্বর
|
৯০ বীরবাহু
|
৯১ সম্রাট
|
৯২ চাম্পা
|
৯৩ মেঘ
|
৯৪ ছেংফাছাগ
|
৯৫ ছেংথুমফা
|
৯৬ আচঙ্গফা
|

৯৭ খিছুংফা

৯৮ ডুঙ্গুরফা

৯৯ রাজা ফা   ১০০ রত্নমাণিক্য

১০১ প্রতাপমাণিক্য   ১০২ মুকুটমাণিক্য

১০৩ মহামাণিক্য

১০৪ ধর্ম্ম মাণিক্য   গগণফা

১০৫ প্রতাপ মাণিক্য   ১০৬ ধন্য মাণিক্য

১০৭ ধ্বজ মাণিক্য   ১০৮ দেব মাণিক্য

১০৯ ইন্দ্রমাণিক্য   ১১০ বিজয় মাণিক্য   ১১৪ অমর মাণিক্য

১১১ অনন্তমাণিক্য   ১১৫ রাজধর মাণিক্য

১১২ সুবা গোপীপ্রসাদ উদয় মাণিক্য   ১১৬ যশোধর মাণিক্য

১১৩ জয়মাণিক্য   ১১৭ কল্যাণ মাণিক্য

রাজমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

রাজমালা।

প্রথম অধ্যায়।

চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশে বলিনামে এক নরপতি ছিলেন। বলিরাজ-পত্নী মহর্ষি [illegible]র্ঘতমার ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। বলির ক্ষেত্রজ [illegible]গণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। [illegible]রাই পূর্ব্ব ভারত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি [illegible]শের রাজ দণ্ড ধারণ করেন। স্থাপয়িতার নামানুসারে সেই রাজ্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র আখ্যায় [illegible]রিচিত হইয়াছিল।

কামরূপের দক্ষিণ সীমা হইতে রাক্ষিয়াং(আরাকান)পর্য্যন্ত*

---

* বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক উইলসন সাহেবের মতে ত্রিপুরা (ত্রিপুরা রাজ্য, জেলা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়া-খালী) এবং আরাকান লইয়া সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল।

বিস্তৃত,ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের পূর্ব্বদিকস্থ-সমগ্র ভূমি প্রাচীনক
সুহ্মনামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের সভা পর্ব্বে, পূ
দিগ্বিজয়ী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কর্ত্তৃক সুহ্ম দেশীয় নরপতি
পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে
"বিজয়ী ভীম মোদাগিরি (মুঙ্গের) হইতে পুণ্ড্রাধিপতি বাসু
দেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদনন্তর তিনি কৌশকি
কচ্ছ পতিকে জয় করত বঙ্গ দেশীয় নরপতি সমুদ্র সেন ও
চন্দ্র সেন এবং তাম্রলিপ্ত ও কর্ব্বটাধিপতিকে বিজিত করিয়া
সুহ্মদেশাধিপতি ও সাগর তীরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া-
ছিলেন।* দক্ষিণ দিগ্বিজয়ী সহদেবের বিজয় বৃত্তান্তে যে ত্রিপু
রার উল্লেখ আছে, তাহা আধুনিক ঝব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী
পরিত্যক্ত নগরী "তিওর" বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।† ৫
পক্ষে হৈহয় বংশীয়দিগের রাজধানী ত্রিপুরীকে ভারতের

---

* সুহ্মানামাধিপঞ্চৈব যেচ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যা

† হৈহয় বংশীয় নরপতিগণের বিবিধ তাম্রশাসন ও
প্রস্তর লিপিতে তাঁহাদের রাজধানী "ত্রিপুরা" বা "ত্রিপুরী"
আখ্যাদ্বারা পরিচিত হইয়াছে। এই ত্রৈপুর নরপতিগণ
১৭১ শকাব্দে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) যে অব্দ প্রচলিত করেন,
তাহা তাঁহাদের ক্ষোদিত লিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা অবধারণ করিতে যত্নবান হওয়া, নিতান্ত ভ্রমাত্মক কার্য্য। *

কবিচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যগ্রন্থে সুহ্ম-দেশকে মহাসাগরের "তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* ১২৮৯ বঙ্গাব্দে "জনৈক ঢাকা নিবাসী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সহদেবের বিজয় বৃত্তান্ত হইতে—

 ত্রৈপুরং স বশেকৃত্বা রাজানামমিতৌজসং
 নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরম্।

এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান ত্রিপুররাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার সত্যেরপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, এরূপ স্বার্থান্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটী দৃষ্টি করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। কারণ মহাভারতে লিখিত আছে যে, "সহদেব ত্রৈপুররাজ ও পৌরবেশ্বরকে জয় করিয়া তৎপর সৌরাষ্ট্রাধিপতির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন।" সহদেব কিরূপে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা হইতে এক লম্ফে পশ্চিম সাগরের তিরস্থিত সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন; ইহা গ্রন্থকারের স্থূল বুদ্ধির আয়ত্ত হইল না। বিশেষতঃ মহাভারতের সভাপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, "অর্জ্জুন উত্তরদিক, ভীম পূর্ব্বদিক, সহদেব দক্ষিণদিক এবং নকুল পশ্চিমদিক জয় করিলেন।" সহদেব যে পূর্ব্ব ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

প্রাচীন কালে সুহ্মদেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্য সমূহের ভৌগোলিকতত্ব কিম্বা ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা নিতান্ত সুকঠিন। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দে "কমলাঙ্ক" আখ্যা দ্বারা পরিচিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়োন সঙ সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে কমলাঙ্ক রাজ্যের স্থিতি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় তিনিও কমলাঙ্ককে সাগর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে সাগর সঙ্গম জন্য নদরাজ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদকে ক্যাপ্‌ট্যার মোহনা অতিক্রম করিতে হয় নাই।

শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ পাটি-কাড়া নামক স্থানে "কমলাঙ্ক" রাজ্যের রাজধানী ছিল।

ব্রহ্মার ইতিহাস "মহারাজোয়াং" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৯৭৯ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ "খ্যানশিশা" সিংহাসন আরোহন করেন। তৎকালে পাটিকাড়ার জনৈক রাজকুমার ব্রহ্মরাজ্যে

বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে কর্ণের দিগ্বিজয় উপলক্ষে যে ত্রিপুরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়,তাহাতে মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বল-পুরের নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাহাতে ত্রিপুরা ও কোশল দেশের কথা একি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে,এই কোশল আধুনিক ছত্রিশগড়জেলা ও তৎসন্নিহিত স্থান লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

গমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাজ থ্যানশিশা স্বীয়একমাত্র দুহিতা কে সেই রাজকুমারের করে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই বিবাহ প্রস্তাব পণ্ড করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। "কোলা" অর্থাৎ বিদেশী ব্রহ্মারাজ-দণ্ডের অধিকারী হইবেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বোধ হইল। মনুষ্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ। অমাত্যবর্গ যদিও পাটিকাড়ার রাজকুমারের সহিত ব্রহ্মরাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব পণ্ড করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন তথাপি অল্পকালমধ্যে ইহা প্রচারিত হইল যে,সেই রাজপুত্রের সহযোগে ব্রহ্মরাজ কুমারীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। কালক্রমে সেই গর্ভে ভাবিব্রহ্মরাজ আলংশিও জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু আলংশিও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার জনক আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। শৈশবেই আলংশিও স্বীয় মাতামহ কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এবং মাতামহের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন আরোহন পূর্ব্বক প্রবল বিক্রমে ৭৫ বৎসর ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। আলংশিও রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক প্রথমেই পিতৃ-ভূমি সন্দর্শন জন্য পাটিকাড়ায় আগমন করিয়াছিলেন। আলংশিও ও তাঁহার উত্তরবর্ত্তি পুরুষগণ ২০৬ বৎসর ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা পাটিকাড়া রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্বভাব রক্ষা করিতে যত্নবান ছিলেন।

১১৪১ শকাব্দের এক খণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রণবঙ্কমল্ল নামক জনৈক নরপতি কমলাঙ্ক, পাটিকাড়া প্রভৃতিস্থানে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। "মহারাজোয়ং" গ্রন্থে যে পাটিকাড়া রাজবংশের উল্লেখ রহিয়াছে, আমাদের বিবেচনায় রণবঙ্কমল্ল সেই বংশীয় নরপতি। আধুনিক মেহেরকুল, পাটিকাড়া, গঙ্গামণ্ডল ও তৎসন্নিহিত পরগণাগুলি এই রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।

কমলাঙ্ক বা পাটিকাড়া রাজ্যের পূর্ব্বদিকে রাঙ্গামাটীয়া নামে একটী রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত প্রদেশ যে কতগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন।

প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতির সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। * ভুলুয়া নামক স্থানে সুরবংশীয় নরপতিগণ দীর্ঘ কাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ভুলুয়া রাজগণ ত্রিপুরেশ্বর দিগের সর্ব্ব প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

রাঙ্গামাটীয়া রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য

* রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে প্রাচীন কালে ভবচন্দ্র নামে অন্য একজন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ছিল। স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত বিলনীয়া উপবিভাগের মধ্যে বিবিধ স্থানে সেই রাজ্যাধিপতিগণের বাস ভবনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চট্টগ্রাম প্রদেশে আর একটি স্বতন্ত্র হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১১৬৫ শকাব্দের এক খণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দামোদরদেব নামক চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি তৎকালে চট্টগ্রাম শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন দেব, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম দেব। তাম্রশাসনে দামোদর দেবকে "সকল ভূপতি চক্রবর্ত্তী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাঙ্গামাটীয়ার উত্তর দিকস্থ প্রদেশে কতগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু তরপ, শ্রীহট্ট লাউড়, প্রভৃতি স্থানে যে সকল রাজবংশ শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, তাঁহারা অপ্রাচীন নহেন।

বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তর প্রান্ত হইতে কিরূপে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া চট্টলাচল পর্য্যন্ত আপনাদের করতলস্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগে শ্যানবংশীয়গণ প্রবল বিক্রমে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই রাজ্য "পোয়াং" আখ্যায় আখ্যাত হইত। "মাগুয়াং" নগরী

পোয়াং রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শ্যানবংশের এক শাখা কামরূপের পূর্ব্বাংশে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের অধিপতিগণ "ফা" উপাধি ধারন করিতেন। পার্ব্বত্য মানব দিগের দ্বারা "ফা" বংশীয়গণ কামরূপ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ট পুত্র আধুনিক নাগাপর্ব্বতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই প্রাচীন কাছাড় বা কৃত্রিম হেরম্ব রাজ্য। দিমাপুর তাহার আদিম রাজধানী। সেই হৃতরাজ্য কামরূপপতির কনিষ্ট পুত্র অগ্রজের ন্যায় আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা প্রাচীন "তৃপুরা" বা "ত্রীপুরা" রাজ্য। এই "তৃপুরা" বা "ত্রীপুরা" শব্দ হইতে আধুনিক ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি।

ক্রমে এই "তৃপুরা" রাজ্য প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। গুপ্তসম্রাট দিগের ভারত শাসন কালে তৃপুরা গণনীয় রাজ্য শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের লাট-প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে লিখিত আছে যে, সমতট (বঙ্গ), কামরূপ, নেপালক, এবং তৃপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজ্যের অধিপতিগণ সমুদ্র গুপ্তকে কর দান করিয়া ছিলেন। সমতটও কামরূপের নিকটবর্ত্তি প্রতন্ত্যরাজ্য "তৃপুরা" আমাদের এই ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য হইতে পারে না। সমুদ্রগুপ্ত শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী

নরপতি; সুতরাং "ত্রিপুরা" তদপেক্ষা প্রাচীন নির্ণীত হইতেছে।

ভারতে এক্ষণ যে সকল রাজ্য বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে "তৃপুরা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিবারের ভট্টকবিগণ যাহাই বলুন না কেন মিবার ও তৃপুরার ন্যায় প্রাচীন নহে। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেনকে মিবার রাজবংশের আদি পিতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ এই ভট্টার্ক সেনাপতির পিতামহের সময়ে যে "তৃপুরা" রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, লাটপ্রস্তর লিপিই তাহার প্রমাণ।

প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিমতীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাই অধুনা "ত্রিপুরাব্দ" নামে পরিচিত। ১৮১৬ শকাব্দে, ১৩০৪ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। সুতরাং ৫১২ শকাব্দ হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

৬৯৯ শকাব্দে শ্যান রাজার ভ্রাতা শ্যামলুং মাগুয়াং নগরী হইতে দূত স্বরূপ ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি মিতাই ভূমির (আধুনিক মণিপুর) মধ্য দিয়া গমন করেন। যে মণিপুরী অর্থাৎ মিতাইগণ অধুনা বভ্রুবাহনের বংশধর (চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়) বলিয়া

আত্ম পরিচয় প্রদানে গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন, রাজকুমার শ্যামলুং সেই মিতাইগণকে কুকি জাতির ন্যায় উলঙ্গ, নিতান্ত কদাচারী ও হীন অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিপুর বংশীয়গণ ক্রমে দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে উত্তর কাছাড় হইতে মধ্য কাছাড় এবং তথা হইতে দক্ষিণ কাছাড়ে, এবং সেই স্থান হইতে আধুনিক কৈলাসহর উপবিভাগের অন্তর্গত ফটীরাথুলী, মাণিকচন্দন প্রভৃতি বিবিধ স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত বিবিধ স্থানে ইঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ক্রমে ত্রিপুর নরপতিগণ কৈলাসহরের নিকট-বর্ত্তী স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সকল বৃত্তান্ত যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৫।৬ শতাব্দী পূর্ব্বে আদি কাছাড় অর্থাৎ দিমাপুরের জনৈক নরপতি ত্রিপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আধুনিক কাছাড় জেলার মধ্যভাগ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কাছাড় জেলার দক্ষিণাংশ অল্পকাল হইল ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বর হইতে কৌশল ক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। পেম্বার্টনের মানচিত্রই তাহার প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধ বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণগণ ভারতের দিগ্‌দিগন্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ভারতের যে সকল ক্ষত্রিয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অসীম আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ সেই সকল ক্ষত্রিয়বর্গকে ব্রাত্য শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া, আপনাদের আশ্রয়দাতা নরপতিবর্গকে চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় প্রচার করত তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী জগতে প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই ভারতের গৌরব—জগতের গৌরব—সূর্য্যবংশীয় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের জাতক্রোধের অপূর্ব্বকাহিনী আমরা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। * যে মল্ল ক্ষত্রিয়গণের বীরত্ব কাহিনী কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন,—ভগবান্ শাক্যসিংহের চিতাভস্ম লইয়া যে মল্ল ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত ভারতে সমরানল প্রজ্জলিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য বশিষ্ঠ গোত্রজ—বীর-

* মল্লিখিত "লিচ্ছবি রাজাগণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (ভারতী ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

কুলাগ্রগণ্য সেই মল্ল ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাত্য শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন। *

সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেন ও তাঁহার বংশধরগণ প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর বল্লভী দেশে অধীন ও স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের অনেক গুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল অনুশাসন পত্রে তাঁহারা সূর্য্যবংশজ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই। রাজপুতনার ভট্টকবিগণ মিবার রাজবংশকে ভট্টার্ক সেনাপতির বংশধর প্রচার করত তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশ-তিলক ভগবান রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লবের বংশে উদ্ভূত বলিয়া দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছেন। রাজস্থানের ভট্ট কবিগণ এবম্প্রকার অন্যান্য রাজবংশকে ও সূর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু মূলবংশ সমূহের অসংখ্য প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া ভট্টকবিগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মূলে কুঠারা-ঘাত করিয়াছে। রাজস্থানে যে রূপ সূর্য্যবংশের বাহুল্য প্রদর্শিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে তদ্রূপ চন্দ্রবংশের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় নরপতিগণের অনুশাসন পত্রে তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশজ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বাঙ্গালার সেন

* মনু সংহিতা। দশম অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

রাজগণ ও সোমবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চট্ট-গ্রামাধিপতি যে দামোদর দেবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাম্রশাসনে তিনিও চন্দ্রবংশজ বলিয়া কীর্ত্তিত হই-য়াছেন। শ্রীহট্টাধিপতি গোবিন্দদেব ও ঈশান দেবের তাম্রফলকে তাঁহাদিগকে"নিশাপতি"বংশজ বলিয়া বর্ণনা করা হই-য়াছে। ত্রিপুরা ও কাছাড় রাজবংশীয়গণ এক আদিপিতা হইতে উদ্ভূত হইয়াও একটি শাখা যযাতিপুত্র দ্রুহ্যের বংশধর ও অন্যটি ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মিতাই অর্থাৎ মণিপুর রাজবংশ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করত শ্রীহট্টের অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা-মগ নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চট্ট-গ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কৃপায় চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কেবল আসামের প্রাচীন "আহম" বংশীয়গণ ইন্দ্রবংশজ এবং কোচবিহার পতিগণ শিববংশজ বলিয়া পরি-চিত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশীয় নরপতিগণ সকলেই চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হই-য়াছেন।

যে কারণে ব্রাহ্মণগণ রাজস্থানের প্রধান রাজবংশগুলিকে সূর্য্যবংশজ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই কারণের বশবর্ত্তী

হইয়াই ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ রাজমালা গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন যে, :—

চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ যযাতি স্বীয় পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, এবং অনুকে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে সাম্রাজ্যাসন প্রদান করেন। মহাবল দ্রুহ্য পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হস্তিনানগর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত কিরাত ভূমিতে † উপনীত হন এবং কতিপয় প্রধান কিরাত নরপতিকে জয় করিয়া "কোপল" নদীর তীরে ত্রিবেগ-নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তথায় রাজপাঠ সংস্থাপন করেন।

দ্রুহ্যের স্থাপিত রাজ্য-সীমা রাজমালায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে মেখলিদেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে আচরঙ্গ নামক রাজ্য। ত্রিবেগ রাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশদ্বারা রাজমালালেখক আমাদের মতের সত্যতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে পোষণ করিতেছেন। কাছাড়বাসিগণ দ্বারা "মিতাই" অর্থাৎ মণিপুরিগণ ও তাহাদের বাসভূমি "মেখলি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই মেখলি দেশের পশ্চিমস্থ ত্রিবেগ রাজ্য আধুনিক কাছাড় ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে পারে না।

† বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতদিগের বাস।

সেই দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর।* মতান্তরে দ্রুহ্যের বংশে দৈত্য নামক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই দৈত্যের ঔরসে ত্রিপুরের জন্ম।† তিনি কিরাত নামের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা" এবং স্বজাতীয় ব্যক্তি-বর্গকে ত্রিপুরাজাতি বলিয়া প্রচার করেন। আমাদের ঐতি-হাসিক দৃষ্টিতে ত্রিপুর হইতে বংশাবলী গণনা করা সঙ্গত।

* দ্রুহ্যরাজ সুতোজাত স্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ।

সংস্কৃত রাজমালা।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের কৃত (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের) বংশাবলীতে দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর লিখিত হইয়াছে। চক্রধ্বজ ঠাকুর বনামে বীরচন্দ্র যুবরাজ, ১৮৬৩ ইং ৯নং এবং রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ বনামে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, ১৮৭৪ ইং ৩৫নং দেওয়ানী মোকদ্দমায়, বিবাদী মহারাজ বাহাদুর স্ববংশের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতেও "ত্রিপুর পেছরে দ্রুহ্য" লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু জলতরঙ্গের কৃপায় রাজবংশের যে অভিনব বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দ্রুহ্য ও ত্রিপুরের মধ্যে কতগুলি কাল্পনিক নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস কল্পনা-জালে জড়িত, তাহার উপর আবার এরূপ ঘৃণিত কার্য্য নিতান্তই বিস্ময়জনক।

† যযাতি রাজার পুত্র দ্রুহ্য নাম যার।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্রবংশ সার॥
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নামে ধর্ম্মে।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যযাতি, দ্রুহ্যপ্রভৃতি নামগুলি বৌদ্ধদ্রোহি-ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা প্রসূত। রাজমালা-লেখক বলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কালে এই ত্রিপুর নরপতি সহদেবকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। ‡ এইরূপ বর্ণনা যে নিতান্ত কবিকল্পনা-প্রসূত তাহা বারংবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুর অতিশয় প্রজাপীড়ক নরপতি ছিলেন। তিনি "দেবদ্রোহী", "নিত্য-পরদার-রত" ও "পররাজ্যাপহারক" বলিয়া রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছেন। প্রজাগণ ত্রিপুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া শিবারাধনায় রত হইল। দেবাধিদেব আশুতোষ প্রজাগণের কাতরোক্তিতে সদয় হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ত্রিপুরকে নিপাত করিলেন।

মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর হত হইলে বিধবা রাজ্ঞী হীরাবতী সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাই, ভবিষ্যতে কিরূপে ইহার শাসন সংরক্ষণ হইবে, এই চিন্তায় প্রজাগণ অধীর হইল। দৈবানুকম্পা ভিন্ন অন্য উপায় অদর্শনে তাহারা পুনর্ব্বার মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবাধিদেব আশুতোষ তাহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানের

‡ যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জ্জিতঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

কৃপায় বিধবা রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। * তৎকালে তিনি উপযুক্ত পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। † কালক্রমে বিধবা রাজ্ঞী শিবাংশ সম্ভূত—সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত, চন্দ্র, শূল ও ধ্বজচিহ্ন বিশিষ্ট এক মনোরম পুত্র প্রসব করেন। এই শিশু যৎকালে ভূমিষ্ঠ হন, তৎকালে তাঁহার ললাটে একটী নেত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, এজন্য তিনি ত্রিলোচন আখ্যা প্রাপ্ত হন। দশম বর্ষ বয়ক্রমে ত্রিলোচন সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার মাতা যে চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎপূজা পদ্ধতি প্রচলিত করেন। ইঁহারাই ত্রিপুর রাজবংশের আদি-কুলদেবতা। সেই আদিম পুরোহিত "চন্তাই"দ্বারা অদ্যাপি সেই চতুর্দ্দশ দেবমুণ্ডের পূজা হইতেছে।

---

* শিবলিঙ্গ নত্বা ধ্যানাৎ সাবভূব সুগর্ভিনী।
সংস্কৃত রাজমালা।

† শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা।
ভারতীঞ্চ কুবেরঞ্চ গণেশং বেধসং তথা।
ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ নগেশঞ্চ দেবতাস্তাঃ শুভাবহাঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

মতান্তরে :—
হারোমো হরিমা বাণী কুমারোগণকো বিধিঃ।
খাব্ধি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশাঃ।

ইহার সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পূজা বিধির কোনরূপ সংস্রব নাই।

দ্বাদশবর্ষবয়োক্রমকালে মহারাজ ত্রিলোচন কাছাড়াধিপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই রাজ্ঞীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্রের নাম দৃক্‌পতি, দক্ষিণ, দক্ষ, ক্রমায়ু, দ্রবিণ, দৃষ্টস্বো, ভৃগু, দুর্দ্ধর, ক্রূহ, দুন্মায়ু, দৈবিরি, এবং দম্প। রাজকুমারগণ সকলেই নাতিদীর্ঘ নাসিকা, স্থূল কলেবর, সুন্দরকর্ণ, বিশালবক্ষ, সুচন্দ্রবদন, রক্তপঙ্কজলোচন, গজ-গ্রীবা ও শালতরু সদৃশ হস্তপদবিশিষ্ট ছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন ১২০ বৎসর প্রবল পরাক্রমে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃক্‌পতি তাঁহার অপুত্রক মাতামহ কর্ত্তৃক তদীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কাছাড়পতির মৃত্যুর পর দৃক্‌পতি সেই রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। ত্রিলোচন স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে দক্ষিণ পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক শাসন অধিকার করেন। দৃক্‌পতি পিতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণকে পৈত্রিক শাসন পরিত্যাগ করিতে লিখিলেন। তদুত্তরে দক্ষিণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিলেন,

"মাতামহ আপনাকে পুত্রিকা পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পৈত্রিক রাজ্যে আপনার অধিকার নাই; বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গীয় পিতা মহারাজ আমাকে পৈত্রিক রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমিই তাহার অধিকারী।" দক্ষিণের পত্রপ্রাপ্ত হইয়া দৃকপতি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ৭ দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর দৃকপতি জয়লাভ করত পৈত্রিক রাজধানী অধিকার করিলেন। মহারাজ দক্ষিণ মধ্যকাছাড়ে উপনীত হইয়া, বড়বক্র নদী তীরে এক অভিনব রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ দক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়ন কালে চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণের সন্তানগণ সেই চতুর্দ্দশ দেবমুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছেন। দৃকপতির বংশধরগণ দীর্ঘকাল সেই ছিন্নশীর্ষ চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। ত্রিবেগনগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মহারাজ দক্ষিণের বড়বক্র নদীতীরে রাজ পাটসংস্থাপন দ্বারা, ত্রিপুরবংশীয় দিগের দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হইল।

দক্ষিণের মৃত্যুরপর তৎপুত্র তয়দক্ষিণ সিংহাসন আরোহণ করেন। তয়দক্ষিণ হইতে নাগপতি পর্য্যন্ত ৪১ জন রাজার শাসন কালের কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা রাজমালায় প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। নাগপতির পুত্র শিক্ষরাজ নরমাংস ভোজন করিয়াছিলেন।*

মহারাজ বিমারের † পুত্র কুমার ধার্ম্মিক ও শিবভক্তি-পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি মনুনদীতীরস্থিত শ্যামল নগরে গমনপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। ‡ তিনি

* তস্যপুত্র শিক্ষরাজ নরমাংস খায়।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

নাগপতেঃ সুতাজাত শিক্ষরাজ ইতিরিতঃ। স একদাবনং যাতোমৃগায়ার্থং মহীপতিঃ। বহুকালং বনে ভ্রান্ত্বা মৃগংন প্রাপ্তবান্ নৃপঃ। অতি শ্রান্ত স্ততোরাজা নিজ মন্দিরমগমৎ। ততঃ ক্ষুধার্ত্তো নৃপতি র্মাংস পাকার্থ মুক্তবান্। মৃগমাংসম্ নাবা প্রাপ্য বিহ্বলঃ পাচক স্তদা। অষ্টম্যাং দেবদত্তস্য নরস্য মাংস মানয়ৎ। তন্মাংসমতি সৎপক্বং ভোজয়া মাস ভূমিপং। শিক্ষরাজস্তভুক্তা সন্তুষ্টঃ প্রাহ পাচকং। ঈদৃশং সুরসং মাংসং কুতস্তংসমুপেতবান্। পাচকস্তু ততঃ প্রাহ ভূমিপং স্বভয়াতুরঃ। দেবদত্ত নরস্যৈতন্মাংসং ভোজিতং মায়া। ইতিশ্রুত্বা ততোরাজা কম্পান্বিত কলেবরঃ। হরেত্রাহি হরেত্রাহি বিমৃস্যতি পুনঃ পুনঃ। মহাবৈরাগ্য মাস্থায় বনবাস মুপাশ্রিতঃ। সংস্কৃত রাজমালা।

† রাজমালায় ইহার নাম বিমার, কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কৃত পূর্ব্বোক্ত বংশাবলীতে এই নরপতির নাম "প্রমার" লিখিত হইয়াছে।

‡ এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে যে, " পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ। অত্রৈব বিরলে

সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আজীবন শিবারাধনা করিয়াছিলেন। রাজমালার উক্ত বর্ণনা দ্বারা ত্রিপুরবংশীয়দিগের আর এক পদ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্র দক্ষিণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বারা তাড়িত হইয়া, কোপল নদীর তীরস্থিত ত্রিবেগ নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বক্র (বড়াক) নদীর তটে রাজপাট স্থাপন করেন। মহারাজ কুমার সেই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুনদী তীরস্থিত শ্যাম্বলনগরে উপনীত হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাজেশ্বরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মিসলিরাজ কনিষ্ঠ তেজাঙ্গ ফা। পিতার মৃত্যুর পর মিশলিরাজ সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজমালা বলেন, মিশলিরাজের প্রকৃত

স্থানে মনুনাম নদী তটে। গুপ্তভাবেন দেবেশঃ কিরাতনগরে বসৎ। একাকিরাতিনী তত্র স্থিতা পরম সুন্দরী। রূপ যৌবন সম্পন্না নিত্যং শিবমপূজয়ৎ। ততঃ প্রত্যক্ষ মেবাসৌ দেবদেব স্তদালয়ং। গত্বা কিরাতিনীংতাঞ্চ বুভুজে সুচিরং শিবঃ। ইতিশ্রুত্বা জগন্মাতা পার্ব্বতী বহুকোপিতা। কেশেধ্যাকৃষ্য সংতাড্য সংজহার কিরাতিনীং। ততোতি লজ্জিতঃ শম্ভুঃ শিব লিঙ্গ মুপাবিশৎ।” এস্থলে রাজমালা লেখক আমাদিগকে কোচবিহার রাজবংশের আদি মাতা হীরার কাহিনী স্মরণ করিয়া দিতেছেন।

যোগিনীতন্ত্র। ত্রয়োদশ পটল দ্রষ্টব্য।

নাম ক্রোধেশ্বর। ইনি অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,"তোমার পুত্র হইবে না।" মহাদেবের বাক্য শ্রবণে রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে মহাদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। মহাদেবের ক্রোধ দৃষ্টিতে রাজা তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইলেন। রাজ-পুরোহিত চন্তাই রাজার চক্ষু প্রদান জন্য মহাদেবের আরাধনা করিলেন। চন্তাইর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আশুতোষ বলিলেন "নরবলি দ্বারা আমার পূজা করিলে, রাজা পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু স্ত্রী সহবাসকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমি আর সাক্ষাৎ দর্শন দিবনা। এই মন্দিরে আমার পদচিহ্ন মাত্র থাকিবে।" নরবলি দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া মিশলিরাজ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি স্বীয়পত্নী সন্দর্শনে কামোন্মত্ত হইয়া রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবের অভিসম্পাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ মহারাজ তেজাঙ্গ ফা সিংহাসন আরোহণ করেন।

শুক্ররায়ের পুত্র মহারাজ প্রতীতের শাসনকালে বড়বক্র-নদী কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যসীমা নির্ণীত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কাছাড়পতিগণ যে রূপ দিমাপুর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ত্রিপুরা-

পতিগণও সেইরূপ দক্ষিণদিকে আপনাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। এই সময় মনু নদীর নিকটবর্ত্তি স্থানে ত্রিপুরার রাজপাট সংস্থাপিত ছিল। তদনন্তর তাহা কৈলাড় গড়ে উঠিয়া আইসে। প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে কৈলাড় গড় "জাজিনগর" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। কৈলাড় গড়ের উপকণ্ঠস্থ একখানি পল্লী অদ্যাপি জাজীশার নামে পরিচিত রহিয়াছে।

নওরায়ের পুত্র জুঝারু ফা যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি বিশালগড় নামক স্থানে একটি রাজ-ভবন নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার শাসনকালে লিক (বা লিক্ক) নামক নরপতি রাঙ্গামাটীয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। জুঝারুফা তাঁহাকে জয় করিয়া রাঙ্গামাটীয়া নগরীতে ত্রিপুরার রাজপাট সংস্থাপন করেন।

মহারাজ ছে'থুমফা বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি মিহিরকুল * (প্রাচীন কমলাঙ্ক বা পাটী-কাড়া রাজ্য) জয় করিয়া মেঘনাদ তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার মধ্যে "হিরাবন্ত" নামক জনৈক ধনবান্

---

* মিহিরকুল হইতে মেহেরকুল নামের উৎপত্তি।
"তানপুত্র ছেংথুম রাজা মেহেরকুল জিনে।"
সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

সামন্ত বাসকরিতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী ও বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। "হিরাবন্ত" ত্রিপুররাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য মহারাজ ছেংথুমফা বৃহৎ একদল সৈন্য সহ তিন জন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে, "হিরাবন্ত" ভয়াতুর হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ এক দল সৈন্য ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গৌড়সৈন্যগণ ত্রিপুররাজ্যসীমায় উপনীত হইলে মহারাজ ছেংথুমফা স্বীয় সৈন্যাপেক্ষা বিপক্ষের সৈন্য অধিক বিবেচনায় ভয়াতুর হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র গমনে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহার রাজ্ঞী স্বামীকে রণ-পরাঙ্মুখ দর্শনে স্বয়ং সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, " সাহসাত্তজতে লক্ষ্মী " আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষ বিনাশে কুলগৌরব রক্ষা করিব; তোমরা প্রস্তুত হও।" রাজ্ঞী তৎপর দিবস যুদ্ধে গমন করিবেন বলিয়া সৈন্যগণকে বহু সংখ্যক মহিষ এবং ছাগ দ্বারা ভোজ দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে রণসজ্জা করা হইল, ত্রিপুরেশ্বরী হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। মহারাজও বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভীষণ সংগ্রামে রণক্ষেত্রে মহারক্ত স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ত্রিপুরেশ্বরী বিজয়ী মালায় বিভূষিতা হইলেন। ভারতীয় মহিলাকুল মধ্যে এরূপ

দৃষ্টান্ত অতি বিরল। গড়মণ্ডলের অধিশ্বরী দুর্গাবতী এবং ঝান্সীর রাজ্ঞী লক্ষ্মী বাই ভীষণ সমরে স্বপ্রাণ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করত বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু বিজয় লক্ষ্মীর সাহচর্য্য তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, বিজয়ী পতাকা তাঁহাদের শীর্ষে উড্ডীন হয় নাই। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, রাজমালা লেখক বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া এহেন রমণী-রত্নের নাম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

যুদ্ধাবসানে মহারাজ ছেংথুমফা রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া হতাহত জীবগণ দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সংগ্রামে মহারাজ ছেংথুমফার জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তদবধি রাজ-জ ামাতৃগণের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রথা, ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাল অথবা সেনরাজাগণের বাঙ্গালা শাসনকালে, কিম্বা মুসলমানদিগের লক্ষ্মণাবতী অধিকারের পরে উল্লেখিত যুদ্ধঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ১১৫৬ শকাব্দে (১২৩৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতীর "মালিক" (শাসনকর্ত্তা) ইজাজদ্দিন আবুল ফতে তুগ্রল তুগন খাঁ জাজনগর আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কোন কোন

ইতিহাস-লেখক এই জাজনগরকে ত্রিপুরা নির্ণয় করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে তুগন খাঁ ছেংথুমফার মহিষী দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। মতান্তরে তুগন খাঁ যে জাজনগর আক্রমণ করেন তাহা উড়িষ্যার রাজধানী যাজপুর লিখিত হইয়াছে। মেজর ষ্টুয়ার্ট উড়িষ্যাপতিকে তুগনখাঁর পরাজয়কারী বলিয়া লিখিয়াছেন। * খ্যাতনামা হণ্টার সাহেব ষ্টুয়ার্টের মতানুসরণ করিয়াছেন। † আমাদের বিবেচনায় ষ্টুয়ার্ট ও হণ্টার সাহেবের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। ‡

---

* Stewart's History of Bengal. pp. 38, 39.

† Hunter's Orissa. Vol. II. p. 4.

‡ মল্লিখিত "জাজনগর রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উৎকলাধিপতি বীর চূড়ামণি নরসিংহদেব, (যিনি উড়িষ্যার ইতিহাসে লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ নামে পরিচিত,) বারংবার তুগন খাঁকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণাবতী (গৌড়নগরী) অধিকার ও লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। (ভারতী সপ্তম ভাগ; ১২, ১৩, পৃষ্ঠা।) উড়িষ্যাই হউক, আর ত্রিপুরাই হউক, জাজনগর-পতিদ্বারা তুগন খাঁ নিঃসন্দেহে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয়-পক্ষপাতান্ধ ফেরেস্তা পবিত্র ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া গৌড় বিজেতাকে চঙ্গিস খাঁ লিখিয়াছেন। হিন্দুরহস্তে মুসলমানের এরূপ লাঞ্ছনা বর্ণনা করিতে মুসলমান লেখক নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ ছেংথুমফার শাসনকালে কিম্বা তাহার অল্পকাল পরে চট্টলাচলে ত্রিপুর-রাজপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

মহারাজ ছেংথুমফা পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আচঙ্গফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মাতৃগুণ লাভ না করিয়া পিতৃগুণ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী স্বীয় শ্বশ্রূর ন্যায় তেজস্বিনী, বিদ্যাবতী এবং গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ত্রিপুরাতে শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজ আচঙ্গফা পরলোক গমন করিলে তাঁহার একমাত্র পুত্র খিছংফা রাজদণ্ড ধারণ করেন। তদনন্তর তৎপুত্র ডুঙ্গুরফা রাজ্যাধিকারী হইলেন। তিনি অষ্টোত্তর-শত-দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি পুত্রগণের বুদ্ধি পরীক্ষা দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারিত্ব স্থির করন মানসে যুদ্ধের কুক্কুটসকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে ভৃত্যদিগকে অনুমতি করেন; পরে যখন স্বয়ং পুত্রগণের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেন, তখন একজন অনুচরকে ঐ সকল কুক্কুট আহার স্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে গোপনে আদেশ করিলেন। তদনুসারে যখন ৩০টী কুক্কুট ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সমস্ত দিন নিরাহারের পর ভোজ্যদর্শনে রাজকীয় পাত্রের দিকে ধাবিত হইল; মহারাজ কুক্কুট সকল যাহাতে পাত্র স্পর্শ করিতে না পারে, তদুপায় বিধান জন্য কুমারগণকে আদেশ

করিলেন ; কিন্তু কুমারেরা সমস্ত কুক্কুট একেবারে নিবারণের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তৎকালে সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার রত্নফা সহসা পাত্র হইতে কতকগুলি অন্ন লইয়া কুক্কুটগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। * নৃপতি তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত ও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, এবং মহারাজ ডুঙ্গুরফা পরলোক গমন করিলে সমস্ত কুমারেরা একত্রিত হইয়া রত্নফাকে বহিষ্কৃত করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠকুমার রাজাফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সম্ভবতঃ ১১২১ শকাব্দে (১১৯৪-৯৫ খ্রিঃ সালে) অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ মহম্মদ বখ্তিয়ার খিলজী নামক জনৈক জায়গীরদার নবদ্বীপ অধিকার করেন। মহারাজ বল্লালসেন দেবের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব তৎকালে

* সংস্কৃত রাজমালা লেখক বলেন যে, ভীমএকাদশীর পারণের সময়ে ঘটনাক্রমে এইরূপ হইয়াছিল। মহারাজ ডুঙ্গরফা ইচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ করেন নাই।

বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে তিনি খিড়কীর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া বঙ্গের রাজধানী সমতট (রামপাল) নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন পূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে গমন করত তথায় রাজপাট সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের পূর্ব্বে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তাগণ "মালিক" উপাধি দ্বারা পরিচিত হইতেন।

দিল্লীর পাঠান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের, তাতার জাতীয় অনেক সাহসিক কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান কৃতদাস ছিল। তাঁহার নাম তুগ্রল। লক্ষণাবতীর মালিক তাতার খাঁ ৬৭৬হিং সালে (১১৯৯ শকাব্দে) পরলোক গমন করিলে সুলতান বলবন সেই কৃতদাস তুগ্রলকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তুগ্রল লক্ষ্মণাবতীর মালিকের পদ গ্রহণ করিয়া প্রবল-বিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

কুমার রত্নফা পৈত্রিক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে উপনীত হইলেন। মালিক তুগ্রল তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কুমার রত্নফা কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে তুগ্রল ত্রিপুর রাজকুমারের সাহায্যার্থ বৃহৎ একদল সেনা প্রদান করেন। রত্নফা সেই সেনাদলের সহিত ত্রিপুরার

উপনীত হইলে দেশস্থ প্রাচীন সুহৃদবর্গ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ভীষণ সংগ্রামে মহারাজ রাজাফা ও তাহার অনুজগণ হত হইলেন। ৬৯২ ত্রিপুরাব্দে (১২০১ শকাব্দে) ভ্রাতৃরুধিরে বিজয়ী পতাকা অনুরঞ্জিত করিয়া মহারাজ রত্নফা ত্রিপুর সিংহাসন আরোহণ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ইহাকেই তুগ্রল কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* মহারাজ রত্নফা মৃগয়া উপলক্ষে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করত একটি অত্যুজ্জ্বল "ভেক মণি" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।† তিনি সেই ভেকমণি ও একশত হস্তী তুগ্রলকে

---

* In the year 678, (1279 A. D.) he assembled a very numerous army, and invaded the country of Jagenagur (Tipperah). After having defeated the Raja in a general engagement, he plundered the inhabitants, and brought away with him immense wealth and one hundred elephants.

Stewart's History of Bengal. p. 44.

† "সমসরগাজি নামা" পুস্তকে এই ভেকমণির এক আশ্চর্য্য ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তাহা নিতান্ত অলৌকিক বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। প্রবাদ অনুসারে কৈলাসহর উপবিভাগের অন্তর্গত "মাণিক ভাণ্ডার" নামক স্থানে এই মণি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

উপঢৌকন প্রদান করেন। তুগ্রল তখন দিল্লীশ্বরের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক "সুলতান মোঘিস উদ্দিন তুগ্রল" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ রত্নফা কর্ত্তৃক উজ্জ্বল মণি উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করিলেন। মহারাজ রত্নফা "মহারাজ রত্ন মাণিক্য" বলিয়া আখ্যাত হইলেন। * প্রাচীন "ফা" উপাধি পরিত্যক্ত হইল। অদ্যাবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ ফার পরিবর্ত্তে সেই "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুত্র ও রাজ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ "ফা" উপাধি গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ রত্ন মাণিক্যের সময়েই মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রব আরম্ভ হয়, এজন্য পার্শি ও বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ আবশ্যক হইয়াছিল। রত্ন মাণিক্য যৎকালে লক্ষ্মণাবতী নগরে অবস্থান করেন তৎকালে তিনজন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার দুইজন লিপি-ব্যবসায়ী-কায়স্থ, অন্য ব্যক্তি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কায়স্থদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ী ঘোষবংশজাত,

* মহারাজ রাম মাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্য (দ্বিতীয়) হইতে পৃথক রাখিবার জন্য ইঁহাকে "আদি রত্নমাণিক্য" আখ্যায় পরিচিত করা হইয়া থাকে।

তাঁহার নাম বড় খাণ্ডব ঘোষ;* দ্বিতীয় ব্যক্তি "রাজ"বংশজাত তাঁহার নাম পণ্ডিতরাজ। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ধন্বন্তরি গোত্রজ সেন বংশীয়, তাহার নাম জয়নারায়ণ সেন। †

মহারাজ রত্ন মাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়া এই তিন ব্যক্তিকে স্ব রাজ্যে আনয়ন করেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দ্বারা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালন করিবেন বলিয়া, জায়গীর, নিষ্কর ও বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক এই অনার্য্য প্লাবিত অরণ্যময় দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আধুনিক সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। কিছুকাল

* বড় খাণ্ডব ঘোষের নিবাস স্থান রাঢ়দেশান্তর্গত রাঙ্গামাটী। এই রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদের দ্বাদশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার অন্য নাম "কর্ণশোণা," বা "কর্ণসেন পুরী।" প্রবাদ অনুসারে প্রাচীনকালে কর্ণসেন নামক নরপতি এইস্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞবর ফারগুসন সাহেব ইহাকে হিয়োন সাঙের লিখিত "কিরণস্বুবর্ণ" নগরী নির্ণয় করিয়াছেন। কাপ্তান লেয়ার্ড রাঙ্গামাটীয়ার পুরাতত্ত্বমূলক একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এসিয়াটীক সুসাইটির জর্ণেলে প্রকাশ করিয়াছেন, (J. A. S. Bengal. Vol. XXII. pp 281, 282.) প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালে রাঙ্গামাটী একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী ছিল।

† মতান্তরে জয়নারায়ণ সেন, খাণ্ডব ঘোষের অধীনস্থ "পাত্র" অর্থাৎ পেস্কার ছিলেন।

অন্তে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী কৈলার গড়ে বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। তদনন্তর ত্রিপুরেশ্বরদিগের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সহিত ঘোষ, রাজ ও সেনের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বর দিগের অধিকারভুক্ত স্থানে বাস করিতেছেন।

বড় খাণ্ডব ঘোষ ও রাজবংশীয় পণ্ডিতরাজ দ্বারা মহারাজ রত্নমাণিক্য মুসলমানদিগের অনুকরণে শাসন প্রণালী ও "সেরেস্তা" গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরের অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া "বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন। উত্তর কালে জয়নারায়ণ সেনের বংশধরগণ চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে প্রবেশ করত বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভীক্ষ্মা পরগণার অন্তর্গত বাত্তিসা নিবাসী "বৈদ্যগণ" ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া রাজ চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। ফলতঃ আদি রত্নমাণিক্যের শাসনকাল হইতে কৃষ্ণমাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধি ঘোষ, রাজ, ও সেন বংশীয় "বিশ্বাসগণ" একচেটিয়াভাবে সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। উজির, দেওয়ান ও সেনাপতির পদ হইতে সামান্য লেখকের (মোহরের) কার্য্য উল্লিখিত তিন বংশের বংশধরদিগের একচেটিয়া ছিল। কদাচিৎ তাঁহাদের বিশেষ সম্পর্কিত (জামাতা, ভাগিনেয়, দৌহিত্র) রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়া "বিশ্বাস" উপাধি

প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা "উপবিশ্বাস" আখ্যা দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। *

প্রবাদ অনুসারে মহারাজ রত্নমাণিক্যের শাসনকালে এক দল ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ দিগকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক রাজকীয় পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। † সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ অধুনা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা-দিগকে যাজন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

উল্লিখিত রাজ পুরোহিতগণ ব্যতীত এই সময়ে আরও কতকগুলি ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হন। তাহারা ঘোষ, রাজ ও সেন বংশীয়দিগের সংশ্রবে এদেশে আগমন করেন। বড় খাণ্ডব ঘোষের যে বংশাবলী তাঁহার উত্তর পুরুষগণ নিকটে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত ঘোষ

---

* বিশ্বাস ও উপবিশ্বাসে প্রভেদ এই যে, ঘোষ, রাজ ও সেন বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজকীয়বৃত্তি সকল ভোগ করিতেন। উপবিশ্বাসের মৃত্যুর সহিত তাঁহার সমস্ত বৃত্তি ও অধিকার বিলুপ্ত হইত।

† তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি তলাবারেক এবং কালীয়াজুরি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মহাশয়ের সহিত তাঁহার গুরু জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ও পুরোহিত (সাবর্ণ গোত্রজ) তরণি মিশ্র আগমন করিয়াছিলেন। * প্রকৃতপক্ষে রত্নমাণিক্যের শাসনকালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য-দিগের ত্রিপুরায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার পন্থা বিশেষ রূপে পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

মহারাজ রত্নমাণিক্য প্রবল পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্বের পর দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলাসংবরণ করেন।

রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ (সমতট) মুসলমানদিগের কুক্ষিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। (১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সমতট নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বুবর্ণগ্রামে রাজপাট সংস্থাপন করেন।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মালিক ফকিরদ্দিন "স্থলতান সেকেন্দর" আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালায় স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন করেন। স্থবর্ণগ্রামে তাঁহার রাজ-সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল। স্থতরাং তথা হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন মুসলমানদিগের পক্ষে

* তরণিমিশ্রের বংশধরগণনিকট তাঁহাদের সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। হস্তি-সংগ্রহ মুসলমানদিগের ত্রিপুরা আক্রমণের প্রধান কারণ। *

১২৬৯ শকাব্দে (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার পাঠান সুলতান সামসুউদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়া সাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। তিনি মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে পরাজয় করিয়া অর্থ ও হস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময় চট্টগ্রাম মুসলমানদিগের কুক্ষিগত হয়। ১২৭২ শকাব্দে মুড় পরিব্রাজক ইবন বতোতা পীর বদরুদ্দিনের দর্শন জন্য চট্টগ্রামে গমন করেন। তৎকালে সুলতান ফকিরুদ্দিন চট্টগ্রামের করগ্রাহি-অধিপতি ছিলেন।

অপুত্রাবস্থায় প্রতাপ মাণিক্য কাল কবলিত হন। তদন্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৩১৭ শকাব্দে (১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর আরাকানপতি রাজামেংদির নিকট উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। আরাকানের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরা

* ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে হস্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের হস্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবোল ফাজেল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে মোগল সম্রাট আকবরের "ফিলখানার" বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন; "The best elephants are those of Tipperah."
Gladwin's Ayeen Akbery. Vol, I. page 94.

"থু-র-তন" আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে।* মুকুট মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও তৎকনিষ্ঠ গগনফার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। জ্যেষ্ঠ কুমার ধর্ম্ম পিতার বর্ত্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। অপর রাজকুমারগণ পিতৃ-বিয়োগ সময়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন।

কুমার ধর্ম্মদেব সন্ন্যাসী-বেশে বারাণসীনগরে অবস্থানকালে একদা মধ্যাহ্নসময়ে মণিকর্ণিকাতটে নিদ্রিত ছিলেন; তৎকালে এক প্রকাণ্ড কালফণী ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক মার্ত্তণ্ড দেবের প্রখর উত্তাপহইতে রক্ষা করিতেছিল। কান্যকুব্জ দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ এই ঘটনা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমার জাগ্রত হইলে বিষধর স্বস্থানে প্রস্থান

* আরাকানের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরাকে "থু-র-তন" লেখা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্ণেল ফেয়ার এই থুরতনকে সুবর্ণগ্রাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তে "ত্রিপুরা" নামে যে একটি প্রাচীন স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, ইহা ফেয়ার সাহেবের জ্ঞানই ছিল না।

করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, কুমার! আপনি স্বদেশে গমন করুন, শীঘ্রই আপনার মস্তকে রাজছত্র ধৃত হইবে। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি সপরিবারে আপনার সহিত ত্রিপুরায় গমন করিতে প্রস্তুত আছি। এই সময়ে ত্রিপুরা হইতে কয়েকজন লোক তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া বারাণসী নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা কুমারের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "কুমার! আপনার পিতা বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আপনার জীবিতাবস্থায় অন্যের কথা দূরে থাকুক, আপনার অনুজকেও সিংহাসন আরোহণ করিতে দিবে না।" কুমার ধর্ম্ম এই বাক্য শ্রবণে ত্রিপুরায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কান্যকুব্জ দেশীয় কৌতুক নামক সেই ব্রাহ্মণ সপরিবারে তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। ১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য কান্যকুব্জ দেশীয় সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক প্রাচীন পুরোহিত-দ্বয়ের নিকট স্বীয় পিতৃপুরুষগণের যে কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই বাঙ্গলা

পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়া "রাজমালা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি "ধর্ম্মসাগর" নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন * এই সরোবরের খনন কার্য্য দুই বৎসরে শেষ হইয়াছিল। সেই দীর্ঘিকা উৎসর্গ কালে ১৩৮০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সোমবার শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি তাম্রশাসন দ্বারা কৌতুক ও অন্যান্য ৭ জন ব্রাহ্মণকে "২৯ দ্রোণ শস্য পূর্ণ ভূমি" ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল সনন্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য লিখিয়াছিলেন—"আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এইরাজ্য অন্য কোন নরপতির করতলস্থ হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।" †

---

* ধর্ম্মসাগর নামে দুইটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী প্রাচীন কৈলারগড় রাজধানীতে, অন্যটি কুমিল্লা নগরীবক্ষে, বিষ্ণু বক্ষঃস্থিত কৌস্তভমণির ন্যায় দর্শকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। রাজমালা লেখক কেন যে একটি ধর্ম্মসাগরের উল্লেখ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিনা।

† মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতির্ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিঃ ন লোপয়েৎ।

প্রাচীন হিন্দুনরপতিগণের তাম্রশাসন সমূহে ভাবিনরপতিবর্গকে দত্তভূমিরপ্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ ধন্য, কনিষ্ঠ প্রতাপ।

মুসলমানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার

করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত তাম্রশাসনে "ধর্ম্মানুশাসনোক্ত" নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়।

বহুভির্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্য তস্য তদাফলম্॥

স্বদত্তাং পরদত্তাংবা যো হরেৎ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

তড়াগানাং সহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
গবাং কোটি প্রদানেন ভূমিহর্ত্তানশুদ্ধ্যতি॥

কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্রের ১১৭৩ সংবতের এক খানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, মদ্বংশজ কিম্বা অন্য বংশজাত ভাবিনরপতিগণ যেন দত্তভূমির এক খানি দূর্ব্বা ও গ্রহণ না করেন।

মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের শাসনকালে বামরথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক কূট (জাল) সনন্দের বলে আধুনিক অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সোমকুণ্ডিকা নামক গ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তৎ সংবাদ অবগত হইয়া, সেই কূট সনন্দ বিনষ্ট করত সোমকুণ্ডিকা গ্রাম অন্য দুইজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। কিন্তু তিনি তাহা "খাস দখলে" আনয়ন করেন নাই।

মানসে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষণ সংগ্রামে সুলতান আবুল মোজাহেদ আহাম্মদ সাহকে জয় করত সুবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানপতি "মেং-সো-মোয়ান" ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ত্রিপুরপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুর সৈন্যের বাহুবলে মগরাজ স্বীয় সিংহাসন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্রূপ একজন প্রবল পরাক্রমশালী নরপতিও ছিলেন।

ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) প্রতাপ মাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি অতি অল্পকাল রাজ্যশাসন করিয়া জনৈক দুষ্ট সেনাপতি কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন।

কনিষ্ট ভ্রাতার হত্যার পর জ্যেষ্ঠ ধন্যমাণিক্য ১৪১২ শকাব্দে (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজাসনে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, সৈনিকগণ যার পর নাই পরাক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা যখন যাহাকে ইচ্ছা করে, তখনই তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারে। অতএব ইহাদিগকে আশু দমন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিশ্বস্ত অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে মহারাজ এক দিবস পীড়ার

ভান করিয়া, সেনাপতিগণকে নিভৃত স্থানে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে দশজন সেনাপতি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন হঠাৎ কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া অসিদ্বারা তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিল। এবম্প্রকার কুচক্রী সেনাপতিগণের অদৃষ্টে প্রায়ই ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জেনিজারি নামক সৈন্যগণের এই দশা ঘটিয়াছিল। ত্রিপুরার সেনাপতিরাও জেনিজারি এবং মিসর দেশীয় মেমলুক্‌সদিগের ন্যায় প্রায়ই রাজকার্য্যে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিত।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য কুচক্রী সেনাপতিগণকে নিপাত করিয়া বিশ্বস্ত সমরকুশল রায় চয়চাগ* নামক ব্যক্তির উপর সমস্ত সৈন্যের ভার অর্পণ করেন। সেই সময় ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে একটী শ্বেত হস্তী দৃষ্টিগোচর হয়। মহারাজ ধন্য মাণিক্য তাহা ধরিবার জন্য আদেশ করেন; কিন্তু থানাসী নগরের কুকি নরপতি ঐ হস্তীটীকে আবদ্ধ করাতে ত্রিপুরসেনাপতি এক দল সৈন্য লইয়া কুকিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি প্রথমতঃ থানাসীনগরের কুকিরাজকে পরাজয় করিয়া শ্বেতহস্তী হস্তগত করেন, তৎপর অন্যান্য

* মেকেঞ্জি সাহেব সেনাপতি চয়চাগকে ত্রিপুরাপতি চয়চাগ মাণিক্য লিখিয়াছেন।

North-East Frontier of Bengal. p. 270.

কুকিগণকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিয়া রাঙ্গামাটীয়া নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রায় চয়চাগ কর্ত্তৃক কুকিগণ যেরূপ অবস্থায় পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিল, আর কখনও কুকিগণ সেই প্রকার অবস্থাপন্ন হয় নাই। তিনি অনেকানেক কুকি স্ত্রীলোক আবদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। মহারাজ ধন্তের শাসন সময়েই ত্রিপুরার পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত সমস্ত কুকিজাতি, সেনাপতি রায় চয়চাগের বাহুবলে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্তমাণিক্য, বাঙ্গালার সুবিখ্যাত সুলতান সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর হুসন সাহ এবং আরাকানের প্রবল-বিক্রম নরপতি মেং রাজার সমসাময়িক। তাঁহারা উভয়েই ত্রিপুরা ধ্বংস করিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও তাঁহার সুবিখ্যাত সেনাপতি রায় চয়চাগের বাহুবলে তাঁহারা কৃত-কার্য্য হন নাই।

ধন্ত মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মগ এই জাতিত্রয়ের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল। ত্রিপুর সেনানী মহাবীর রায় চয়চাগ হস্থমান-

মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত-পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন, আরকানরাজ বৃষভ ধ্বজ,—ও হুসনসাহের সৈন্যগণ অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত-পতাকা লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। অবশেষে যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রায় সেনানী বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছিলেন।

"কামরূপ ও কোমতা বিজয়ী" হুসন সাহ এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাঙ্গলার দ্বাদশ বিভাগ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং গৌর মল্লিককে তাহার সৈনাপত্যে নিয়োগ করিয়া ত্রিপুরায় প্রেরণ করিলেন। কুমিল্লা নগরীতে গৌর মল্লিকের সহিত চয়চাগের প্রথম সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া গেলে, মুসলমানেরা মেহেরকুল দুর্গ অধিকার করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ত্রিপুর সৈন্যেরা সোণামাটীয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোমতী নদীতে একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করে; তাহাতে ৩ দিবস নদীর জলস্রোত বন্ধ ছিল। তৎপরে যখন মুসলমান সৈন্য জলশূন্য শুষ্ক গোমতী অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাহারা ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ত্রিপুরা বিজয় অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। প্রায় অধিকাংশ মুসলমান জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া-

ছিল। * অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পরিশেষে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিরাপদ হইল না। ত্রিপুরসৈন্যেরা রাত্রিশেষে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবেশ করত অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। অতি অল্প-সংখ্যক মুসলমান প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কথিত আছে ত্রিপুর সৈন্য মেহেরকুল দুর্গে পরাজিত হইলে, শত্রুজয় উদ্দেশে মহারাজ ধন্য মাণিক্য একটী কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল বালককে বলি প্রদান করিয়া ভবানীর পূজা করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগকে জয় করিয়া মহারাজ ধন্য মাণিক্য একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সেই বাপী অদ্যাপি "ধন্যের দীঘি" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। † সেই সরোবর তীরে মহারাজ ধন্য মাণিক্য বিজয়স্তম্ভস্বরূপ এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সেনাপতি চয়চাগ হুসন সাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া মগ-দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। তিনি মগদিগকে

---

* স্পেনীয়দিগের লিডন আক্রমণকালে ওলন্দাজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† এই স্থানটী অধুনা বলদাখাল (বরদাখাত) পরগণায় অন্তর্গত। দীঘির চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম "ধন্যৎথলা দীঘির পাড়" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

বারংবার পরাজয় করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত করেন।*

এদিকে হুসেন সাহ পুনরায় বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত হাতিয়ান খাঁকে রাঙ্গামাটীয়া অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি চয়চাগ চট্টগ্রাম রক্ষারজন্য কতিপয় সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত হাতিয়ান খাঁকে অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কুমিল্লার নিকটে উভয় দল একত্রিত হয়; তাহার পর দিবস প্রত্যুষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সমস্ত দিন সংগ্রামের পর চয়চাগ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। কিন্তু পুনরায় পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া গোমতী স্রোতে মুসলমানদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। হাতিয়ান খাঁ পলায়ন করিয়া শুগড়িয়া দুর্গ মধ্যে আসিয়া মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "যদি ত্রিপুরা জয় করিতে হয়, তবে দ্বিগুণ সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" কিন্তু তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পদচ্যুত হইলেন।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য বন্দীকৃত শত্রুগণকে বলি প্রদান

* মহাবীর চয়চাগ যে সমুদ্রবক্ষে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন রাজমালা গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তেতুলীয়ার মোহনায় যে "ধনমাণিকের চর" নামক একটি দ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত কি ধন্য মাণিক্যের বিজয় বৃত্তান্তের কোন সংশ্রব নাই?

করিয়া মহোৎসবের সহিত চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করিলেন। ত্রিপুরাতে বার্ষিক এক সহস্র নরবলির প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত ছিল। মহারাজ ধন্য মাণিক্য তাহা রহিত করিয়া কেবল অপরাধী এবং যুদ্ধে বন্দীকৃত শত্রুকে বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন।

এই সময় মহারাজ ধন্য মাণিক্য দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরের ক্ষোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, ১৪২৩ শকাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। * রাজমালায় লিখিত আছে, দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী চট্টলাচল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রতি আদেশ করেন। তদনুসারে ধন্য মাণিক্য দেবীকে রাঙ্গামাটীয়া নগরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা

* আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকল গুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো
যাগে যস্যাহ্বরীশঃ ক্ষিতিতল মগমৎ কর্ণতুল্যস্য দানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেহম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগন পরিগতং সেবিতায়ৈ সদেবৈঃ॥

(মন্দিরগাত্রে সংযোজিত প্রস্তরলিপি।)

মহারাজ ধন্য মাণিক্য যে সময় ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হুসন সাহ ঢাকার অন্তর্গত বল্লীপুর মধ্যে এক প্রকাণ্ড মসজিদ প্রস্তুত করেন। মসজিদের ক্ষোদিত লিপির তারিখ ৯০৭ হিং ২২ জুমদা। উভয়ই ১৫০১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

প্রচার করেন। এই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী দ্বারা তান্ত্রিক জগতে ত্রিপুরা একটি তীর্থ (পীঠ) স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহারাজ ধন্য মাণিক্য স্বর্ণময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিব ও শক্তি মুর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং শৈবছিলেন।

হুসন সাহ তৃতীয় বার ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এইবার তিনি কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী কৈলারগড় (মুসলমান লেখকদিগের লিখিত জাজিনগর) অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। কৈলারগড় (আধুনিক কসবা) নগরের প্রায় এক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বিজয় নদীর তীরে তাঁহার সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানের পূর্ব্বদিক উক্ত নদীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড গড় খাত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সেনানিবাস উত্তর দক্ষিণে ৯৫০ হাত দীর্ঘ, আমরা তাহার পরিমাপ করিয়াছি। এই সেনানিবাস রক্ষা করিবার জন্য বিজয় নদীর উভয় তীরে যে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। *

* কুমিল্লা হইতে যে প্রশস্ত রাজমার্গ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে গিয়াছে, তাহা এই গড়ের প্রায় বক্ষঃস্থল কর্ত্তন করিয়া

কৈলারগড় সন্নিকর্ষে হুসন সাহের সহিত মহারাজ ধন্য মাণিক্যের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, রাজমালা-লেখক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় ইহার পরিণাম ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই, এজন্যই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে যে

নির্ম্মিত হইয়াছে। পথিকগণ নয়াগাঁর পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ বটবৃক্ষ পশ্চাৎ রাখিয়া কিয়দ্দূর উত্তরদিকে গমন করিলে সেই গড়ের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিতে পারিবেন। এই গড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যে দুই খানা গ্রাম বর্ত্তমান আছে তাহাতে হুসন সাহের ত্রিপুরা বিজয়ের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গড়ের দক্ষিণদিকস্থ গ্রাম জমিদারি সেরেস্তার কাগজ পত্রে অদ্যাপি "হুসনপুর" এবং পশ্চিমদিগস্থ গ্রাম "সাহাপুর" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণে হুসনপুরকে "নয়াগাও" এবং সাহাপুরের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ সাহাপুরকে "আকছিনা" বলিয়া থাকে। উভয় গ্রামের প্রধান অধিবাসী মুসলমান। বিশেষতঃ সাহাপুর গ্রামে এক অতি প্রাচীন মুসলমান বংশ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ইহারা সৈয়দবংশীয়, সুলতান হুসন সাহও সৈয়দবংশীয় ছিলেন। সাহাপুর নিবাসী সৈয়দবংশীয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ সুলতানের "সিপাসেলার" আখ্যা প্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন। বোধ হয় হুসন সাহের বিজয়ের পর তিনি সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য স্বজাতীয় কোন কর্ম্মচারীকে এস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

হুসন সাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

স্বর্ণগ্রামের এক মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুলতান হুসন সাহের শাসন কালে "ইক্লাম মোজমাবাদের" উজীর এবং ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা খওয়াস খাঁ (১৪৩৫ শকাব্দা) সেই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হুসনসাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিতে সক্ষম হন। * ইক্লাম মোজমাবাদ অর্থাৎ স্বর্ণগ্রামের উজীরের হস্তে সেই বিজিত অংশের শাসন ভার

* This masque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Soloman, Alauddunya-waddin Abil Muzaffar Husain Shah— * * * -by the great and noble khan, namely Khawac khan *Governor of the Land of Tipurah* and Vazir of the District Muazzamabud,—may God preserve him in both worlds. Dated 2*nd* Rabi II., 919. (7—6—1513) (J. A. B. XII. I, 333—34.)

১৪২৭ শকাব্দের একখণ্ড প্রস্তরলিপিতে ত্রিপুরাভূমির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তাহাতে খালিছ খাঁকে কেবল "মোজমাবাদের উজির" লেখা হইয়াছে, অতএব বোধ হয় ১৪২৭ শকাব্দের পর হুসন সাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

অর্পিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ রাজ্য সমুহ জয় করিয়া হুসনসাহ "কামরু (কামরূপ), কামতা (কোমতাপুর) ও জাজনগর (ত্রিপুরা) বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু এই সকল বিজিত রাজ্য বা রাজ্যাংশ দীর্ঘকাল মুসলমান দিগের শাসনাধীন ছিলনা।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য যৎকালে হুসনসাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরাকান পতি নির্ব্বিবাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪৩৯ শকাব্দে পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী জন, ডি, সেলবেরা আরাকান-রাজকর্ত্তৃক আহূত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শন পূর্ব্বক মগরাজ্যে গমন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরাকান পতির হস্তে ছিল।

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের রাজ্ঞী মহাদেবী কমলা রাজধানী কৈলারগড়ে যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "কমলাসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কমলাসাগরের জল অতি উৎকৃষ্ট।

ধন্য মাণিক্য ৩০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন। মহাদেবী কমলা ধ্বজ এবং দেব নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইলেন।

ধন্য মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র নামে তাহার

এক শিশু পুত্র ছিল। তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য দেব মাণিক্য ১৪৪২ শকাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৪৪৪ শকাব্দে তিনি আরকানপতি গঙ্গাবদিকে জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরে হুসন সাহের পুত্র স্থলতান নাছিরদ্দিন নছরথ সাহ, স্বর্গীয় পিতার প্রেতাত্মার পরিতোষ সাধন জন্ম চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। হুসন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর বাহুবলে চট্টগ্রাম নছরথ সাহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে, নছরথ সাহ চট্টগ্রাম বিজয় করিয়া তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্ম বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার অত্যাচারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার নীচ শ্রেণীস্থ লোকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নছরথ সাহ পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন। *

* রাজমালা লেখক নছরথসাহ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সাক্ষি-স্বরূপ নছরথ সাহের অনুমত্যানুসারে খনিত "নছরথ সার দীঘি" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নছরথ সাহের সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা "লস্কর" পরাগল খাঁর সভাসদ পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জৈমিনির ভারত সংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক পিয়ারাদ

নছরথ সাহের সৈন্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেব মাণিক্য রাজধানী রাঙ্গামাটীয়া নগরে উপনীত হইলেন। তিনি কয়েকজন বিপক্ষ সৈন্তকে বন্দিস্বরূপ লইয়া আইসেন। তাহাদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিদান করা হয়। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই দেব মাণিক্যকে বলিলেন মহাদেব আদেশ করিয়াছেন "রাজা, তাহার প্রধান যোদ্ধৃগণকে বলিদান করিলে, চতুর্দ্দশ দেবতা তৎপ্রতি প্রসন্ন হইবেন। তদনুসারে দেব মাণিক্য স্বীয় প্রধান সেনানী

ছন্দে মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খাঁর উপযুক্ত পুত্র ছুটি খাঁর অভিপ্রায় মতে তাহার সভাসদ্ শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর রচিত অশ্বমেধ পর্ব্ব, যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১৫৮৬ শকাব্দের লিখিত একখান প্রাচীন গ্রন্থ। ছুটি খাঁর গুণানুবাদ করিয়া কবি শ্রীকর নন্দী বলিতেছেন :—

তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

৮ জনকে বলি দিয়াছিলেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, চন্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্ত সতর্ক হইলেন এবং চন্তাইর বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্ক হওয়ার সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। চন্তাই দেবমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে গোপনে হত্যা করিলেন। চন্তাই ধ্বজমাণিক্যের অল্পবয়স্কপুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রচার করিলেন—"চতুর্দ্দশ দেবতার উপযুক্তরূপ অর্চ্চনা না করায় দেবমাণিক্য তাঁহাদের কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।" চন্তাই ইন্দ্রমাণিক্যের মাতার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই ষড়যন্ত্র মূলক রাজ্যশাসন অল্প দিন

সমসাময়িক হইলেও কবি নন্দী মহাশয় ইতিহাস লেখক নহেন, তিনি যে তাহার আশ্রয়দাতার গুণ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ইতিহাস লেখক অবশ্যই এরূপ অনুমান করিতে পারেন। নছরথ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিপুর সৈন্য জয় ও চট্টগ্রাম অধিকার, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। ছুটি খাঁর ভয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর "পর্ব্বত গহ্বরে" প্রবেশ পূর্ব্বক "গজ বাজী কর দিয়া" খাঁ মহাশয়ের পদ পূজা করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা তোষামোদকারী কবির প্রলাপ বাক্য, আমরা ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন জানিতে পারিল, চন্তাই রাজ্ঞীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেবমাণিক্যকে হত্যা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমেই চন্তাইকে এবং তৎপরে মাতার সহিত ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া মৃত্তিকায় সমাহিত করিল। ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্য শাসন কাল ৬ মাসের অধিক হইবেক না।*

প্রবল বিক্রম সম্রাট সের সাহের শাসনকালে ত্রিপুরার অন্তর্গত অনেকগুলি পরগণা তাঁহার শাসন দণ্ডের অধীন ছিল। সের সাহ স্থবর্ণ গ্রাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজমার্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মেঘনার পূর্ব্বতীর হইতে বলদাখাল ও নুরনগর পরগণার মধ্যদিয়া ত্রিপুরা পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত যে রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সর্ব্ব সাধারণে অদ্যাপি সেই রাজমার্গকে "পুরারাজার জাঙ্গাল" বলিয়া থাকে। দেব মাণিক্যের অভিষেক কাল হইতে বিজয় মাণিক্যের উভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অধিকার কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ দেবমাণিক্যের দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ বিজয়

---

* মতান্তরে ইন্দ্রমাণিক্য দেবমাণিক্যের পুত্র এবং তিনি বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

কনিষ্ঠ অমর। ইন্দ্রমাণিক্যের নিধনের পর ত্রিপুর-কুলতিলক বিজয় মাণিক্য ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে (১৪৫৭ শকাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি দৈত্যনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে পাপিষ্ঠ দৈত্য নারায়ণ স্বয়ং রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করেন। বিজয় মাণিক্য দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুরই প্রকৃত রাজা, তিনি স্বয়ং সাক্ষি গোপাল মাত্র। মহারাজ বিজয় মাণিক্য দৈত্য নারায়ণকে নিধন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় জনৈক আত্মীয় দ্বারা রাত্রিযোগে তাঁহাকে অপরিমিত মদ্য পান করাইলেন। তদনন্তর তিনি স্বয়ং অজ্ঞানবস্থাপন্ন দৈত্য নারায়ণকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার একজন প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণে স্বামীর প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার মর্ম্ম পীড়া প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্ত মহারাজ বিজয় মাণিক্য তাঁহার প্রথমাপত্নীকে অরণ্য মধ্যে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের আভ্যন্তরিক সংস্কার ও উন্নতির প্রতি যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে ত্রিপুরার সৈন্য বল বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি কতকগুলি পাঠান দ্বারা একদল

অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি রণতরীও ছিল।

সের সাহের মৃত্যুর পর ত্রিপুর-কুল-তিলক বিজয়মাণিক্য যে ত্রিপুরার হৃত অংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি ত্রিপুরার উত্তর ও দক্ষিণস্থ স্থান সমূহ ও পূর্ব্ববঙ্গ লুণ্ঠন করিয়া মুসলমানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ চট্টগ্রামের উদ্ধার সাধনজন্য স্বীয় বাহুবলের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মগ ও মুসলমানদিগকে জয় করিয়া বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই যুদ্ধ-যাত্রা কালে এক সহস্র পাঠান অশ্বারোহী কোন কারণে বিদ্রোহী হইয়া রাজার প্রাণ নাশ পূর্ব্বক রাজধানী অধিকারের চেষ্টা করে। মহাবীর বিজয় মাণিক্য স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও কতকগুলিকে জীবিতাবস্থায় বদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিপ্রদান করিয়াছিলেন।

কররাণী-বংশীয় উড়িষ্যা-বিজয়ী সুলতানসুলেমান চট্ট-গ্রাম অধিকার জন্য মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত মুসলমান-দিগের ক্রমান্বয়ে ৮ মাস যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি নিহত হন, কিন্তু পশ্চাৎ মুসল-

মানেরাই পরাজিত হয়। ত্রিপুর সৈন্যগণ বিপক্ষ সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া নগরে আনয়ন করে। মহারাজ বিজয় মাণিক্য তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিদান করেন।

কিছুকাল পরে বিজয় বঙ্গদেশ আক্রমণে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি ২৬ সহস্র উৎকৃষ্ট পদাতি এবং ৫ সহস্র অশ্বারোহী ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত৫ পাঁচ সহস্র নৌকায় আরোহণ করিয়া যাত্রা করিয়া প্রথমে সোণারগাঁয় মুসলমানদিগকে পরাজিত করিলেন। এবং তথা হইতে লক্ষা নদী অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই সকল নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ এবং কতিপয় সুন্দরী যুবতী রমণী সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদে উপস্থিত হইয়া ধন এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করত মহারাজ বিজয় মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই স্থান অদ্যাপি "পাঁচদোনা" নামে পরিচিত রহিয়াছে। *

তদনন্তর মহারাজ বিজয় মাণিক্য শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ

* সেই পাঁচ দোনা অধুনা ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

ও লুণ্ঠন করিলেন। জয়ন্তীয়াপতি নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করেন। জয়ন্তীয়া রাজের বিনয় ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া মহারাজ বিজয় মাণিক্য প্রসাদ স্বরূপ তাঁহাকে একটী হস্তী প্রদান করেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য কৈলারগড় রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া শ্রুত হইলেন,—যে জয়ন্তীয়াপতি প্রচার করিয়াছেন, "বিজয় মাণিক্য ভয়াতুর হইয়া আমাকে একটী হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।" তিনি এই বাক্য শ্রবণ মাত্র জয়ন্তীয়াপতিকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তীয়া-রাজ ত্রিপুর-সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভয়ে কাতর হইয়া স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাছাড়ে পলায়ন করিলেন এবং কাছাড়-পতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রিপুরেশ্বর নিকট পত্র পাঠাইলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য জয়ন্তীয়াপতিকে ক্ষমা করিয়া ত্রিপুর সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য বিজয় নদীর বিবিধ বাঁক কর্ত্তন করিয়া দেন, এজন্য সেই স্রোতস্বতী অদ্যাপি "বিজয় নদী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। তদনন্তর মহারাজ বিজয় মাণিক্য নানাবিধ সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বিতরণ জন্য এক দিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন। তিনি "তুলা

পুরুষ", জলাশয় খনন, মঠনির্ম্মাণ, দেবতা স্থাপন, দেবোত্তর, ব্রহ্মত্তর প্রভৃতি নানা প্রকার ভূমিদান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার অনন্ত, প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপীপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ কুমারকে জগন্নাথ দর্শনের ছলে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। এই সময় ৯৭০ ত্রিপুরাব্দে বিজয় মাণিক্য বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন, তাহার কতিপয় সংখ্যক রাজ্ঞী তৎসহ অনুমৃতা হইলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য যে একজন বলবীর্য্যশালী নরপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। মোগল সম্রাট আকরের মন্ত্রী আবুল ফজল স্বীয় "আইন আকবরী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "ভাটী প্রদেশের * সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা) আর তাহার অধিপতির নাম বিজয় মাণিক্য। যিনি

* হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনাদের তীর পর্য্যন্ত সমগ্র নিম্নভূমিকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ "ভাটী" নামে পরিচিত করিয়াছেন। আধুনিক জেলা চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছে।

রাজা হন, তিনিই তাঁহার নামের অন্তে "মাণিক্য" উপাধি সংযুক্ত করেন। সেই রাজ্যের আমির ওমরাহগণ "নারায়ণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে, কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।"*

আইন আকবরী গ্রন্থে মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের যে হিসাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সাধারণে তাহা, রাজা তুড়ল মল্লের কৃত "ওয়াসীল তোমর জমা" বলিয়া জ্ঞাত আছেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সাধারণের ঐরূপ জ্ঞান নিতান্ত ভ্রমাত্মক; কারণ মোগল সম্রাট আকবর, কিম্বা জাহাগীর যে সকল স্থান কস্মিন কালে অধিকার করিতে পারেন নাই, তাহাও উক্ত ওয়াসীল তোমর জমায় ভুক্ত রহিয়াছে। রাজা তুড়লমল্ল সুবেবাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া সরকার চট্টগ্রাম ও তদন্তর্গত মহাল সমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফজেল আইন আকবরী গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, "চট্টগ্রাম বন্দর মগরাজার অধিকার ভুক্ত"। রাজা তুড়ল মল্ল যে বৎসর ওয়াশীল তোমর জমা প্রস্তুত করেন, সেই বৎসর সুবিখ্যাত ইংরেজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ বাঙ্গালায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য যে বৎসর মানব-লীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসর রল্‌ফ ফিছ চট্টগ্রামে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন,

* মূল আইন আকবরী হইতে অনুবাদিত ও উদ্ধৃত।

"সাত গাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম, রাক্ষিয়াং ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরাপতির দুর্ব্বলতায় চট্টগ্রাম বা পোর্টগ্রেণ্ডো বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হস্তগত হয়।" *

আধুনিক ত্রিপুরা,নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত যে সকল মহাল বা পরগণা রাজা তুড়ল মল্লের ওয়াশীল তোমর জমা ভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত মহাল বা পরগণা এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল। তন্মধ্যে ভুলুয়া, সিংহেরগাঁও প্রভৃতি কতকগুলি পরগণা সামন্ত নরপতিগণের এবং তদ্ভিন্ন পরগণাগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আবুল ফজল ও রলফ ফিছের বর্ণনা দ্বারা ইহা বিশেষ রূপ নির্ণীত হইতেছে যে, সমগ্র ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উত্তরাংশ

---

* From Satagam I travelled by the country of the King of Tippara, with whome the Mogen have almost continual warres. The Mogen which be of the kingdome of Recon and Rame, be stronger than the king of Tippara. So that Chatigan, or *Porto Grando*, is often times under the king of Recon. (Ralph Fitch.)

এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল। চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগ লইয়া মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের কলহ চলিতেছিল। আমাদিগের বিবেচনায় রাজা তুড়লমল্লের ওয়াশীল তোমর জমা সম্পূর্ণ প্রত্যয়যোগ্য নহে। * বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্য-সীমা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহাকেই বঙ্গ ও ব্রহ্মরাজ্যের মধ্যস্থিত সমগ্র সুহ্মদেশের একমাত্র অধিপতি বলা যাইতে পারে। সংক্ষিপ্ত রাজমালা লেখক বিজয় মাণিক্যের নামের সহিত "সম্রাট" শব্দ সংযুক্ত করিয়াছেন।

বিজয় মাণিক্য পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য স্বীয় শ্বশুরের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দেড় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া শ্বশুরের কুমন্ত্রণায় স্বীয় পাচিকা কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন। তাঁহার পত্নী অনুমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলে, গোপীপ্রসাদ তাহাতে বাধা দেন। তৎপরে বিধবা রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি অর্থাৎ স্বীয় পিতার নিকট পতির সিংহাসনে স্বয়ং আরোহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপীপ্রসাদ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং

* বুকমান সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন।
J. A. S. B. XLII. I. pp. 214, 234.

রাজ্যেশ্বর হইয়া চণ্ডীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক কন্যাকে চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করিলেন।*

পঞ্চম অধ্যায়।

গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক "উদয়মাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে আধিরূঢ় হইলেন। তিনি বহুবিধ জলাশয় খনন এবং প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন, এবং রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে "উদয়পুর" নাম করণ করিলেন।†

তাঁহার ২৪০টী স্ত্রী ছিল। স্ত্রীগণমধ্যে প্রায় অনেকেই রজনী যোগে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া পরপুরুষ সহযোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। সে সময় গৌড়ের একজন মুসলমান রাজপুত্র দেশ পর্য্যাটনে বহির্গত হইয়া ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। উদয়মাণিক্য তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু যখন

* আমাদের বিবেচনায় কুমিল্লার পশ্চিম দিগে অবস্থিত লালময়ী পর্ব্বত প্রাচীন চণ্ডীগড় হইতে পারে, কারণ এই পর্ব্বতের কিয়দংশ অদ্যাপি চণ্ডীমুড়া নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, ভগবতী চণ্ডীদেবী এইস্থানে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

† প্রকৃত পক্ষে উদয়পুর রাঙ্গামাটীয়ার কিয়দংশ মাত্র।

জানিতে পারিলেন, তাঁহার কয়েকটি স্ত্রী রাত্রি যোগে ঐ যবন রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া তৎসহবাসিনী হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং ঐ সকল স্ত্রীকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করত ও কুক্কুর দংশনে বধ করিলেন।

ঐ সময়ে মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উদয়মাণিক্য তাহাদিগকে পথিমধ্যে অবরোধ করিবার জন্য বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে সেই যুদ্ধ যাত্রা কালে আকাশ হইতে উল্কাপাত এবং শৃগালগণের ঘোরতর অমঙ্গলসূচক শব্দ হইয়াছিল। ত্রিপুর সৈন্যরা রাত্রিযোগে মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর সংগ্রামের পর মুসলমানেরা জয়ী হইল। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুর সৈন্য এবং ৫ হাজার মুসলমান সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে কোন এক দুষ্টা স্ত্রীলোক বিষপান করাইয়া উদয় মাণিক্যের প্রাণ সংহার করে। তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানপতি মেংফালোং পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে যে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি সমগ্র ত্রিপুরা লুণ্ঠন করিয়া মেঘনাদ তীরে স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন।

উদয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি কেবল নামত রাজা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণই রাজ্য শাসন করিতেন। রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছেন; ঐ সময়ে তাঁহার বিনাশ সাধন না করিলে প্রাচীন রাজবংশই পুনরায় সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। এই বিবেচনা করিয়া রঙ্গনারায়ণ ভোজনার্থ অমরকে নিমন্ত্রণ করিলেন; অমর রঙ্গের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, অমরের এক বন্ধু তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তরবারি দ্বারা একটী পান দ্বিখণ্ড করিয়া সঙ্কেত করিলেন। রাজপুত্র অমর প্রাণনাশ শঙ্কা করিয়া অকস্মাৎ শারীরিক অসুস্থতার ভানে গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় তাঁহার অশ্ব নাই; তখন তিনি অন্য একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন এবং সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। রঙ্গ যেমন তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও তদ্রূপ রঙ্গের প্রাণসংহারের নিমিত্ত সৈন্তগণকে নানাবিধ বস্ত্রাদি পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিলেন। রঙ্গনারায়ণ ভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অচিরে সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্ত

পত্রবাহক পথিমধ্যে অমর কর্ত্তৃক ধৃত হইল। অমর রঙ্গের স্বহস্তলিখিত পত্রের ন্যায় একখানি কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া একজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী দ্বারা রঙ্গনারায়ণের ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। রঙ্গের ভ্রাতা ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে যেমন বাহককে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি পত্রবাহক অশ্বারোহী তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তাহা রঙ্গনারায়ণের দর্শনার্থ দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

রঙ্গনারায়ণ নিজভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে,তাঁহার ভ্রাতার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, নচেৎ কখনই তাঁহার ভ্রাতা নিহত হইতেন না। রঙ্গনারায়ণ এইরূপ ভাবিয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষাভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে গোপনে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি দুই দিবস কাল এক নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। ইতোমধ্যে অমরের একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিয়া স্বীয় প্রভুকে উপঢৌকন প্রদান করিল। অমর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া ঐ সৈনিককে "সাহসনারায়ণ" উপাধি প্রদান করিলেন।

জয়মাণিক্য এই সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া অমরকে লিখিলেন, তিনি কি জন্য এরূপ

অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। অমর স্থির করিলেন, পত্র দ্বারা প্রত্যুত্তর না দিয়া অস্ত্র দ্বারা উত্তর প্রদান করা সঙ্গত। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনজন্য তদভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। শত্রু সমাগত হইয়াছে, শুনিয়া জয়মাণিক্য অতিশয় ভীত হইলেন। অনন্তর তিনি রাজনিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কিন্তু অমরের সৈন্যগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া মস্তকচ্ছেদন করিল। জয় মাণিক্য সম্ভবতঃ এক বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

উদয়মাণিক্য এবং জয়মাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিশেষরূপে খর্ব্ব হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি ত্রিপুরা-রাজ্যস্থ সমস্ত সামন্ত নরপতি ও জমিদারবর্গকে লিখিলেন যে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করা হইবে, এজন্য তাঁহারা সকলেই যেন কুলী প্রেরণ করেন। তদনুসারে ৯ জন জমিদার ৭৩০০ কুলী পাঠাইয়া দেন। তদ্দ্বারা তিনি যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন, তাহা অদ্যাপি উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে, পর্ব্বত মধ্যে "অমরসাগর" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই সরোবর তীরে মহারাজ অমর মাণিক্য যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন

অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। একটি ত্রিতল অট্টালিকার বিচিত্র কারুকার্য্য অদ্যাপি ভ্রমণকারীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রাজ-নিকেতন "অমরপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিঞ্চিদূন শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক ত্রিপুর নরপতি "অমরপুরের ছত্রধারি (স্বাধীন) রাজা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার তাঁহার অনুমতি ক্রমে কুলী প্রেরণ করেন নাই। মহারাজ অমর মাণিক্য তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যের আগমণবার্ত্তা শ্রবণে জমিদার পলায়ন করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। জমিদার স্বয়ং শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অমর মাণিক্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র স্বয়ং শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার প্রতিকূলে গমন করিলেন।

মহারাজ অমরমাণিক্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গরুড় ব্যূহ রচনা করেন; সৈন্যগণ দেহ, সম্মুখস্থ দুই জন প্রধান সৈনিকপুরুষ চঞ্চু এবং উভয় পার্শ্বস্থিত সেনানীগণকে পক্ষ বলিয়া বোধ হইল। অমর মাণিক্য গজারূঢ় হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে ছিলেন। সূর্য্যোদয়কালে উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ

আরম্ভ হয়। সায়ংকালে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর মুসলমানেরা যাবৎ শ্রীহট্টের পুনরুদ্ধারসাধন না করিয়াছিল, তাবৎ উহা ত্রিপুররাজের করপ্রদ ছিল।

অমর মাণিক্য স্বজন্মা নহেন, অতএব তিনি রাজ্যের বৈধ অধিকারী হইতে পারেন না, এই বলিয়া ভুলোয়ার অধিপতি রাজা বলরামস্থর কর প্রদানে অসম্মত হন, কিন্তু অমর মাণিক্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে করপ্রদ করিলেন। এই সংগ্রাম সময়ে ভুলোয়াপতির একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিহত হওয়াতে অমরমাণিক্য যার পর নাই দুঃখিত হইয়া হত্যাকারীকে শাস্তি দিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

তৎকালে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্য ইহা শ্রবণ করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য এই স্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য ধন এবং বহুসংখ্যক লোককে দাসরূপে বন্দী করিয়া আনয়ন করেন। অমরমাণিক্য দীর্ঘিকা উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণদম্পতীদান ও "তুলা" প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ কিয়ৎকাল মাত্র শান্তিভোগ করিয়াছিলেন। বিজাতীয় শত্রুদমন জন্য পুনরায় তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা সেখ ইসলামখাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্য ইষাখাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইষা খাঁ শত্রু সম্মুখীন হইয়াও সুসময়ের অপেক্ষায় বিপক্ষ আক্রমণে ক্ষান্ত রহিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণে আরও এক দল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া লিখিলেন, তিনি এই পত্র পাইবার পর কাল গৌণ না করিয়া যেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় অমরমাণিক্যের রাজ্ঞীও ইষাখাঁকে পাদোদক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইষা খাঁ তাহা গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ইষা খাঁ রাজ্ঞীর স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই পাদোদক গ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অল্পমাত্র পদাতি লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। মুসলমানেরা প্রথম উদ্যমেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইষা খাঁ জয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই তাঁহাকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়াছি-

লেন। কথিত আছে তৎপরে উদয়পুরে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, এবং মহারাজ অমর মাণিক্য তন্নিবারণ জন্য একটি নরবলি দিয়াছিলেন।

মহারাজ অমর মাণিক্য তাম্রশাসন দ্বারা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর রূপে চতুর্দ্দশ থানা গ্রাম দান করেন। তিনি মৃগয়া উপলক্ষে সরাইল গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সরাইলের দক্ষিণ দিগস্থ বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অমর মাণিক্যের অনুমতানুসারে তৎপুত্র রাজধর বেয়াল্লিশ নামক নগর সংস্থাপন করেন। মুসলমানেরা সেই বেয়াল্লিশ নগরকে সুলতানপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি সরাইল পরগণার দক্ষিণাংশ "তপে বেয়াল্লিশ" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

অমর মাণিক্য পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আরাকান আক্রমণ করেন এবং ক্রমশঃ কয়েকটী স্থান অধিকার করেন। অনন্তর আরাকানপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্ত্তুগিজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যবলে ত্রিপুরেশকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাজিত হইলেন। কিন্তু তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। আরাকানপতি আগামী বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত

হইয়া তৎকালে সৈন্যগণের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে সংবাদ পাই-লেন যে, আরাকানপতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। ত্রিপুরাপতি আশু তাহার প্রতিহিংসা লওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তিনি স্বয়ং ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে আরাকানপতি ভয় প্রযুক্ত পুনর্ব্বার সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তৎসহ একটি বহুমূল্য রত্ন-খচিত গজদন্ত নির্ম্মিত রাজমুকুট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

যে একতাশূন্য হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, যে একতাহীনতায় আমাদিগকে যবন পদানত হইতে হইয়া-ছিল, এক্ষণে সেই একতা অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরো-হিত হইল। একতাশূন্য হইয়া কুমারগণ যে কেবল চট্টগ্রা-মাদি হারাইয়াছিলেন এমত নহে, তাহাতেই ত্রিপুরার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। কুমারেরা সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরা-কানপতি এই সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পরমাহ্লা-দিতচিত্তে ত্রিপুর সৈন্য আক্রমণ করেন। কুমারদিগের মধ্যে ঐক্য না থাকায় তাঁহারা সহজেই পরাজিত হইয়া দুই জন সসৈন্যে পলায়ন করিলেন এবং একজন স্বীয় বাহন হস্তী

কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মগেরা পলায়িত ত্রিপুর কুমারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কুমারেরা আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া পুনর্ব্বার মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেইবারেও তাঁহারা অশ্বারোহিগণের অবাধ্যতায় পরাজিত হন। মগেরা রণমদে মত্ত হইয়া ত্রিপুর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, অবশেষে রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হইল। তাহাতে অমরমাণিক্য নিতান্ত ভীত হইয়া মনু নদীর তীরস্থিত তেতৈয়া নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।* মগেরা পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে অবাধে উদয়পুর লুণ্ঠন এবং ত্রিপুরার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।†

---

* তেতৈয়ার প্রান্তবাহিনী স্রোতস্বতী অধুনা খোয়াই নামে পরিচিত।

† আমরা বাল্যকালে এই সময়ের একটি গ্রাম্যগীতি শ্রবণ করিয়াছি, তাহার যে দুই একটি পদ অদ্যাপি স্মরণ রহিয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

রাজা ভাগল খাইলারে।
উদয়পুরের সিংহাসন কারে দিলারে॥
পানি'ত্ কাঁদে পানিখাউরি,
শুকনায় কাঁদে উদ।
উদয়পুরের গোয়ালে কাঁদে,
কারে দিবাম দুধ॥

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অমর মাণিক্য রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা চিন্তা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি মনু নদীর জলে স্নাত হইয়া অহিফেন ভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রধান মহিষী সহমৃতা হইলেন।

১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে অপরিমিত ভূমি দান করাতে অমাত্যগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন "শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে।" রাজধর সমরোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈবকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে সর্ব্বদা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তিনি আটজন গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে হরি সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করাইত।

বঙ্গীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তা রাজধর মাণিক্যের এইরূপ অবস্থা শ্রবণে, ত্রিপুরা আক্রমণের জন্ত এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মন্ত্রী এবং সৈনিকগণের পরাক্রম ও অধ্যবসায়ে মুসলমানেরা পরাজিত হইল। রাজধর ৩ বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া, গোমতী নদীর জলে নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১০২৩ ত্রিপুরাব্দে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে মগদিগের উৎপাত নিবারণ জন্ম অস্ত্রধারী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহাকে আর এক ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তাঁহার নিকট কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব রাজকর স্বরূপ চাহিয়া পাঠান। রাজধর করদানে অসম্মত হইলেন। সম্রাট তদ্বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে অনুমতি করিলেন। মোগল সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করিল। মহারাজ যশোধর মাণিক্য পরাভূত হইলেন। মোগলেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ এবং লুণ্ঠন দ্বারা ত্রিপুরার রাজ কোষ শূন্য এবং প্রজাগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিল। যশোধর দিল্লীতে উপস্থিত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এই বলিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রদান করেন যে, তিনি করস্বরূপ প্রতি বৎসর কেবল কতিপয় হস্তী এবং অশ্ব প্রদান করিলেই তদ্বিরুদ্ধে আর কোন যুদ্ধাদি হইবে না। কিন্তু যশোধর স্বীয় রাজ্যের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসংকল্প হইয়া প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিষ্ণু উপাসনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার পূর্ব্বক তাহার বন্দোবস্ত ও রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন। যে সকল পরগণা সামন্ত নরপতি কিম্বা জমিদারদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল তাহা ত্রিপুরা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। কয়েকটি পরগণায় মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করা হয়। তদ্ব্যতীত যে সকল স্থান মহারাজের খাসদখলে ছিল, মোগলগণ তাহাকে "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক নুরনগর মেহেরকুল, প্রভৃতি চারিটি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা অবধারণ করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহারা এইরূপ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র শাসন করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ যশোধর মাণিক্যের অভিপ্রায় অনুসারে কল্যাণ ফা, "কল্যাণ মাণিক্য" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। (১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে) আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার পিতার নাম অবগত হইতে পারিলাম না। রাজমালা গ্রন্থে তাঁহাকে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গগনফার বংশধর লেখা হইয়াছে। প্রাচীন বংশাবলিসমূহে তাঁহাকে যশোধর মাণিক্যের "জ্ঞাতি ভ্রাতা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কল্যাণ মাণিক্যের জন্ম সম্বন্ধে আমরা যে একটি প্রবাদ অবগত আছি, তাহাও বিস্ময়জনক। কথিত আছে, তাঁহার পিতা একদা কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া জন্য বনে গমন করেন। অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পলায়িত মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালীন প্রখর সূর্য্যকিরণে তাঁহার পিপাসা প্রবল হইল। তিনি ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে করিতে এক বাছাল * প্রজার গৃহে উপস্থিত হইয়া জলপান পূর্ব্বক শান্ত হইলেন বটে কিন্তু সেই পরিবারের একটি বিধবা যুবতিকে দর্শন করিয়া কাম-বিমোহিত হইলেন। যুবতিও রাজ-বংশীয় যুবক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া সহর্ষচিত্তে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। সেই সহযোগে ত্রিপুর কুলরত্ন মহাত্মা কল্যাণ মাণিক্য জন্মগ্রহণ করেন। বাছালেরা আজিও এই প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া আপনাদের গৌরব করিয়া থাকে।

ইদানীন্তন ভূপতিগণ মধ্যে কল্যাণমাণিক্য একজন পরাক্রান্ত ও বলশালী নরপতি ছিলেন। কিন্তু অমর মাণিক্যের পুত্রগণ আরাকান যুদ্ধে একটি মুকুটের জন্য বিরোধ করিয়া যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিতে

* পূর্ব্বতন কিরাত বা বর্ত্তমান ত্রিপুর জাতির মধ্যে বাছাল নামে একটি সম্প্রদায় আছে।

পারেন নাই। ভবিষ্যতে কেহ পারিবে বলিয়াও আমরা আশা করিতে পারি না। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বেই ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা খর্ব্বীকৃত হয়। পশ্চিম দিগে মুসলমানগণ অনেকগুলি পরগণা অধিকার করিয়া তাহা স্থায়ী রূপে মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বাহুবল সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সমূহ একত্রিত করিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য মোগলগণকে দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার খর্ব্বীকৃত ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরারাজ্য তিনি অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন কালে সৌরমণ্ডল * উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর বান ডিন ব্রে'কে লিখিয়াছেন :—

"ত্রিপুরা এবং উদয়পুর রাজ্য স্বাধীন, কিন্তু কোন সময় মোগল সম্রাট, কখন বা আরাকান রাজ ইহা অধিকার করিয়াছেন।"†

* সৌর মণ্ডল হইতে ছোরমণ্ডল। বাঙ্গালি ভূগোলবেত্তৃগণ ইংরেজি C অক্ষরকে "ক" স্থির করিয়া সেই সৌর মণ্ডলকে "করমণ্ডল" করিয়া ফেলিয়াছেন।

† The countries of Oedapur and Tipera are sometimes independent, sometimes under the Great Mogul and sometimes even under the king of Arakan. (Van den Broucke.)

বান ডিন ব্রোকের কৃত মানচিত্রে পর্ব্বত ও অরণ্যময় ত্রিপুরা রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। * কিন্তু উক্ত মানচিত্র দ্বারা তদানীন্তন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা রেখা বিশুদ্ধ রূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুরূহ। ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে বিশুদ্ধভাবে "ভুলোয়া" চিত্রিত রহিয়াছে। আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে "কোডাবাস্ কাম" নামে আর একটি রাজ্য চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকে আমরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নির্ণয় করিতে পারি। ত্রিপুরার পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরে "অস্থুই" এবং "উদিসি" নামে দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য চিত্রিত রহিয়াছে। উক্ত "অস্থুই" এবং "উদিসির" প্রকৃত নাম নির্ণয় করা অধুনা সুকঠিন। আমাদের বিবেচনায় এই দুইটী স্থান আধুনিক ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ ও ঢাকা জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশ অনুমিত হয়।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য "হরগৌরী" নাম স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজকুমারদিগকে "ঠাকুর" আখ্যা প্রদান করেন। অদ্যাপি ত্রিপুর রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সেই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার নাম গোবিন্দদেব

* T Ryk Van Tipera.

ঠাকুর। তাঁহার অভিষেকের পর তিনি যে রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, তাহার নাম "নক্ষত্ররায়" বা "নক্ষত্র ঠাকুর"। তাঁহার তৃতীয় পুত্রের নাম জগন্নাথ ঠাকুর এবং চতুর্থ পুত্র রাজবল্লভ ঠাকুর। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের বাহুবলে মোগলগণ পরাজিত ও ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ এবং দুঃখী প্রজাগণকে বাসনানুরূপ ভূমি ও অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি তাম্রশাসন দ্বারা অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত কয়েকখণ্ড তাম্রশাসন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরিশিষ্টে তাম্র শাসনের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য "কল্যাণসাগর" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি কৈলারগড় দুর্গমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহবাহিনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা ভগবতী মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। ঐ প্রতিমার নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ ক্ষোদিত থাকায় কালী মূর্ত্তি বলিয়া

আখ্যাত হয়। * এই দেবীর সুদৃঢ় ইষ্টক মন্দির দুর্গমধ্যস্থিত উচ্চভূমিতে অবস্থিত। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ ক্ষোদিত লিপিতে আমরা "সং ১০৯৭" প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরবর্ত্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী উল্লেখ যোগ্য বটে। ইহার চতুষ্কোণ প্রাচীরের পরিসর চতুর্দ্দিকেই ৪ হস্ত এবং মধ্যস্থান ৪ হস্ত. সুতরাং উভয়ই, দৈর্ঘ্য ও পরিসর দ্বাদশহস্ত পরিমিত।

এই মন্দির নির্ম্মাতা যে যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দুর্গের পশ্চাৎভাগে অনন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার সম্মুখভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। দূরবীক্ষণ কিম্বা চক্ষু দ্বারা যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় তত্তাবৎ সমতলক্ষেত্র করতলস্থ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র হইতে এই মন্দির কিম্বা দুর্গ কিছুমাত্র লক্ষ্য হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে হুসন সাহেবকৃত বিজয়নদীর

* তদন্তে দুর্গমধ্যে চ স্থাপয়মাস কালিকাং ॥
সংস্কৃত রাজমালা।

তীরস্থিত যে সেনানিবাস ও গড়ের উল্লেখ করিয়াছি এই মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে অদ্যাপি তাহা বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মন্দিরের গাথুনি এরূপ সুদৃঢ় যে দূরস্থিত কামানের গোলাতে তাহা সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। মন্দিরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে তিনখানি ক্ষোদিত প্রস্তর লিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। উত্তর পার্শ্বের শিলালিপিতে যে কয়েকটি অক্ষর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। পূর্ব্বপার্শ্বের লিপিখণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপির অন্তভাগে কেবল "স ১০৯৭" অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। উক্ত দেবতার সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য পঞ্চদ্রোণ ভূমি দেবোত্তর প্রদান পূর্ব্বক কল্যাণ মাণিক্য "শাণ্ডিল্য" গোত্রজ বিশ্বনাথ শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি সেই দেবোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া দেবীর সেবা পূজা নির্ব্বাহ করিতেছেন। *

জেলা ত্রিপুরার মধ্যে ৪ খানা গ্রাম মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের নামানুসারে "কল্যাণপুর" আখ্যায় পরিচিত।

---

* বিশ্বনাথ শর্ম্মার ষষ্ঠ উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণ বিশ্বনাথের ষষ্ঠ ও সপ্তম উত্তর পুরুষ জীবিত আছেন।

সুলতান সুজার বাঙ্গালা শাসনকালে (১৫৮০ শকাব্দে) সুবে বাঙ্গালার যে সংশোধিত রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সরকার উদয়পুর সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় চরমাবস্থায় কল্যাণ মাণিক্য কিয়ৎপরিমাণে মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ গোবিন্দদেব ঠাকুর ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করেন। তিনিও কিয়ৎপরিমাণে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসন আরোহণে তৎকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ নিকট যে রাজমালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে,"সুলতান সুজার সাহায্যে উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া কুমার নক্ষত্র রায় গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।" গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতার অভিলাষ শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে হয় ভ্রাতৃশোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিতে হইবে, নতুবা সমরানলে স্বীয় প্রাণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অতএব বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমত রিয়াংদিগের বাসস্থানে এবং তদনন্তর চট্টগ্রামের পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নক্ষত্র রায় সুজার অধীনতা স্বীকার করত ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ পূর্ব্বক

সিংহাসন আরোহণ করেন।" কিন্তু নক্ষত্র রায়ের বংশধরগণ নিকট যে রাজমালা রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, "নক্ষত্র রায় ভীষণ যুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন।" এস্থলে কোন্ রাজমালার বর্ণনা সত্য, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইলেও ভারতের তদানীন্তন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া নক্ষত্ররায়ের বংশধরগণের নিকটে রক্ষিত রাজমালার উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।* ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ যে, নক্ষত্র ও জগন্নাথের বংশধরগণকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা বাহুবলে কিম্বা কৌশলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ সেই সকল মহাপুরুষের চরিত্র নিতান্ত বিকৃতভাবে ইতিহাসপটে চিত্রিত করিয়াছেন।

কুমার নক্ষত্র "ছত্রমাণিক্য" নামগ্রহণ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে ত্রিপুররাজ-দণ্ডধারণ করেন। ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে

* যে সময়ে স্থলতান স্বজার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি কিরূপে অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? সুতরাং নক্ষত্র রায় যে স্বীয় বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য।

তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার একটী রৌপ্য মুদ্রার প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায়—"শ্রীশ্রীহরগৌরী পদে মহারাজ শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটী সিংহ ও তাহার নিম্ন ভাগে "শকাব্দা ১৫৮২" ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাহার শাসনকালে ফরাসী দেশীয় দুইজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী ভারতের অন্তর্গত বিবিধস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহার নাম বর্ণিয়ার। দ্বিতীয় ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় সম্ভ্রান্ত (ব্যরণ) বংশীয় বণিক, তাঁহার নাম জন ব্যাপ্‌টিষ্টা টেবার্ণিয়ার। আমরা টেবার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে ত্রিপুরেশ্বর "মহারাজ ছত্রমাণিক্যের' নাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি। টেবার্ণিয়ার বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান নামক তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সহিত সংযুক্ত। টেবার্ণিয়ার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য হইতে স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সমুৎপন্ন স্বর্ণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। *

মহারাজ ছত্রমাণিক্য যৎকালে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, সেই সময় আর এক ভীষণ ভ্রাতৃবিরোধ দ্বারা সমগ্র ভারতভূমি নরশোনিতে রঞ্জিত হইতেছিল।

* Tavernier's Travels in India, p. 156.

মোগল সম্রাট সাহজাহানের দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ পিতার বর্ত্তমানেই পৈত্রিক ময়ূরাসন অধিকার করিবার জন্য সমগ্র ভারত ব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখক ও ফরাসী ভ্রমণকারীগণ উল্লিখিত যুদ্ধ বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সূজা বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একজন দয়ালু, প্রজা প্রিয় শাসন কর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। * তাঁহার মহিষী পরিভানুর অসাধারণ বুদ্ধি গৌরব ও অত্যুজ্জ্বল রূপরাশির খ্যাতি ইতিহাস পটে চিত্রিত রহিয়াছে। রাজ্ঞী পরিভানুর গুণ-গীতি দীর্ঘকাল বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইত। কিন্তু এক্ষণ সেই সকল গ্রাম্যগীতি বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আওরংজেব ও মুরাদবক্সের সম্মিলিত সৈন্যের বাহু বলে সোমনগরের (ফতেয়াবাদ) যুদ্ধে যেরূপ ধূর্ত্ত আওরংজেব দারার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আলাহাবাদের ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কিরগাঁর যুদ্ধে শঠচূড়ামণি আওরংজেব, তাঁহার পাপিষ্ঠ সেনাপতি মিরজুম্লার বুদ্ধিবলে, সুলতান সূজার রাজ-মুকুট লাভাশা চিরকালের তরে বিনাশ

* Dow's History of Hindostan. Vol. III. p 354.

করিতে সক্ষম হন। কিরগাঁর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরংজেবের সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া তিনি মুঙ্গের হইতে রাজমহলে এবং তথা হইতে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী তাঁড়া নগরে; * তদনন্তর তাঁড়া হইতে ঢাকা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আওরংজেবের সেনাপতি মিরজুম্লা ঢাকা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এই সংবাদ শ্রবণে সুলতান সুজা সার্দ্ধেক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ত্রিপুরা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আরাকানে গমন করেন। কিন্তু বর্ণিয়ার বলেন যে, সুজা অর্ণবপোতারোহণে ঢাকা হইতে আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। † মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মতে, সুলতান সুজা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া রাঙ্গামাটীয়ার (ত্রিপুরার) পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। ‡ আমাদের বিবেচনায় এস্থলে বর্ণিয়ারের বর্ণনা অপেক্ষা মুসলমানদিগের লিখিত বৃত্তান্ত সমধিক প্রত্যয়োপযোগী। সুজা ত্রিপুরা পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ

* এই তাঁড়াকে ইংরেজ লেখকগণ Tauda এবং বাঙ্গালী লেখকগণ তণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছেন।

† Bernier's Travels in the Mogul Empire, Vol. I., p. 120.

‡ Dow's History of Hindostan, Vol. III., p. 348.

করিয়া সম্রাট আওরংজেব ত্রিপুরেশ্বর সমক্ষে বন্ধুভাবে একখণ্ড পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে মোগল সম্রাট ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন যে, ত্রিপুরেশ্বর বন্ধুর ন্যায় আমার শত্রুকে স্বীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবেন এবং তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার শত্রু সুজাকে ধৃত করিয়া স্বীয় সৈন্য দ্বারা মুঙ্গেরের দুর্গে প্রেরণ করিলে নিতান্ত উপকৃত হইব। কিন্তু এই পত্র ত্রিপুরায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সুলতান সুজা আরাকানে উপনীত হইয়াছিলেন।

সিংহাসন চ্যুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন।* সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটী হইতে পর্ব্বত

* গোবিন্দ মাণিক্যের বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কমিশনর লেউইন সাহেব লিখিয়াছেন :—Far in the Jungles on the banks of the Myanee, an affluence of the Kassalong River, are found tanks, fruit-trees, and the remains of masonry building,—evidence that at some bygone period, the land here was cultivated and inhabited by men of the plains. Tradition attributes this ruins to a former Raja of Hill Tipperah who, it is said, was driven from that part of the country.

Lewin's Hill Tracts of Chittagong, page 6.

শ্রেণী অতিক্রম করত গোবিন্দ মাণিক্যের বাসভবনে উপনীত হন। * গোবিন্দ মাণিক্য সুজাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এবং তিনি তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় ব্যবহার্য্য বহুমূল্য "নিমচা" তরবারি ও একটি হীরকাঙ্গুরীয় গোবিন্দ মাণিক্যকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগা সুজা আরকানপতি "সন্দ সু-ধর্ম্মের" আবাসে উপনীত হইলে রাজা সুজা-পুত্রীরূপে বিমোহিত হইলেন। তিনি জনৈক অনুচর দ্বারা সুজার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা নিতান্ত ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। সুজার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর জানিয়া রাজা সন্দ সু-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন যে, সুজা কৌশলক্রমে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করিতে আসিয়াছেন, আশু তাঁহার প্রাণ বধ করা কর্ত্তব্য। বিনাযুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সুতরাং সুজাকে নৌকায় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করা হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী পরিভানু ও কন্যাদ্বয় আত্মহত্যা দ্বারা পামরের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সুজার তৃতীয়

* মতান্তরে আরাকানের রাজসভায় গোবিন্দ মাণিক্যের সহিত সুজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কন্যা মগরাজ অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণিয়ারের লেখা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুজা মৃত্যুকালে ও স্বীয় বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া বীরের ন্যায় শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। যে পর্য্যন্ত তাহার অসি ধারণ ক্ষমতা তিরোহিত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত মগেরা তাহার নখাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুজা আরকানরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া তথায় সুখে বাস করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় শ্বশুরকে গোপনে বিনষ্ট করিয়া রাজ সিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আরকান রাজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সুজাকে বধ করেন।

রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ ছত্রমাণিক্য "ছত্রসাগর" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। এখন সেই দীর্ঘিকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাঁহার নাম অনুসারে "ছত্রচূড়া" (ছাত্তাচূড়া) নামে পরিচিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী "ছত্রেরখীল" ও চান্দিনা থানার অন্তর্গত "ছত্রেরকোট" ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিবিসনের অন্তর্গত ছত্রপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের নামকরণ যে তাঁহার নামানুসারে হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ বিখ্যাত

ত্রিপুর নৃপতি, রাজ্ঞী কিম্বা রাজপুত্র দিগের নামানুসারে বিবিধ-স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

গোবিন্দ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ রামদেব ঠাকুর ছত্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী আমতলী গ্রামে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তুমুল সংগ্রামে যুবরাজ রামদেব ঠাকুর পরাজিত হন।

সম্ভবতঃ ৬ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ছত্রমাণিক্য পরলোক গমন করেন। গোবিন্দ মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ছত্র মাণিক্যের পুত্র কুমার উৎসব রায় কাদবা, আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দ মাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল বিশেষরূপে আবাদ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গোমতীর জলপ্লাবনে তত্তীরস্থ শস্য ক্ষেত্র সর্ব্বদা বিনষ্ট হইত। তিনি "গাং আইল" নামক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া শস্যক্ষেত্র রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। "গোবিন্দপুর নামে" ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহার অধিকাংশই মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময় সংস্থাপিত হয়। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য তাম্র শাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ দিগকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি

দান করিয়াছিলেন। আমরা তাহার অনেকগুলি তাম্র শাসন দর্শন করিয়াছি। তাম্র শাসন গুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। দুই খণ্ড তাম্র শাসনের পাঠ পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইবে।*

চন্দ্রনাথের শিবমন্দির গোবিন্দ মাণিক্যের একটী প্রধান কীৰ্ত্তি। তাঁহার অনুমত্যানুসারে উজির বিশ্বাস নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস তাহা নির্ম্মাণ করেন। ভূমিকম্প দ্বারা সেই মন্দির বিচূর্ণ হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে সমাহিত হইয়াছে।

কসবা থানার অধীন জাজীয়াড়া গ্রামে তাঁহার মহিষী গুণবতী দেবী যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "গুণসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ দীঘি থানার অধীন বাতিসা গ্রামে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন তিনি আরও অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ ১০৭৯ ত্রিপু-রাব্দে গোবিন্দ মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজমালা লেখক বলেন, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য সুজার নিমচা তরবারী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। গোমতী নদীর তীরে কুমিল্লা নগরীতে "সুজা মসজিদ" নামক একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ মসজিদ অদ্যাপি

* উক্ত তাম্র শাসন সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য সেই স্থলে প্রকাশ করা হইবে।

দৃষ্ট হইয়াথাকে। এই মসজিদ সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় :—(১) সুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া বিজয় বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (২)—মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিমচা তরবারী ও হীরকাঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অপেক্ষা প্রথমোক্ত প্রবাদ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তর ফলক সংযুক্ত ছিল। জনৈক প্রাচীন মুসলমান নিকট আমরা এরূপ শ্রুত হইয়াছি যে, অর্দ্ধ শতাব্দী কিম্বা ততোধিক কাল পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ সরকারী জনৈক দেওয়ান "ওয়াকৃফ" সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গোপনে সেই প্রস্তর ফলকখানা উৎপাটন করিয়া গোমতীজলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুমিল্লার অন্তর্গত "সুজানগর" নামক পল্লী সেই মসজিদের "ওয়াকৃফ" সম্পত্তি বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।

গোবিন্দ মাণিক্য যৎকালে ছত্রমাণিক্য দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, তৎকালে তাঁহার মহিষীকে লইয়া উজির বিশ্বাস নারায়ণ বগাসাইর পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামবাসী "কুণ্ড" দিগের বাসভবনে লুক্কায়িত ছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করিয়া কুণ্ডদিগকে

"চৌধুরী" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সেই পদের বৃত্তিস্বরূপ "নানকার" প্রদান করিয়াছিলেন।

কল্যাণমাণিক্যের পুত্রগণ মধ্যে গোবিন্দ মাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুর একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। যাঁহারা কুমিল্লা হইতে স্থল পথে চট্টগ্রামে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সেই রাজপুত্রের অমর কীর্ত্তি "জগন্নাথ দীঘি" দর্শন করিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ কিঞ্চিদূন এক মাইল। কল্যাণ মাণিক্যের চতুর্থ পুত্রের নাম রাজবল্লভ ঠাকুর।

গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রামদেব ঠাকুর ১০৮০ ত্রিপুরাব্দ "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন। তিনি মাইজখাড় গ্রামে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি "রামসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মহারাজ রাম মাণিক্য একজন শ্যালকভক্ত নরপতি ছিলেন, এজন্য তিনি প্রথমতঃ স্বীয় শ্যালক বলিভীম নারায়ণকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করেন। তৎপর ক্রমে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেব ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে এবং "বড়ঠাকুর" নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জয়দেব ঠাকুরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ রাম মাণিক্য নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শী

নরপতি ছিলেন। প্রথমতঃ স্বীয় শ্যালককে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করা, দ্বিতীয়তঃ "বড়ঠাকুরী" পদ সৃষ্টি করিয়া রাজ পরিবার মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ বপন করা নিতান্তই নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইয়াছিল। শ্যালককে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা জগতের ইতিহাসে একটী নূতন দৃষ্টান্ত বটে।

রাজ পরিবার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মহারাজ রাম মাণিক্য কে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য বাঙ্গালার মোগল শাসন কর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যুবরাজ রত্নদেব এবং বড় ঠাকুর দুর্জ্জয় দেবব্যতীত ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি নামক আর দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া রাম মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

জিলা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে রামপুর নামে ৩৮ খানা ও রামনগর নামক ১৭ খানা গ্রাম বর্ত্তমান আছে। ইহার অধিকাংশ গ্রামের নাম করণ যে মহারাজা রাম মাণিক্যের নাম অনুসরে হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পিতার মৃত্যুর পর মহারাজ রত্ন মাণিক্য (দ্বিতীয়) ১০৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র ছিল।

সেই সুযোগে তাঁহার পিতৃব্য নরেন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া রাজ দণ্ডধারণ করেন। কিন্তু অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কাল কবলিত হন। তদনন্তর ১০৯৪ ত্রিপুরাব্দে রত্ন মাণিক্য পুনর্ব্বার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার চারিজন যুবরাজ ছিল। তিনি স্বীয় মাতুল বলিভীম নারায়ণকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বীয় অনুজ দুর্জ্জয় দেবকে এবং তদনন্তর রাজ বংশজ গৌরীচরণ ও চম্পক রায়কে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্বীয় দ্বিতীয় অনুজ চন্দ্রমণিকে বড় ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রত্ন মাণিক্য এবং তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ দুর্জ্জয় দেব ও বড় ঠাকুর চন্দ্রমণি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় বয়োপ্রাপ্ত যুবরাজ বলিভীম নারায়ণ, গৌরীচরণ, ও চম্পক রায় রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে এক এক প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। নূরনগর পরগণা ও তৎসন্নিহিত স্থানের শাসন ভার যুবরাজ চম্পক রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। চম্পক রায়ের মোহরাঙ্কিত সনন্দ নূরনগরের তালুকদার বর্গের নিকট সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।*

মহারাজ রত্ন মাণিক্য বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নূরনগরের "জমিদার ও তালুকদার" প্রভৃতির প্রতি ১১০০ ত্রিপুরাব্দের ১১ই বৈশাখে

* এরূপ অনেকগুলি সনন্দ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি।

এক খণ্ড ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহার এক খণ্ড নিতান্ত জীর্ণ অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার প্রতিলিপি পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। এই ঘোষণা পত্রের শীর্ষদেশে ভগবান নারায়ণের মূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি রমণী মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। সনন্দ সমূহের শীর্ষভাগে কোন দেব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ কিম্বা চিত্রিত করার প্রথা ভারতে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। কোন কোন প্রাচীন তাম্র শাসনের শীর্ষভাগে ভগবতী মূর্ত্তি কিম্বা গরুড় বাহন নারায়ণ মূর্ত্তি অথবা অন্য কোন দেবমূর্ত্তি চিত্রিত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। *

* গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের মুদ্রার শীর্ষদেশে কেবল গরুড় মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। (J. A. S. B., Vol. LVIII. Part I. plate VI.) মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের মুদ্রার শীর্ষদেশে মহাদেবের প্রিয় বাহন "বৃষভ" মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। (C. I. I. Vol. III. p. 231). নেপালের শৈব নরপতিগণের ক্ষোদিত লিপি সমূহের শীর্ষে "বৃষভ" মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। (Inscriptions' From Nepal. Nos. 7, 12.) কোন কোন ক্ষোদিত লিপিতে ভগবান নারায়ণের আদি অবতার "মৎস্য" মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। (Inscriptions from Nepal. No. 9) গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসনের শিরোভাগে ভগবতী মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এবম্প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মহারাজ রত্নমাণিক্য স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। মেজর ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "যদিচ ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণপূর্ব্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করিতেছিলেন। ১৭০৭-৮ খৃষ্টাব্দে (১১১৮ ত্রিপুরাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর নবাব মুরসিদকুলী খাঁর প্রবল বিক্রম কাহিনী শ্রবণে তাঁহাকে গজ ও গজদন্ত প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন। তদ্বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরেশ্বরকে "খেলাত" প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ত্রিপুরাপতি নবাবকে যেরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন নবাব ও তদ্রূপ তাঁহাকে "খেলাত" প্রদান করিতেন। *

মহারাজ রত্নমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বদিকে "সতর রতন" নামক এক প্রকাণ্ড ও অতি উচ্চ দেব মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি ১২৫টি বিবাহ করেন, কিন্তু তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। ১১২২ ত্রিপুরাব্দে কুমার ঘনশ্যাম রত্নমাণিক্যকে বধ করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যাভিষেক কালে ঘনশ্যাম "মহেন্দ্রমাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিদূন দুই বৎসর

* Stewart's History of Bengal. page 233.

মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য কাল কবলিত হন। *

ত্রিপুরা রাজ্য ও জেলা ত্রিপুরার মধ্যে ১২ খানা গ্রাম রতননগর ও রতনপুর নামে পরিচিত। এই সকল গ্রামের নামাকরণের সহিত অবশ্যই মহারাজ রত্ন মাণিক্যের কোন রূপ সংশ্রব আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

১১২৪ ত্রিপুরাব্দে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ দুর্জ্জয়দেব "ধর্ম্ম মাণিক্য" (দ্বিতীয়) নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ধর্ম্ম মাণিক্যকে পরাজিত করিয়াপর্ব্বতের উপত্যকস্থ সমতলক্ষেত্রঅধিকার পূর্ব্বক তাহাতে মোগলবংশীয় জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলগণ দীর্ঘকাল এই সুবিধা ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করত ধর্ম্ম মাণিক্য অধিকাংশ

* মহেন্দ্র মাণিক্যের গুণানুবাদমূলক ৫টি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা তাঁহার সমসাময়িক কোন কবির রচনা। পরিশিষ্টে সানুবাদ সেই সকল শ্লোক মুদ্রিত হইবে। কবি, মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্যকে দানে কল্পতরু, সৌন্দর্য্যে কন্দর্প, পাণ্ডিত্যে সুরগুরু বৃহস্পতি অথবা মহাদেব, কীর্ত্তিতে নারায়ণ এবং কুবের সদৃশ ধনবান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মোগল জমিদারকে দূরীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরাপতির সহিত যে সন্ধি করেন, সেই সন্ধিদ্বারা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য কেবল নুরনগর পরগণার জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে, নুরনগরের তালুকদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নবাব যে জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই মহারাজের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারি স্বরূপ সেই পরগণা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু মোগল সম্রাট স্বয়ং নুরনগরের বার্ষিক রাজস্ব উক্ত টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন।*

অমরমাণিক্যের শাসনকালে "ভুলোয়া" রাজবংশজ রাম রতন (সুর) রায় মেহেরকুল পরগণার অধীন দুর্গাপুরগ্রামে উপনিবিষ্ট হন। সেই রামরতনের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামবল্লভ

* The son of Ram Manik Raja zeminder of Tipperah for a while appears to have been wholly shaken off the Mogul Yoke virtually, being only liable to a nominal tribute of 25000 rupees for the perganah of Noornagar, which at the same time. was entirely remitted to himself, in the form of a military Jaigeer from the court of Delhi.

Grant's View of the Revenues of Bengal.
(Fifth Report. page 395—96.)

রায়কে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য "চৌধুরাই" নানকার প্রদান করেন। *

১১৩২ ত্রিপুরাব্দে (১৭২২ খৃষ্টাব্দে) নবাব মুরশিদকুলি খাঁ "জমা কামেল তুমারি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত স্থান সমূহের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে ইহার দশ বৎসর অন্তে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ভুক্ত হইয়াছিল।

১১৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর বলদাখালের জমিদার আকা সাদেকের † সাহায্যে ঢাকা নেয়াবতের সুবিখ্যাত দেওয়ান মির

* রামবল্লভ চৌধুরীর প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত পীতাম্বর চৌধুরী অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রদত্ত রামবল্লভ চৌধুরীর নামীয় ১১৩১ ত্রিপুরাব্দের ১৫ ফাল্গুনের (১৭২২ খৃষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি) ২ খণ্ড সনন্দ এবং তাঁহাদের একখণ্ড সুদীর্ঘ বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। রাম রতনের জ্যেষ্ঠ সন্তানের অধস্তন শাখার অষ্টম, নবম ও দশম পুরুষ এক্ষণ জীবিত আছেন। এই সম্ভ্রান্ত বংশের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

† আকা সাদেকের বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি খুল্লাগ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার নাম অনুসারে মেঘনাদের তীরবর্ত্তী একটি স্থান "আকা নগর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

হবিবের সহিত সম্মিলিত হন। মির হবিব ত্রিপুরা বিজয়ের উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিয়া স্বীয় প্রভু বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা "নবাব মতিমনউল্ মুল্ক, শূজা অল্মিম মাহাম্মদ খাঁ সুজাঅদ্দৌল্লা, আসাদ জং বাহাদুর" সংক্ষেপে সুজাউদ্দিনের * অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া জগৎরাম ঠাকুরের সাহায্যে ত্রিপুরায় উপনীত হন। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত মির হবিবের যুদ্ধ হয়। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের উজির কমল নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস সেই যুদ্ধে নিহত হন। † ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির হবিব জগৎরাম ঠাকুরকে "রাজা জগৎমাণিক্য" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজা

* রাজমালা গ্রন্থে কেবল নবাব "সুজা খাঁ" মাত্র লিখিত আছে।

† মির হবিব কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ঘোলনল গ্রামস্থিত কমল নারায়ণের বাস ভবন লুণ্ঠণ ও অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। কমল নারায়ণের বাটীর পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ পুষ্করিণী দ্বারা অদ্যাপি তাঁহার নাম সেই স্থানে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ঘোলনল ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণ অদ্যাপি তাহাকে "কমল নারায়ণের পুকুর" বলিয়া থাকে। উল্লেখিত দুর্ঘটনার পর কমলনারায়ণের দুইটি পুত্র পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরগণে নুরনগরের অন্তর্গত মাইজখাড় গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র সমতলক্ষেত্র জগৎমাণিক্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রকে "চাকলে রোশনাবাদ" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক বার্ষিক ৯২৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য পূর্ব্বক জগৎমাণিক্যকে জমিদারি স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন * কিন্তু উক্ত রাজস্ব

* তদাসীৎ ত্রৈপুরেরাজা ধর্ম্মমাণিক্য নামকঃ।
মহাবল মদোন্মত্ত দিল্লীশে ন দদৌ করং।
ততঃ শুজাখ্য যবনো দিল্লীশপ্রতি রূপকঃ।
জগন্মাণিক্য ভূপাল সসৈন্যৈ সহ সৈনিকৈঃ।
মহাবল পরাক্রান্তৈ স্ত্রৈপুরে সংন্যয়োজয়ৎ।
জগন্মাণিক্য ভূপাল ত্রৈপুরে সমুপস্থিতঃ।
অতীব তুমুলং কৃত্বা ধর্ম্মমাণিক্য ভূপতিঃ।
পরাজিত্যা ভবদ্রাজা ত্রৈপুরেশ মহাবলঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

A nephew of the Raja of Tipperah, having displeased his uncle, was banished the country. The youth took refuge with a Mohamedan Zemindar, named Aka Sadik, and entreated him to assist him in recovering the share of his inheritance. The Zemindar being intimately acquainted with Meer Hubbeeb, recommended the cause of the young man to him: and pointed out the favourable opportunity it offered of subjecting Tipperah to the Mohamedan arms.

মধ্যে পরগণে নুরনগরের বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০ টাকা দিল্লীর সম্রাটের পূর্ব্ব আদেশমত সামরিক জায়গীর এবং হস্তীধৃত করিবার খরচ বাবত ২০০০০ টাকা মোট ৪৫০০০ টাকা বাদে ৪৭৯৯৩ টাকা আদায়ী রাজস্ব নির্ণীত হয়। রাজা জগৎ মাণিক্যকে রক্ষা করিবার জন্য কুমিল্লা নগরে একদল মোগল সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। আকা সাদেক তৎকালে "ত্রিপুরার ফৌজদারের" পদে নিযুক্ত হন।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মির হবিব দ্বারা এইরূপ লাঞ্ছিত

Meer Hubbeeb, having represented the circumstances to his master, obtained permission to proceed with all the troops that were then in the vicinity of Dacca, to effect the object. The Mogul troops crossed the Burmapooter, and entered Tipperah before the Raja was aware of their intentions; and having the young man with them whose cause they espoused, he pointed out to them the road by which they should advance. Aided by such a guide, they reached the capital before the Raja could make any preparation to oppose them: he was obliged to flee to the mountains; and the nephew was raised to the Raj, upon condition of paying a large portion of the revenue to the Governor of Bengal.

(Stewart's History of Bengal. pp. 266, 267.

হইয়া মুরসিদাবাদে গমন করেন। তথায় তদনীন্তন জগৎ শেঠের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। শেঠের সাহায্যে মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য নবাব সুজাউদ্দিনকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। নবাব কেবল চাকলে রোশনাবাদের বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব অবধারণ পূর্ব্বক জমিদারী স্বরূপ তাহা ধর্ম্ম মাণিক্যকে অর্পণ করিবার জন্য ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রচার করেন; তদনুসারে মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের জন্য বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হন। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ, আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, স্মরণাতীত কাল হইতে যে ত্রিপুরা স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিতেছিলেন; অদ্য তাহা মোগলদিগের পদানত হইল। * কিন্তু আমাদের হর্ষ-বিষাদের কারণ এই যে, তৎকালে পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও "পার্ব্বত্য ত্রিপুরা"কে "স্বাধীন ত্রিপুরা" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

---

* The province of Tippera, which from time immemorial had been an independent kingdom, became annexted to the Mogul Empire.

Stewart's History of Bengal. p. 267.

মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য যৎকালে মুসলমানদিগের সহিত আহবে লিপ্ত ছিলেন। সেই সময় মিতাই-(মণিপুর)-পতি পামহেইবা (করিমনওয়াজ) ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তপ্রদেশরক্ষক সৈন্যদল আক্রমণ ও জয় করিয়া মিতাই রাজ্যের সীমারেখা দক্ষিণদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। সামান্য কতকগুলি ত্রিপুরা সৈন্য জয় করিয়া মিতাইগণ এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহারা পামহেইবাকে "তাখেলঙাম্বা" (বা ত্রিপুরা জয়ী) উপাধিতে বিভূষিত করিতে ক্রটী করেন নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মণিপুরিগণ একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "তখেলংনম্বা" অর্থাৎ ত্রিপুরা বিজয়।

চরমাবস্থায় ধর্ম্ম মাণিক্য নিতান্ত বিমর্ষভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত দুর্ঘটনার পর তিনি অধিককাল জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নানা প্রকার ধর্ম্ম ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাণ করিতে ক্রটী করেন নাই। নিষ্কর ভূমির যে সকল কাগজের লিখিত প্রাচীন সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহার অধিকাংশই মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের অনুশাসন পত্র। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা চন্দ্রমণি ফৌজদারের সাহায্যে "মুকুন্দ মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক

সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজমালা গ্রন্থের মতে ১১৪১ ত্রিপুরাব্দে মুকুন্দ মাণিক্য রাজ দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ১১৪৩ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্বে মুকুন্দমাণিক্যের অভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই।

তৎকালে চাকলে রোশনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ৭৮৩০৫ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সামারিক জায়গীর ও হস্তীধৃত করিবার খরচ ২০০০০ টাকা মোট ৪৫০০০ হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩৩৩০৫ টাকা নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে প্রতিভূ স্বরূপ * মুরশিদাবাদের দরবারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হাজি মুনসম নামক জনৈক মুসলমান ত্রিপুরার ফৌজদারের কার্য্যে নিযুক্তছিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত একটি তালুকের মকররী সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। তৎ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। †

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র "বুধা" রুদ্রমণি ঠাকুরকে মুকুন্দমাণিক্য হস্তী ধরিবার

* Hostage.

† সেই তালুক উজির কমল নারায়ণের পুত্র মায়ারামকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

জন্ত মতিয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। রুদ্রমণি তথায় বুচর নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন পরাক্রমশালী পার্ব্বত্য সরদারের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মুকুন্দ মাণিক্যকে লিখিলেন,—"ত্রিপুরাবাসিগণ যবনদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করে না। মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা সশস্ত্রে উপস্থিত হইয়া ফৌজদার হাজি মুনসম ও তাহার অনুচরগণকে বধ করিবে।" মুকুন্দ মাণিক্য পত্র পাইয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং রুদ্রমণিকে লিখিলেন, এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; কারণ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরশিদাবাদে প্রতিভূ স্বরূপ রহিয়াছেন; ফৌজদারের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, নবাব তৎপ্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করিবেন। রুদ্রমণি ঐ পত্র পাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না; পুনর্ব্বার মুকুন্দ মাণিক্যকে লিখিলেন, "মহারাজ আমাদিগকে অবিলম্বে অনুমতি পাঠাইবেন, তাহা হইলেই আমরা ফৌজদারের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিব।" কিন্তু মুকুন্দ মাণিক্য কোনমতেই মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রুদ্রমণি ঠাকুরের লিখিত পত্র ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা মুকুন্দমাণিক্যের অনুকম্পায় যে পাপাত্মা হাজিমুনসমের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তিনি একবারও তাহা মনে করিলেন না। অধিকন্তু মহারাজকে বলিলেন, আপনি এ বিষয়

সংলিপ্ত আছেন, নতুবা আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিরা কখনও এমত অন্যায় কার্য্যে উদ্যোগী হইতে পারেন না। আপনাকে সবংশে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তৎপরে হাজি মুনসম মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য এবং তৎপুত্রগণ ভদ্রমণি, কৃষ্ণমণি ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধরকে বন্দী করিলেন। রুদ্রমণি ঠাকুর এই সংবাদ শ্রবণে বুচরনারায়ণের সহিত সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি সৈন্য দ্বারা উদয়পুর বেষ্টন করিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য যবন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৎকারার্থ চিতা প্রস্তুত হইল। তদীয় রাজ্ঞী সহমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন সরদার বুচরনারায়ণ মহারাণীকে তাঁহার কয়েকটী প্রার্থনা শ্রবণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল স্থিরভাবে থাকিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। বুচরনারায়ণ তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনের অধিকারী নির্ণয় করিতে প্রার্থনা করেন। রাজ্ঞী স্বীয় পুত্র পাঁচকড়ি এবং তদভাবে যুবরাজ গঙ্গাধরকে সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করেন। বুচরনারায়ণ "তাঁহারা দূরে আছেন বলিয়া, রুদ্রমণি ঠাকুরকে মনোনীত করিতে বলেন।" রাজ্ঞী তৎশ্রবণে সক্রোধে উত্তর করিলেন, আমার পুত্রগণের, কি ভাশুর পুত্রের

জীবিতাবস্থায় রুদ্রমণি রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না; এবং আমি তাহাকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেও পারি না। তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ কর। জগদীশ্বর আছেন। এই বলিয়াই রাজ্ঞী প্রজ্জলিত অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের মৃত্যুর পর হইতে, ব্রিটীশ পতাকা উড্ডীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি বৎসর ত্রিপুরায় যেরূপ গণ্ডগোল চলিয়াছিল, তদ্দ্বারা তদানীন্তন ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়াছে। যখন কোন প্রাচীন রাজ্য বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাড়ায় ত্রিপুরার তদানীন্তন অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। রাজবংশীয়-গণ অনেকেই রাজদণ্ড ধারণ করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছি-লেন; কিন্তু সেই দণ্ডধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। প্রোক্ত বিংশতি বৎসর মধ্যে যে সকল নরপতি ত্রিপুর-রাজ-দণ্ডধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র মহারাজ জয়মাণিক্যের নৃপজনোচিত ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্দ্দান্ত মোগল পরাক্রমে তাঁহার সেই বিকাশোন্মুখ ক্ষমতা নিষ্পিষ্ট হইয়া ত্রিপুরা বিনাশের

পথে ধাবিত হইল। আমরা যথাসাধ্য এই সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে কি না তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে।*

সম্ভবতঃ ১১৪৭ কিম্বা ৪৮ ত্রিপুরাব্দে রুদ্রমণি ঠাকুর "জয় মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। ফৌজদার হাজি মুনসম তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত প্রাণ রক্ষার

---

* একখণ্ড প্রাচীন লেখ্যপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"তুমার ওয়াশীলাত রূপেয়া পরগণে সাবেক রতননগর মোতালকে সরকার রোশনাবাদ। ওয়াদেদারী শ্রীযুক্ত রাজা জগৎমাণিক্য। এতমাম শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সীকদার। তহসীল তহবীল শ্রীজমিদারাণ। ইপ্তাদায় মাহে আষাঢ় লাগায়তে বৈশাখ।

শ্রীজমিদারাণ মহাল্লদ মোওয়াজ
শ্রীতালুকদারাণ।

মং ৩৯৪৭

* * * * *
* * * * *

ইতিসন ১১৪৫ বাঙ্গালা ১১৪৭ পরগণা।—

ইহার অর্থ কি? রাজা জগৎমাণিক্য কাহার দ্বারা পরগণে সাবেক রতননগরের তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। "১১৪৭ পরগণা" ইহা অব্দের পরিচায়ক, কিন্তু ইহা বঙ্গাব্দ কি ত্রিপুরাব্দ নহে?

উপায়ান্তর অদর্শনে পত্রদ্বারা মহারাজ জয়মাণিক্যের সমীপে বিনীতভাবে মুক্তির প্রার্থনা করেন। মহারাজ জয়মাণিক্য তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে সদয় হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফৌজদার ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিলে, মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্রগণ ও ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর পলায়ন পূর্ব্বক ঢাকানগরে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ জয়মাণিক্য মেহেরকুল নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই পরগণার নাম "জয়নগর" রাখিয়াছিলেন।*

মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র কুমার পাঁচকড়ি ঠাকুর নবাবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মুরশিদাবাদ হইতে ত্রিপুরায় আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে স্বীয় অনুজ কৃষ্ণমণির পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। পিতৃ-বিয়োগ ও রাজ্য নাশ প্রভৃতি দুঃখজনক সংবাদ শ্রবণে তিনি পুনর্ব্বার মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নবাবকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন। তৎশ্রবণে নবাব তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ জন্য সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সাহায্য করণার্থ কারণ ঢাকার নায়েব নাজিমের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। হতভাগা পাঁচকড়ি রাজ্য লোভে নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুরার প্রকৃত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।

* জয়মাণিক্যের ১১৫৪ ত্রিপুরার ১ চৈত্রের সনন্দ দ্রষ্টব্য।

পাঁচকড়ি ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া নবাব প্রদত্ত সৈন্যের সাহায্যে জয়মাণিক্যকে জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি উদয়পুরে গমন করিয়া "ইন্দ্রমাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ১১৪৯ ত্রিপুরাব্দে ইন্দ্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসন চ্যুত মহারাজ জয়মাণিক্য প্রায় ৬ মাস কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ১৪০০ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ত্রিপুরার প্রজাবর্গকে সেই সেনাদলের অঙ্গ পুষ্টি করিবার জন্য আহ্বান করেন। মেহেরকুলের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী হরিনারায়ণ চৌধুরী * এবং অন্যান্য কতকগুলি ভূম্যধিকারী মহারাজ

* মেহেরকুলের ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে এই সময় বিজয়পুরের চৌধুরীগণই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। হরিনারায়ণ চৌধুরীর পিতা কায়েস্থ বংশীয় মধুসূদন দেব পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগমন পূর্ব্বক বিজয়পুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দর্প নারায়ণদেব প্রথমতঃ "চৌধুরী" উপাধি এবং সেই উপাধির বৃত্তি স্বরূপ "চৌধুরাই নানকার" প্রাপ্ত হন। দর্পনারণের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হরিনারায়ণ চৌধুরী প্রবল হইয়া উঠেন। চৌধুরী বংশীয়দিগের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ দ্বারা বিজয়পুর পূর্ণ রহিয়াছে। বৃহৎ দীর্ঘিকাগুলি, ভগ্ন ও অর্দ্ধ ভগ্ন দেবমন্দির সকল তাঁহাদের অতীত গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। দর্পনারায়ণ, হরিনারায়ণ চৌধুরী ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবর্গের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উত্তর পুরুষগণ কথঞ্চিৎ রূপ জীবিকা নির্ব্বাহ

জয়মাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করেন। নুরনগরের তালুকদার গণ প্রায় সকলেই ইন্দ্রমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। জয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের মধ্যে অনন্ত কলহের স্রোত প্রবাহিত হইল। ইন্দ্রমাণিক্যের আধিপত্য যেরূপ ত্রিপুরার উত্তরাংশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, জয় মাণিক্যের আধিপত্য তদ্রূপ দক্ষিণভাগে সুদৃঢ় হইল। তদনন্তর জয় মাণিক্য যেরূপ উত্তর ত্রিপুরাবাসী কোন কোন ব্যক্তিকে নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক হস্তগত করিতে যত্নবান হইলেন, ইন্দ্রমাণিক্যও তদ্রূপ দক্ষিণ ত্রিপুরার অনেক ব্যক্তিকে নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক স্বদল ভুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। * ক্রমে জয় মাণিক্য বলবান ও ইন্দ্রমাণিক্য দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সমর ক্ষেত্রে বারং-বার পরাজিত হইয়া ইন্দ্রমাণিক্য নবাবের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। †

করিয়া, তাঁহাদের পিতৃ পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের শ্মশান ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন।

* ধর্ম্ম মাণিক্যের মৃত উজির কমল নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমল নয়ণবিশ্বাসকে দক্ষিণশিক পরগণা মধ্যে নিষ্কর প্রদানের ইহাই প্রধান কারণ।

† Then a war took place with Joy Manikya, The said Indra Manikya not being able to compete with Joy Manikya, again informed the Nobab.

Deposition of Ramratan Dewan. Dated 30*th* Sept. 1806. Before the Provincial Court of Dacca.

মহারাজ জয়মাণিক্য উৎকোচ দ্বারা ঢাকার নায়েব নাজিমকে বশীভূত করেন। নায়েব নাজিম ইন্দ্রমাণিক্যকে অবশিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য ধৃত করিয়া, ঢাকার কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সুযোগে জয়মাণিক্য সমগ্র ত্রিপুরা অধিকার করিলেন। ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর সেই সময় ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। তিনি উৎকোচ দ্বারা নায়েব নাজিমকে বশীভূত করায়, তিনি তাঁহাকে ত্রিপুরার সিংহাসনে স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নায়েব নাজিম গঙ্গাধরের সহিত মহাম্মদ রফি নামক জনৈক অশ্বারোহী সেনাপতিকে একদল সৈন্যের সহিত ত্রিপুরায় প্রেরণ করিলেন। কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গাধর "উদয় মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ দণ্ডধারণ করিলেন। তিনি অল্পকাল মাত্র রাজ্য সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জয়মাণিক্য ঢাকা নিবাসী জগৎমাণিক্যকে লিখিলেন, যদি তিনি উৎকোচ দ্বারা ঢাকার শাসন কর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া তাহার নামে সনন্দ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা নরহরিকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

জয়মাণিক্যের পত্রানুসারে জগৎমাণিক্য ঢাকার শাসন কর্ত্তাকে উৎকোচ দ্বারা হস্তগত করিলেন। নায়েব নাজিম সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার প্রকৃত অধিপতি

বলিয়া স্বীকার করিলেন। জয়মাণিক্য স্বীয় বাহুবলে উদয়-মাণিক্যকে দূর করিয়া সমগ্র ত্রিপুরা অধিকার করিতে যত্ন-বান্ হইলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে জগৎমাণিক্যের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিলেন।

সুবিখ্যাত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া স্বীয় জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত করেন। হোসেন কুলি খাঁ তাঁহার সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জয়মাণিক্যের কৌশলে ইন্দ্রমাণিক্য ঢাকায় অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে হোসন কুলি খাঁর সহিত ইন্দ্রমাণিক্যের সদ্ভাব জন্মিল। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তৎপাঠে নবাব হোসন কুলি খাঁকে সসৈন্যে ত্রিপুরার উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইতে আদেশ করেন। নবাবের অনুমতিমতে হোসন কুলি খাঁ ইন্দ্রমাণিক্যকে বিমুক্ত করিয়া চতুর্দ্দশসহস্র সৈন্যসহ কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জয়মাণিক্য গিরি শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রমাণিক্য নবাব প্রদত্ত সৈন্যের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জয়মাণিক্যকে অবরুদ্ধ করিয়া কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হন। হোসেন কুলি খাঁ জয়মাণিক্যকে লইয়া ঢাকায় গমন করেন। নবাবের অনুমতি মতে

জয়মাণিক্যকে পশ্চাৎ মুরশিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইন্দ্রমাণিক্য কিছুকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

হোসেন কুলি খাঁর পরামর্শ অনুসারে ইন্দ্রমাণিক্য মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে জনৈক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রতিনিধি হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, নবাবের প্রিয় পাত্র হাজি হুসনের সহিত জয়মাণিক্যের বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছে। হাজি হুসন পুনর্ব্বার জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। তদনন্তর ইন্দ্রমাণিক্য মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। তথায় অবস্থান কালে ইন্দ্রমাণিক্য মানবলীলা সম্বরণ করেন। জয়মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণ মণির সহিত তাঁহার অবিরত কলহ চলিতেছিল। তিনি তৃতীয়বার সিংহাসন আরোহণ করিয়া অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। জয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর "বিজয়মাণিক্য"নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ হইতে ৬ই "জুলুষের ১৫ই জিহিজা" তারিখের সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। কতকগুলি পার্ব্বত্য প্রজা ব্যতীত সমতলক্ষেত্রবাসি প্রজাবর্গ হইতে

তিনি তৎকালে কোনরূপ কর গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ, রাজমালা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবাব বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বেতনে বিজয় মাণিক্যকে চাকলে রোসনাবাদের তহসীলদারি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্যের নামীয় নবাব প্রদত্ত সনন্দ, বিজয় মাণিক্যের প্রদত্ত কতকগুলি সনন্দ এবং মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে যে, উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ অসত্য ও হিংসা প্রসূত। ইন্দ্র মাণিক্যের ন্যায় তিনিও নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে দক্ষিণশিক নিবাসী জনৈক মুসলমান প্রজা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইবে। মহারাজ বিজয় অত্যল্প বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া কাল কবলিত হন। তদনন্তর যুবরাজ কৃষ্ণমণি ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। এক সামান্য প্রজার বাহুবলে পরাজিত হইয়া, তিনি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

মির হবিবের সাহায্যে যৎকালে জগৎ মাণিক্য চাকলে রোসনাবাদের আধিপত্য লাভ করেন, সেই সময় দক্ষিণশিক

নিবাসী ইমন সদা বা সদা গাজি নামক জনৈক মুসলমান প্রজা হল কর্ষণ কালে ভূগর্ভে কতগুলি মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া, রাজা জগৎ মাণিক্যকে উপঢৌকন প্রদান করেন। নরপতি সেই সকল উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া, সদাগাজিকে পরগণে দক্ষিণশিকের জমিদারি স্বত্ব প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে উক্ত পরগণার বার্ষিক রাজস্ব দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল, জগৎ মাণিক্য দুই সহস্র মুদ্রা বাদ দিয়া দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করেন। ইমন সদা বা সদাগাজি কাল কবলিত হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র নাছির মাহাম্মদ ॥৶ আনা ও খণ্ডল নিবাসী রতন চৌধুরী ।৶ আনা জমিদারি প্রাপ্ত হন। নাছির মাহাম্মদ বয়োপ্রাপ্ত হইলে, কালক্রমে তাহার কয়েকটি পুত্র জন্মে। সেই জমিদারপুত্রগণের সহিত সমসের গাজি নামক এক দরিদ্র বালক এক পাঠশালায় বিদ্যা অধ্যায়ন করিত। এক সামান্যা রমণীর গর্ভে ও জনৈক ফকিরের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। সমসেরের জীবন চরিত লেখক তাঁহাকে "পিরের নন্দন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অল্পকালেই সমসের বিদ্যা বলে ও বাহু বলে জমিদার পুত্রগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইলেন। সমসের বয়োপ্রাপ্ত হইলে জমিদার নাছির মাহাম্মদ তাহাকে এক কুত ঘাটের তহশীলদারি কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তৎকাল সমসরের দুরসম্পর্কিত ছাদ্রগাজী নামক ভ্রাতা তাহার সহচর হইয়াছিল। ছাদ্র যদিচ সমসরের ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলনা, কিন্তু

সে ভীমের ন্যায় অলৌকিক বলবান ছিল।) এই সময়ে গদা-হসন খন্দকার নামক জনৈক সাধু পুরুষের সহিত সমসেরের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাধু পুরুষ তাহাকে একখানি তরবারি ও একটী অশ্ব প্রদান করিয়া বলেন "তুমি চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি হইবে, এজন্য তোমাকে এই তরবারি ও অশ্ব প্রদান করিলাম। রসাঙ্গের (আরাকানের) মগরাজ এই তরবারি হুসেন সুলতানকে উপঢৌকন প্রদান করেন। আমি তাঁহার উত্তর পুরুষ বলিয়া এই বহুমূল্য তরবারি দীর্ঘ-কাল যাবৎ আমার নিকট আছে। অদ্য তোমাকে ইহা প্রদান করিলাম, ইহার দৈব শক্তি বলে তুমি সর্ব্বযুদ্ধে জয়ী হইবে, নাছির মাহাম্মদ জমিদার হত হইবেন। ত্রিপুরেশ্বরের সহিত তোমাকে বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কিন্তু পরিণামে তোমার জয় অনিবার্য্য"।

সেই সাধু পুরুষের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমসের গাজি প্রথমেই জমিদার নাছির মাহাম্মদের কন্যার পাণি-গ্রহণা-ভিলাষী হইলেন। জমিদার, সমসেরের অন্যায় অভিলাষ শ্রবণে, তাহাকে বধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জমিদার সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সমসের ও ছাদু পলায়ন করিলেন। তাঁহারা কিছুকাল বেদরাবাদ পরগণায় লুক্কায়িত থাকিয়া কতকগুলি দুষ্টলোক সংগ্রহ করেন। সেই সকল দুষ্ট লোকের সাহায্যে ছাদু, জমিদার নাছির

মাহাম্মদ ও তাঁহার পুত্রগণের বিনাশ সাধন করেন। তদনন্তর সমসের বলক্রমে নাছির মাহাম্মদের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দক্ষিণশিক অধিকার করেন। ত্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ শ্রবণে তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে সমসের বলে ও কৌশলে মহারাজার উজিরকে বাধ্য করিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা "নজর" প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণশিকের জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিলেন। ইহার তিন বৎসর পর সমসের গাজি মেহেরকুল পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর সমসের গাজি রাজকর বন্ধ করিয়া স্বয়ং চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু একবারও সমসেরকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সমসের ছয় সহস্র উৎকৃষ্ট বলবান সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক রাজধানী আগরতলায় বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন।)

এই সময় বাঙ্গালা দেশে ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লব চলিতেছিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু, তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক সিরাজদ্দৌলার অভিষেক, তদনন্তর গর্দ্দভ প্রকৃতি, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের অভ্যুদয় ও হতভাগ্য নবাব সিরাজের অধঃপতন প্রভৃতি ঘটনাবলীদ্বারা যখন বঙ্গের

অদৃষ্ট মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল, কতকগুলি অপরিণাম-দর্শী স্বদেশদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গদেশ পরিত্যাগের জন্য চঞ্চলা হইয়াছিলেন তৎকালে সমসেরগাজি ত্রিপুরায় বসিয়া সিংহনাদ করিতে-ছিলেন। সমসের যে কেবল চাকলে রোশনাবাদ অধিকার করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, এমত নহে, তাঁহার অর্থের অভাব উপস্থিত হইলেই ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরগণা সমূহের দুর্ব্বল জমিদারদিগের গৃহে দস্যুবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতেন। সমসেরগাজির প্রিয় ভক্ত, তাঁহার জীবন চরিত লেখক সেখ মনোহরও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। *

পর্ব্বতবাসী মানবগণ হইতে কর আদায় জন্য সমসের উজির রামধন বিশ্বাসকে † পর্ব্বত মধ্যে প্রেরণ করিলেন। পর্ব্বতবাসী অসভ্যগণ গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিল "আমাদের

* সেখ মনোহর বলেন, যে, তিনি কেবল একজন কৃপণ জমিদারের গৃহ হইতে এক লক্ষ টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ উক্ত জমিদার "দান খয়রাত করিত না" এজন্যই তাহার গৃহে ডাকাতি করা হইয়াছিল।

† ইনি পরাশর গোত্রজ দত্তবংশীয় কায়স্থ। ঘোষ বিশ্বাস বংশের দৌহিত্র বলিয়া উপবিশ্বাস শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। উজির রামধন শোলনল গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি সেই গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজবংশ ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও কর প্রদান করিব না, তুমি বাঙ্গালি তোমার কথা আমরা গ্রাহ্য করি না।*

তৎকালে সমসের গাজি এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; "উদয় মাণিক্যের" ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে "লক্ষ্মণ মাণিক্য" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক এক অভিনব সিংহাসন প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করিলেন। মির কাশিমের অধঃপতনের পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যেরূপ মুরশিদাবাদে একজন সাক্ষী গোপাল নবাব রাখিয়াছিলেন, সমসের গাজীও তদ্রূপ লক্ষ্মণ মাণিক্যকে সাক্ষীগোপাল ত্রিপুরাপতি রূপে রাখিলেন। সমসের এই লক্ষ্মণ মাণিক্যের নামোল্লেখে কতকগুলি পার্ব্বত্য জাতি হইতে কর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তখনও ত্রিপুরা, রিয়াং, কুকি প্রভৃতি অধিকাংশ পার্ব্বত্য প্রজা যুবরাজ কৃষ্ণমণির পক্ষেই ছিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বল সংগ্রহের অভিলাষে দীর্ঘকাল কাছার ও মণিপুর রাজ্যে ভ্রমণ করেন, কিন্তু আশানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই।

সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগণায় সমসের গাজি এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

* ধন্য ত্রিপুরাজাতি! এজন্যই রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"The people of Tripura like the Shiks were a military race.

তাহাদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাই অধিক ছিল। আবদুল রজক তাঁহার সৈন্য বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। মেহেরকুলের উত্তরদিকস্থ কোন পরগণা সমসের গাজীর অধিকার ভুক্ত ছিল কিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত লেখক বলেন,যে বিশালঘর অষ্টজঙ্গল পরগণার শাসনভার ছানাউল্লার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নুরনগর ও গঙ্গামণ্ডলের শাসন কর্তৃত্বে আবদুল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা জীবন চরিত লেখকের সমস্ত বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। তাঁহার শাসনকর্ত্তৃগণ মধ্যে জগৎপুরের গঙ্গাগোবিন্দ ও চৌদ্দগ্রামের হরিশ্চন্দ্র এই দুইজন হিন্দুর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অন্যেরা সকলেই সমসেরের স্বজাতীয় ও সম্পর্কীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না। এজন্য হিন্দু শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা রাজস্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

সমসের গাজি তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৮২ সিক্কা ওজনে সের ধার্য্য হইয়াছিল। সেই সেরের পরিমাণে কোন্

দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রী হইবে তাহার একটী তালিকা প্রত্যেক বাজারে লটকাইয়া দিয়াছিলেন।* কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিত না।

সমসেরগাজি প্রকৃত পক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

সমসেরের সৌভাগ্য তপন পশ্চিমাকাশে বিলম্বিত হইল। অশেষ গুণালঙ্কৃত আলিজা মিরকাশেম বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সমক্ষে উপস্থিত

* আমরা তাহার মূল্যের তালিকা এস্থানে প্রদান করিতেছি।

চাউল	/১ সের	৫ একপয়সা।
লঙ্কা মরিচ	/১ সের	৫ একপয়সা।
গুড়	/১ সের	১০ দুইপয়সা।
লবণ	/১ সের	১০ দুইপয়সা।
রশুন পিঁয়াজ	/১ সের	১০ দুইপয়সা।
কার্পাস	/১ সের	/৫ পাঁচপয়সা।
কলাই	/১ সের	৫ একপয়সা।
মশুরি	/১ সের	১০ দুইপয়সা।
মটর	/১ সের	১০ দুইপয়সা।
মুগ	/১ সের	/০ চারিপয়সা।
অড়হড়	/১ সের	/০ চারিপয়সা।
তৈল	/১ সের	৶ আনা।
ঘৃত	/১ সের	।৶ আনা।

হইয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। ক্রমে সমসেরের দস্যুবৃত্তির সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইল। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে "ত্রিপুরাপতি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া সমসেরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পশ্চাৎ নবাবের অনুমতি ক্রমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজির প্রাণ দণ্ড করা হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

১১৭০ ত্রিপুরাব্দের ১ পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি "মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যেরূপ নানা প্রকার যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ত্রিপুর বংশীয় অন্য কোন নরপতি তদ্রূপ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বারংবার সমরে পরাজিত হইয়া সাহায্যলাভ কামনায় কখন বা অনাহারে, কখন বা ফল মূল ভক্ষণে, কখন বা দগ্ধ মৃগ মাংস ভক্ষণে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কাছার ও মণিপুর রাজসভায় গমন করিয়াছেন। কখন বা দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ন্যায় কদর্য্য আহারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও তিনি কষ্ট হইতে এককালে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হন নাই। অল্পকাল মধ্যেই ঢাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব পরি-

শোধ উপলক্ষে ফৌজদার, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত ভীষণ কলহ উপস্থিত করিলেন। সেই কলহ হইতে ক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ফৌজদার নবাব সমক্ষে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব তদানীন্তন ইংরেজ গবর্ণর বানসিটার্ট সাহেবকে ফৌজদারের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। বানসিটার্ট সাহেব চট্টগ্রামের সীমারেখা প্রসারিত করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা "সরদার" * বারলেষ্ট সাহেবকে লিখিলেন, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ত্রিপুরা অধিকার করিবে এবং নবাবের কর্ম্মচারিগণকে বলিবে যে, তাহারা এই ঘটনা নবাবকে জানাইতে পারেন। নবাব এসম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্তর আমরা নবাবকে প্রদান করিব।"

তদনুসারে বারলেষ্ট সাহেব ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০৬জন পদাতি সৈন্য ও দুইটি তোপ সহ লেপ্টনাণ্ট মথি সাহেবকে চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তৎকালে নুরনগর নগরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন কৈলারগড় দুর্গে সপ্ত সহস্র সুশিক্ষিত পদাতি, বহু সংখ্যক কুকি সৈন্য ও কয়টি তোপ লইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। মথি সাহেব নুরনগর নগরে উপস্থিত হইয়া তাহার পশ্চিমদিকস্থ

* Chief of Chittagong.

ময়দানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। প্রবাদ অনুসারে রাজকীয় "ফৌজের বক্সীকে" * মথি সাহেব প্রলোভনে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্য দুর্জ্জয় ইংরেজের হস্তে প্রাণনাশ অনিবার্য্য বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজকীয় সৈন্যগণকে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত মধ্যে পলায়ন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। সৈন্যগণ ভয়াতুর হইয়া রজনী যোগে দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ গুপ্তদ্বার দিয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় পড়িয়া মথির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির চারি বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র ব্রিটীশ সিংহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। লিক সাহেব ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির তিন বৎসর পরে অল্পকালের জন্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের অধিকার হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন। জগৎ মাণিক্যের বংশধর

* মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের প্রিয় সহচর রামহরি বিশ্বাসের কনিষ্ট ভ্রাতা ৺রামদুলাল ঘোষ বিশ্বাসের নিকট এইরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক কায়স্থ তৎকালে মহারাজের ফৌজের বক্সী ছিলেন। কৃষ্ণ-মাণিক্যের শাসনকালে বিদেশী বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্যের আমদানী আরম্ভ হয়।

বলরাম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। কি রূপে তিনি এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাহুবলে যে তিনি রোশনাবাদ অধিকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। শান্তিময় ব্রিটীশাধিকার কালে এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই বিস্ময়কর। যাহা হউক অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, "রাজা বলরাম মাণিক্য" কে দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার রোশনাবাদ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বলরাম মাণিক্যের ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দের ১ বৈশাখের একখণ্ড নিষ্করের সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। সম্ভবতঃ ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দের শেষভাগে ও ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দের প্রথম ভাগে বলরাম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদ সম্পূর্ণ কিম্বা তাহার কিয়দংশ শাসন করিয়াছিলেন।

রেসিডেন্ট লিক সাহেবের সময় হইতে চাকলে রোশনাবাদ ও পার্ব্বত্য রাজ্যের বিচার কার্য্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশের বিচার কার্য্য মহারাজের নিযুক্ত বিচারকগণ দ্বারা নির্ব্বাহ হইত; রোশনাবাদের বিচার কার্য্য রেসিডেন্ট সাহেব এবং মহারাজা বাহাদুর কিম্বা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান উভয়ে একত্র বসিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালের কয়েক খণ্ড

নিষ্পত্তি পত্রের সহি মোহরাঙ্কিত নকল আমরা দর্শন করিয়াছি। আদর্শ স্বরূপ তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি যথাস্থানে মুদ্রিতহইবে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য একজন দয়ালু, দাতা ও স্বধর্ম্ম নিরত নরপতি ছিলেন। কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্ব পার্শ্বে মহারাজ রত্নমাণিক্য যে, সতররত্ন নামক দেবমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য সেই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। কথিত আছে, এই দেবমূর্ত্তি সংস্থাপন কালে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য চৌদ্দগ্রাম নিবাসী অনাচরণীয় নীচজাতীয় শিবিকা বাহক বেহারাদিগকে জলাচরণীয় শূদ্র শ্রেণীতে ভূক্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সাহায্যে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বিনা অর্থব্যয়ে অক্লেশে যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ স্বদেশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত যথাস্থানে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে। তিনি তুলা পুরুষ প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রচুর পরিমাণে ভূমি ও অর্থদান দ্বারা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানবাসী পণ্ডিতগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য যে কেবল দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ও

মহন্তরাণ প্রভৃতি নিষ্কর ভূমি দান করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, এমত নহে। তিনি "ডাকাইত" সমসর গাজির প্রদত্ত সমস্ত নিষ্কর "বহাল"করিয়া মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন *

---

* সমসর গাজি নামা পুস্তকে লিখিত আছে——

তবে গাজী যে সবারে দিল লাখেরাজ।
পাকড়ি আনিল রাজা লইতে খেরাজ॥
সকলে মিনতি করে মহারাজ আগে।
মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমাবর মাগে॥
তছুদ্দক খাই মোরা ফকির খোনার। ১
ভট্ট ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর॥
মহারাজ বলে তোরে কে দিল নিষ্কর।
বলে, দিছে হেন রজক সমসর॥
এক পুরিয়া জমিদার দিল আমরারে।
পোস্তা পোস্থি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে॥ ২
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল সলজ্জিত।
পাত্রগণ বুঝাইল রাজার বিদিত॥
রায়ত হইয়া কর্ত্তা দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর॥
তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে।
খয়রাত নিষ্কর মিনা আর দেবোত্তরে॥

১। খোনার—খন্দকার।

২। একপুরুষের জমিদার সমসর গাজি নিষ্কর দিয়াছেন, আর আপনি পুরুষানুক্রমের প্রাচীন অধিপতি হইয়া ভাঙ্গিতে চাহেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন কালে তিনি বিশ্বাস বংশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়া মেহেরকুলের অন্তর্গত দুর্গাপুর নিবাসী সিংহ বংশীয় সুরমণি সিংহকে চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ইহার উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। * তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নানাবিধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া

* উক্ত সিংহ বংশের বংশাবলী ও দেওয়ান সুরমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান কালীচরণসিংহের জবানবন্দী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুরমণির পিতা হরিচরণ ও পিতামহ বলরাম ত্রিপুর রাজ সরকারে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন্ নরপতির সময় কোন্ বিভাগে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উক্ত দেওয়ান বংশের বংশাবলী এস্থানে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইল।

দেওয়ান বলরাম সিংহ।
|
দেওয়ান হরিচরণ সিংহ।
|
দেওয়ান সুরমণি সিংহ।
| (ইঁহার ছয় পুত্র)

দেওয়ান কালীচরণ সিংহ। দেওয়ান দুর্গাচরণ সিংহ।
| (ইঁহার তিন পুত্র)
দেওয়ান গোপালকৃষ্ণ সিংহ।

এক সময় সমগ্র বঙ্গদেশে আপনাদের খ্যাতি প্রচার ও দাতৃত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের জীবিতকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ হরিমণি পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুইটী শিশুপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কণ্ঠমণি, কনিষ্ঠ রাজধর। ইঁহারা এক মাতার গর্ভজাত নহেন। বয়োজ্যেষ্ঠ কণ্ঠমণি জ্যেষ্ঠ তাতের স্নেহ ভাজন ছিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও তাঁহার পত্নী মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী কুমার রাজধরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ক্রমেই কণ্ঠমণির প্রতি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কুমার কণ্ঠমণির মাতা তাঁহাকে লইয়া কাছাড় রাজ দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদনন্তর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কুমার রাজধরকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কুমার রাজধর সৌভাগ্য বশতঃ রাজ্যাধিকারী নির্ণীত হইলেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত পত্নীর অতিরিক্ত আদরে তিনি একটি সম্পূর্ণ মূর্খ হইয়া উঠিলেন। স্বীয় নাম স্বাক্ষর

এই দেওয়ান বংশে যাঁহারা দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন-নাই, আমরা তাঁহাদের নাম পরিত্যাগ করিলাম। তন্মধ্যে দেওয়ান স্বরমণি সিংহের তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বংশ এবং দুর্গাচরণ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র কাশীচন্দ্রের বংশধরগণ এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। কাশীচন্দ্র সিংহের পুত্র পৌত্র ব্যতীত অন্যান্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

করিতে যাঁহার গলদ্ঘর্ম্ম হইত তাঁহাকে সম্পূর্ণ মূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? *

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য মানব-লীলা সংবরণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্ঞী জাহ্নবী মহাদেবী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তৎকালে রেসিডেণ্ট লিক সাহেব চট্টগ্রামে ও কুমার রাজধর কুমিল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন।

লিক সাহেব ত্রিপুরা পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তদনীন্তন গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে লিখিলেন যে, অনপত্যাবস্থায় ত্রিপুরাপতির মৃত্যু হইয়াছে; কেবল রাজধর ঠাকুর নামে তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত আছেন। তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করা মৃত রাজা এবং তাঁহার রাজ্ঞীর অভিপ্রায়।"† এই পত্র প্রেরণ করিয়া লিক সাহেব আগর-তলায় গমন করেন।

---

* রেসিডেণ্ট জনবুলার সাহেবের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের চিঠীতে লিখিত আছে যে, রাজধর কিছুমাত্র লেখা পড়া জানিতেন না, এবং নিজের নামটিও দস্তখত করিতে পারিতেন না।

† Mr. Leeke's letter to the Honorable Warren Hastings Governor General Dated 15th July 1783.

মহারাণী জাহ্নবী (অন্য নাম রাণী চাম্পা) প্রায় তিন বৎসরকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কুমিল্লা নগরীতে তিনি যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "রাণীর দীঘি" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। তাহার জল অতি উৎকৃষ্ট।

রেসিডেণ্ট লিক সাহেব আগরতলায় উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি লিক সাহেবকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন যে, "রাজধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াই তিনি সাংসারিক সমস্ত বিষয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।" রাজ্ঞী লিক সাহেবের পরামর্শানুসারে রাজধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণরজেনেরল নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

বীরমণি বড়ঠাকুর * রাজ্ঞীর বাসনা জানিতে পারিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অভিলাষী হন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের রিপোর্টদ্বারা বড়ঠাকুরের দাবি অমূলক স্থির হইল। সমসের গাজির প্রতিষ্ঠিত রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বল পূর্ব্বক রাজমুকুট ধারণ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মহারাণী জাহ্নবী কৌশল ক্রমে তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, রাজধর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি লক্ষ্মণ

* মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, হরমণিকে যৌবরাজ্য এবং বীরমণিকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মাণিক্যের পুত্র কুমার দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

রাজ দণ্ডধারণ করিবার পূর্ব্বেই কুমার রাজধর বিষম বিপদে পতিত হইলেন। চাকলে রোসনাবাদের শাসন কার্য্য সুচারু রূপে হইতেছেনা বলিয়া কৃষ্ণ মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট তাহা খাস করিয়া লইয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের হস্তে তাহার শাসন ভার সমর্পিত হয়। ১১৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) চাকলে রোসনাবাদ গবর্ণমেণ্টের খাস শাসনে আইসে। গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজকর পরিশোধ করিয়া শাসনসংক্রান্তব্যয় ও রাজপরিবারের ভরণ পোষণ জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই রাজধর আর একটী অচিন্তনীয় বিপদে পতিত হইলেন। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয় কালে বাঙ্গালা দেশে কিরূপ ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এবম্প্রকার একদল ডাকাইতের আশ্রয়দাতা বলিয়া কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া কিছু কাল চট্টগ্রামের কারাগারে বাস করিয়াছিলেন। (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) * অবশেষে তিনি নির্দ্দোষী বলিয়া কারাগার হইতে

* The Zemindari was taken into *Khas* or

মুক্তিলাভ করেন। যদিও গবর্ণমেণ্ট ১০ বৎসরের জন্য চাকলে রোশনাবাদের শাসন ভার রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন, যদিও কিছুকালের জন্য কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্টের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শাসনকার্য্যের প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরা রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।† তৎকালে তিনি লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ রাজধরমাণিক্য মণিপুরপতি জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। মণিপুরের রাজ বংশের সহিত ত্রিপুর রাজবংশের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ। বিলাসের আধার মূর্ত্তি মণিপুরী রমণীগণের ত্রিপুর রাজপুরে ইহাই প্রথম প্রবেশ। মণিপুর রাজকুমারীর গর্ভে রাজধরের কোন সন্তান হয় নাই। অন্যান্য পত্নীর গর্ভে তাঁহার ৪টী

direct management by the Resident. The Raja was in 1783 sent prisoner to Chittagong on a charge of harbouring dacoits.

Mackenzies North-East Frontier of Bengal. Page 273.

† Government letter to Mr. Leeke.

Resident of Tipperah, 9th May 1785.

পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুইটী শৈশবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন। কুমারদ্বয় রামগঙ্গা ও কাশীচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের শাসনকালে স্থবা আছুমণি দেব প্রধান সেনাপতি এবং রামহরি ঘোষ বিশ্বাস "ফৌজের বক্সী" ছিলেন। * ইঁহারা উভয়েই বাহুবলশালী বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে বিশেষরূপে দমন করিয়া বৃদ্ধ স্থবা আছুমণি ও যুবক বক্সী রামহরি রাজ দরবারে বিশেষ রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাজধর মাণিক্য ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১২০২ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্বে চাকলা রোসনাবাদের শাসনভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয় নাই। তৎকালে তিনি স্বয়ং রোসনাবাদের উপস্বত্ব হইতে বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট মহারাজ রাজধর মাণিক্যের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার পুনঃ প্রদান জন্য প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, তৎকালে রেসিডেণ্ট জন বুলার সাহেব ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বুলার সাহেব ১৭৮৮

* ইনি অদ্যাপি "হরি বক্সী" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্টের চিঠী দ্বারা বলেন যে, রাজধরের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার সমর্পণ করিলে যে, কেবল ষ্টেটের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এমত নহে রাজপরিবার-বর্গ, যাঁহারা ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত কষ্টে পতিত হইবেন। বুলার সাহেবের প্রতিবাদ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে কিছুকাল গৌণ হইয়াছিল। অব-শেষে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস বাঙ্গালার জমিদারবর্গের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন তখন (১২০২ ত্রিপুরাব্দে) রাজধর মাণিক্যের সহিত রোসনাবাদের চির-স্থায়ী বা (দশশালা) বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে রোসনা-বাদের শাসনভার প্রত্যার্পণ করেন। এই সময় ত্রিপুরার রেসিডেণ্টের পদ এবালিস হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে "রোসনাবাদ ত্রিপুরা" জেলার সৃষ্টি হইয়া, জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ তাহার কালেক্টর নিযুক্ত হন।

রাজধর মাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রামগঙ্গাকে বড় ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। বার্দ্ধক্যাবস্থায় (১২১০ ত্রিপুরাব্দে) তিনি যুবরাজকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র রামগঙ্গার হস্তে রাজত্ব ও জমিদারির শাসন ভার সমর্পণ করেন। এই অন্যায় কার্য্যেরদ্বারা তিনি যে কেবল রাজ-পরিবারের মধ্যে আত্মকলহের বীজ বপন করিয়াছিলেন

এমত নহে, এই কলহ হইতেই রাজকীয় প্রকৃত সন্মানের মস্তকে কুঠারাঘাতের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রাজধর শ্রীহট্ট প্রদেশবাসী জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের কন্যা চন্দ্রতারার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামগঙ্গার বিবাহ দেন। তিনি অষ্ট ধাতু দ্বারা "বৃন্দাবন চন্দ্র" নামক দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চরমাবস্থায় রাজধর মাণিক্য বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা দেবোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) রাজধর মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজধর মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ পরিবার মধ্যে এক ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়। অমাত্য ও রাজকর্ম্মচারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। উজির দুর্গামণি, বক্সী রামহরি ঘোষ বিশ্বাস, চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ান কালীচরণ সিংহ, কুমার রামগঙ্গার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুবা ধনঞ্জয় ও নাজির রাজমঙ্গল দেওয়ান রামরতন দেব * ও রামচন্দ্র সেন প্রভৃতি সেন বংশীয় বিশ্বাসগণ যুবরাজ দুর্গা-মণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কুমার রামগঙ্গার পক্ষাবলম্বীগণ প্রকাশ করিলেন যে, রাজপুত্র প্রকৃত রাজ্যাধিকারী। যুবরাজ

* যুবরাজ দুর্গামণি, দেওয়ান রামরতনের ভগিনী সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করেন।

জনৈক রাজকর্ম্মচারী মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা মহারাজ রাম মাণিক্যের শ্যালক যুবরাজ বলিভীম নারায়ণ, এবং মহারাজ রত্ন মাণিক্যের (ভ্রাতা ভিন্ন) অতিরিক্ত যুবরাজ গৌরীচরণ, চম্পক রায় এবং মুকুন্দ মাণিক্যের যুবরাজ কুমার গঙ্গাধর প্রভৃতি কতকগুলি যুবরাজের নাম উল্লেখ করিলেন। তদতিরিক্ত ভূতপূর্ব্ব রেসীডেণ্ট লিক সাহেবের ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারির বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁহাদের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। কৃষ্ণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর বড় ঠাকুর বীরমণির জীবিতাবস্থায় রেসিডেণ্ট লিক সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথা অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট করেন তাহাতে তিনি মৃত রাজার নৈকট্য উত্তরাধিকারীকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট মৃত রাজার পুত্র ও ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধরকে ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী নির্ণয় করিয়াছিলেন।

যুবরাজ দুর্গামণির সহচরগণ প্রকাশ করিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র ও রাজবংশের প্রথা অনুসারে যুবরাজই রাজ্যাধিকারী।

জেলা ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ-মাজেষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব কুমার রামগঙ্গার এবং ত্রিপুরার কালেক্টর যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কুমার রামগঙ্গা যথাশাস্ত্র পিতৃ-

শ্রাদ্ধ সমাপনান্তর সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক "মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ করেন। (১২১৪ ত্রিপুরাব্দ)

যুবরাজ দুর্গামণি সুবা ধনঞ্জয় ও নাজির রাজমঙ্গল প্রভৃতির সাহায্যে পার্ব্বত্য কুকি সরদারগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া রামগঙ্গার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য যে কেবল স্বীয় সৈন্য বলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এমত নহে, জজ সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর দুর্গামণিকে জ্ঞাপন করিলেন যে, যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি চাকলে রোশনাবাদে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপন জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করুন। দেওয়ানী আদালত দ্বারা জমিদারিতে তাঁহার স্বত্ব স্থির হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। যুবরাজ দুর্গামণি অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ানী আদালতে রামগঙ্গার প্রতিকূলে জমিদারির জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইহা নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, মহারাজ রামগঙ্গা ও তাহার অমাত্যবর্গ কেবল রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারিত্বের প্রথা লইয়া সেই মোকদ্দমায় বহুবিধ তর্ক ও আপত্তি উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ব্রিটীস আদালতে এবম্প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে কি না এই তর্ক

উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাদের মস্তিক সঞ্চালিত হইল না * তৎকালে এই তর্ক উপস্থিত হইলে বোধ হয় ত্রিপুরার এইরূপ অধঃপতন হইত না। এই মোকদ্দমায় কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের বংশধর রামচন্দ্র ঠাকুর তৃতীয় পক্ষ স্বরূপ দাবিদার হইয়াছিলেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এই মোকদ্দমা ঢাকা প্রবিন্সিয়েল কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিষ্টার সারমেন বার্ড ও দ্বিতীয় বিচারপতি মিষ্টার জন মেলবিল দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। উক্ত আদালত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ নির্ণয় করেন যে, রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন সুতরাং যুবরাজ দুর্গামণি রাজ্যাধিকারী ও জমিদারির ক্ষমতা প্রাপ্ত মেনেজার নির্ণীত হইবেন। কারণ চাকলে রোশনাবাদ কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি সুতরাং তাহার উপস্বত্ব তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে।

উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহারাজ রামগঙ্গা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন এবং কল্যাণ মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ ছত্র মাণিক্যের বংশধর ঢাকা নিবাসী রাজা পরশুরাম,

* এই ঘটনার ৬০ বৎসর পর কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বেরিষ্টার মৃত মহাত্মা মনট্রীও সাহেবের মস্তিষ্কে প্রথমে ইহা উদিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ, রাজা প্রভুরাম ও মৃত রাজা রামচন্দ্রের পত্নী রাণী চন্দ্রকলা চাকলে রোশনাবাদের উপস্বত্বের ।/৬।// ক্রান্ত (অর্থাৎ এক তৃতীয় অংশের) * উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবিদার হন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য প্রবিন্সিয়েল কোর্টের বিচারে পরাজিত হওয়ার পর নানা প্রকার বিপদে পতিত হইলেন। যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষাবলম্বী সুবার উত্তেজনায় পরাক্রমশালী পৈতুকুকিগণ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রামগঙ্গা পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলা ত্রিপুরার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। † রামগঙ্গার অনুরোধে গবর্ণমেন্ট পৈতুকুকির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কুকিদিগকে নির্য্যাতন করিয়া, নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল।

* কল্যাণ মাণিক্যের তিন পুত্রের বংশই এইক্ষণ বর্ত্তমান আছে, এজন্য এক তৃতীয় অংশ দাবি করা হইয়াছিল।

† এই সময় তিনি মোগরা গ্রামে তত্রত্য তালুকদারগণ হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া একটি দীর্ঘিকা খনন করেন, সেই দীর্ঘিকা অদ্যাপি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সেই দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে তিনি যে বাসভবন নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছিলেন, সেই অসম্পূর্ণ রাজ নিকেতন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে অধুনা চাকলে রোসনাবাদের উত্তর বিভাগের তহসীল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ (১২১৮ ত্রিপুরাব্দের ১৩ই চৈত্র) সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সুবিখ্যাত হেরিংটন ও ফেুমিং সাহেব মহারাজ রামগঙ্গার আপিল ডিস্‌মিস করেন; পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত যুবরাজ দুর্গামণিকে ত্রিপুরারাজ্যের অধিকারী বলিয়া অবধারণ করেন। প্রবিন্‌সিয়েল কোর্ট চাকলে রোসনাবাদের উপস্বত্ব কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরদিগের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্য যে আদেশ করিয়াছিলেন, সদর দেওয়ানী আদালত সেই আদেশ রহিত করিয়া বলেন যে, "রাজবংশীয় ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বাধ্য থাকিয়া রেস্পণ্ডেন্ট যুবরাজ দুর্গামণি জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হইবেন"।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর বলে যুবরাজ দুর্গামণি ১২১৯ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে চাকলে রোশনাবাদ অধিকার করেন। তদনন্তর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। দুর্গামণি সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক "মহারাজ দুর্গামাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ করেন। ঐ সনের আশ্বিন মাসে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

রামগঙ্গার অধিকার কালে তাঁহার প্রিয় সহচর রামহরি ঘোষ বিশ্বাসের সহিত মহারাজ দুর্গামাণিক্যের শ্যালক দেওয়ান রামরতনের নানা প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

দুর্গামাণিক্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে রামরতন তাহার প্রতিশোধ লইতে যত্নবান হইলেন। একদা দেওয়ান রামরতন রামহরিকে অবমানিত করিতে যাইয়া স্বয়ং বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। রামরতন, রামহরি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া স্বীয় ভগিনী মহারাণী সুমিত্রা দেবীকে (ইনি পশ্চাৎ "জগদিশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হন,) ইহার বিশেষ প্রতিকার করিবার জন্য অশ্রুপূর্ণলোচনে অনুরোধ করেন। মহারাণী সুমিত্রা রামহরির রক্তধারা স্নান না করিলে জল গ্রহণ করিবেন না, বলিয়া স্বীয় স্বামীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ দুর্গামাণিক্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও হৃদয়ের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলেন না। তিনি মহারাণীকে বলিলেন, "অদ্যই রামহরিকে কারাগারে বদ্ধ করা হইবে, আগামী কল্য বিচারান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।" তদনন্তর রামহরিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া মহারাজ দুর্গামাণিক্য গোপনে কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "বলরাম বিশ্বাস আমার শিক্ষক ছিলেন, আমি তাহার নিকট সমস্ত বাল্য জীবন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি আমার দ্বারা সেই বলরামের পুত্র রামহরির প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে না। তুমি নিশীথ সময়ে গোপনে রামহরিকে কারাগার পরিত্যাগের উপায় করিয়া দিবে।"

সিংহাসন-চ্যুত মহারাজ রামগঙ্গা মহারাণী সুমিত্রায়

প্রতিজ্ঞা ও রামহরি কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। তিনি রজনীতে যে কোন উপায়ে রামহরিকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। যথা সময়ে মহারাজ রামগঙ্গার প্রেরিত লোক কারাধ্যক্ষের সাহায্যে কারাগারে প্রবেশ করিয়া রামহরিকে বলিলেন, আপনি শীঘ্র কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসুন, আমরা মহারাজ রামগঙ্গার আদেশানুসারে তাহার সুন্দর উপায় করিয়াছি। রামহরি বলিলেন, আমি চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি না। রামহরির এই বাক্য শ্রবণে কারাধ্যক্ষ তাহাকে আহ্বান করিয়া, মহারাজ দুর্গামাণিক্যের অভিপ্রায় গোপনে জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রামহরি বিনা বাক্যব্যয়ে কারাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামগঙ্গার নিকট গমন করিলে তিনি রামহরিকে দর্শন করিয়া যথোচিত প্রীতি লাভ করিলেন। অন্যান্য আলাপের পর রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে বলিলেন, মহারাজ! এই বিপদ সময়ে আমি কথনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু আমার ভীষণ শত্রু মহারাণী সুমিত্রা ও তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান রামরতনের হস্ত হইতে আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, এজন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য অদ্যই আমি কিছুকালের নিমিত্ত মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। তদনন্তর রামহরি স্বীয়

ভ্রাতা রামদুলালকে লইয়া শ্রীহট্ট প্রদেশে গমন করেন; তপে বিষগাঁও মধ্যে একটি জমিদারী ক্রয় করিয়া স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন।

যথাকালে মহারাণী সুমিত্রা ও তাহার ভ্রাতা দেওয়ান রামরতন, রামহরির পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া নূরনগর ও মেহেরকুলস্থিত তাঁহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্টের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল রাজধানী আগরতলা, মোগরা ও কুমিল্লায় বাস করিয়া হৃতরাজ্য মহারাজ রামগঙ্গা নানা প্রকার কষ্ট ও অপমান ভোগ করিলেন। এই সময়ে তিনি রামহরির বিষগাঁও জমিদারী ক্রয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রামগঙ্গা স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধে স্বপরিবারে বিষগাঁও গমন করেন। তিনি তাঁহার জন্য একটী জমিদারী ক্রয় করিতে রামহরিকে আদেশ করেন। তখন অসাধারণ প্রভু-ভক্তি-পরায়ণ রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে সেই বিষগাঁও প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহারাজের কৃপাই আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি, আমি ইহা মহারাজের জন্যই ক্রয় করিয়াছি, মহারাজ তাহা গ্রহণ করুন।" মহারাজ রামগঙ্গা সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহার প্রিয় সহচরের দান গ্রহণ করিলেন; তৎপর তিনি বালিশিরা পরগণায় কিয়দংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। রামহরি স্বীয় ভ্রাতা রামদুলালের নামে হরিতলা নামক মহালের

জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করেন। উজির দুর্গামণি মহারাজ দুর্গা-মাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন তৎপর উপায়ান্তর অভাবে তিনি রামগঙ্গার নিকট গমন করেন। মহারাজ রামগঙ্গার অনুরোধে রামহরি উজির দুর্গামণির নিকটে হরিতলা মহাল বিক্রয় করেন। এই ঘটনায় পর রামহরি জোয়ার বানিয়া চুং মধ্যে "তাং মহাম্মদ ছমি" নামক একটি জমিদারি ক্রয় করিয়া তথায় বাস ভবন নির্ম্মাণ করিতে সমুদ্যত হন।*

এইরূপে মহারাজ রামগঙ্গা ও তাঁহার ভ্রাতা কাশীচন্দ্র স্বীয় সহচর ও অনুচরবর্গের সহিত শ্রীহট্টবাসী হইলেন। তথায় তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইবে, ইহাই তাঁহারা স্থির করিলেন।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য স্বীয় শত্রুগণকে দূরীকৃত করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। বিপদ সময়ে তিনি যে সকল ব্যক্তির নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন। ভুকৈলাসের ঘোষাল রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গোকুল

* ইহার কিয়দংশ অদ্যাপি রামহরির উত্তরাধিকারিগণ ভোগ করিতেছেন। বিষগাঁও ও বালিশিরা ত্রিপুরার রাজ ষ্টেটভুক্ত হইয়াছে। উজির দুর্গামণির উত্তরাধিকারী ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি ১২৯২ ত্রিপুরাব্দে হরিতলা বিক্রয় করিয়াছেন।

ঘোষাল মহারাজ দুর্গামাণিক্যের সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্য তিনি তাহাকে একখানা গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকেও নানা প্রকার নিষ্কর প্রদান করেন।

নুরনগরের নামকরণ কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ তিতাস নদীর তীরে এক বাজার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। লোকে তাহাকে "খাঁর হাটখলা" বলিত, মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মাতা রাণী মহোদয়া দেবী সেই বাজার ও তৎসন্নিহিত স্থান তালুক প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা সেই বাজারের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া লোকে অদ্যাপি তাহাকে মহোদয়াগঞ্জ বলিয়া থাকে। মৃত্যুকালে রাণী মহোদয়া দেবী স্বীয় পুত্রবধূ সুমিত্রাকে তাহা দান করিয়া যান।

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মহিষী সুমিত্রার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর তিনি নকুল খালিসের কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য বারাণসী নগরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করেন। তিনি দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে ছত্র দণ্ড প্রভৃতি যৌবরাজ্য-চিহ্নাদি সমর্পণ করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে

তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই। মহারাজ দুর্গা-মাণিক্য তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পণ পূর্ব্বক বারাণসী যাত্রা করেন। তথায় পহুঁছিবার পূর্ব্বেই পাটনা নগরী সন্নিকর্ষে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। (১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। ১২২২ ত্রিঃ অঃ ২৫ চৈত্র।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী রামগঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। দুর্গামাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ ত্রিপুরায় প্রচারিত হইলে জজ পেটন সাহেব ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির দাবিদারগণকে উপস্থিত হইবার জন্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা, কুমার কাশীচন্দ্র, ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার পিতা ঠাকুর রামচন্দ্র ও ঠাকুর অর্জ্জুনমণি এবং মহারাণী সুমিত্রা রাজত্বের দাবিদার স্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জজ সাহেব যুবরাজের অভাবে বড় ঠাকুরকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করিয়া সরাসরি বিচারে রামগঙ্গাকে ত্রিপুরারাজ্য ও জমিদারির অধিকারী বলিয়া অবধারণ করেন। তদনুসারে মহারাজ রামগঙ্গা পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। (১২২৩ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে)। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অভি-

ষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে কিছুকাল অতীত হইয়াছিল। কারণ শম্ভুচন্দ্র, অর্জ্জুনমণি ও মহারাণী স্থমিত্রা মহারাজ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে রীতিমত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। শম্ভুচন্দ্রকে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজ দুর্গামাণিক্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত মহারাজ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই বলিয়া, শম্ভুচন্দ্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হয়, যদি মহারাজ দুর্গামাণিক্যের দ্বারা শম্ভুচন্দ্র যথাবিধানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন, তাহা হইলে ভূতপূর্ব্ব নরপতি রাজধরের প্রদত্ত বড়ঠাকুরী পদের বলে রামগঙ্গা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কারণ রামগঙ্গা স্বীয় আবেদন পত্রে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ দুর্গামাণিক্য জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তিকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, এজন্য তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতির প্রদত্ত বড়ঠাকুরী পদের বলে রাজ্য ও জমিদারির স্বত্ববান্ হইতেছেন। *

* মহারাজ রামগঙ্গা স্বীয় আবেদন পত্রে বলিয়াছেন :—
As your petitioner is the eldest son of Raja Rajdhar Manik, and his father also raised him to the rank of Burro Thakhur, and as in the life time of the deceased Raja Doorga Manik no one was appointed as Joobraj, your petitioner is consequently entitled to the Raj and landed estates.

অর্জ্জুনমণির পিতা কণ্ঠমণি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধর মাণিক্যের রাজ্যাধিকারকালে অনুপস্থিত ও নীরব ছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনমণি পরাজিত হন।

দুর্গামাণিক্যের জীবিতকালে রাণী সুমিত্রা সর্ব্বদাই শম্ভু-চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তদনন্তর জজ পেটন সাহেবের নিকট ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখের ঘোষণাপত্র প্রচারের পর তিনি রামগঙ্গার পক্ষ সমর্থন করিয়া এক দরখাস্ত করেন। পুনর্ব্বার সেই দরখাস্ত অস্বীকার করতঃ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে অমূলক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পরাজিত হন।

উল্লিখিত মোকদ্দমা সমূহ নিষ্পত্তির পর গবর্ণমেণ্ট মহারাজ রামগঙ্গাকে খেলাত প্রদান পূর্ব্বক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩১ ত্রিপুরাব্দে) সিংহাসনে স্থাপন করেন।* তৎ-কালে তিনি স্বীয় ভ্রাতা কাশীচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করেন।

রামগঙ্গা দ্বিতীয়বার রাজ্যাধিকার করিলে, উজির দুর্গামণি ও রামহরি বিশ্বাসের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসন ক্ষমতা সমর্পিত হয়। মহারাজ রামগঙ্গা তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া-

* Letter from H. T. Prinsep Esq. Secretary to the Government (of India). To J. Hayes Esq. Judge and Magistrate of Tipperah.

Dated Fort William, 2nd June, 1821.

ছিলেন। উজির দুর্গামণি মহারাজের অনুগ্রহে এই সময় অনেকগুলি তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য তালুকের জন্য রামহরি লালায়িত ছিলেন না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। * তাঁহাদের বিরগাঁও অবস্থান কালে রামহরি তথায় এক কালী দেবী সংস্থাপন করেন, রামহরির অনুরোধে মহারাজ রামগঙ্গা সেই কালী দেবতার সেবা পূজার ব্যয় চিরকাল রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহ হইবে এরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। রামহরি মাইজখাড় গ্রামে স্বীয় মাতার শ্মশান ক্ষেত্রে এক সমাধি মন্দির (মঠ) নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত "করুণাময়ী" কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত মন্দিরের দ্বারস্থখোদিতলিপিপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় ১২২৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাহা নির্ম্মিত হয়। উল্লিখিত মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে করুণাময়ী মূর্ত্তি স্থাপনকালে রামহরি তুলাপুরুষ প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন। তৎকালে যে কেবল বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এমত নহে, মিথিলা, বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় প্রধান ব্রাহ্মণ

* রামগঙ্গা রাজচ্যুত হইবার পূর্ব্বে রামহরিকে কিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি দান করেন। পুনর্ব্বার রামগঙ্গা রাজ্য প্রাপ্ত হইলে রামহরি কেবল করুণাময়ীর সেবা পূজার জন্য দেবোত্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত কোনরূপ ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই।

পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া ধন দানে পরিতৃপ্ত করেন। এই ক্রিয়া সম্পাদন কালে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুর তাহার প্রিয় সহচর রামহরিকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ক্রিয়া সম্পাদনের দুই বৎসর পর মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য, চিরকাল করুণাময়ী দেবীর সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য রামহরিকে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেন। রামহরির প্রতি মহারাজ রামগঙ্গার এরূপ অতিরিক্ত অনুগ্রহ দর্শনে জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ তাঁহার রিপোর্টে মহারাজ রামগঙ্গার প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই "দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ রাজা" তাহার বাঙ্গালি আমলার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। মহারাজ রামগঙ্গা যে তাঁহার সুখ দুঃখের সহচর দুর্গামণি ও রামহরির এবম্প্রকার প্রত্যুপকার করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি তাঁহার সাধারণ ভৃত্য (সেবক) গোবিন্দভক্তিনারায়ণ প্রভৃতিকেও তালুক ও নিষ্কর প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর আদালতের বিচারে অকৃতকার্য্য হইয়া বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিতে কৃত সঙ্কল্প হন। কাইপেং প্রভৃতি কতকগুলি হালাম ও কুকি শম্ভুচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে। প্রায় তিন বৎসর কাল (১৮২৪ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) শম্ভুচন্দ্রের সহিত রামগঙ্গার যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রজাবর্গকে শম্ভুচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করণোদ্দেশে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন।* কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণ শম্ভুচন্দ্রের এইরূপ অনুরক্ত ছিল যে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত পুরস্কার তুচ্ছজ্ঞান করিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র কিছুকাল পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য ও তাহার ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্র ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।†

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে শম্ভুচন্দ্র পুনর্ব্বার রামগঙ্গার বিরুদ্ধে

* In June 1824 intelligence was received that Sumbhoo Thakur, brother of the Raja, whose claim to succeed had been rejected by the Sudder Dewauny Adalut, had set up the standard of rebellion in the Chittagong Hill Tracts, and prohibited the Joomea cultivators from paying revenue to Government. A reward of Rs. 5000 was offered for his apprehension, his praperty, both in Hill and Plain Tipperah, was ordered to be confiscated; and if caught, he was to be summarily tried by martial law.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. Page 276.

† মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

অস্ত্রধারণ করেন। বারংবার যুদ্ধ করিয়া সুবা ধনঞ্জয়ের বাহু বলে শম্ভুচন্দ্র পরাজিত হন।

চরমাবস্থায় মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য যুবরাজ কাশী-চন্দ্রের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পণ করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের একমাত্র পত্নী চন্দ্রতারা মহাদেবীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। সেই বালক কৃষ্ণ কিশোর আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামগঙ্গা কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। রামগঙ্গার জীবিতা-বস্থায় মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিল। তিনি পারস্য ভাষা এবং ভূমিপরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনি শস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রাসবিহারী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বামুটীয়া পরগণা দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামানুসারে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, আগর-তলায় স্থাপন করেন।

১২৩৬ ত্রিপুরাব্দের ২৯ কার্ত্তিক (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ নবেম্বর) রজনী যোগে,—চন্দ্রগ্রহণ সময় মস্তকে দীক্ষাগুরুর পদ এবং

বক্ষে শালগ্রাম চক্র ধারণ করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ মহারাজ রাম-গঙ্গা মাণিক্য পরলোক গমন করেন।

মহারাজ রামগঙ্গার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করেন। এই ঘটনার ৪ মাস অন্তে ১২৩৭ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুণ মাসে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে) তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র এই সময় ত্রিপুরা পর্ব্বত অধিকার নিমিত্ত এক আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করেন। বার্ষিক ২৫০০০ টাকা রাজস্ব স্বীকার পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশ বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি গবর্ণর জেনেরল নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বত একটি স্বাতন্ত্র্য রাজ্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন।*

বুদ্ধিমান নরপতি মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য বিবেচনা

---

* মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত কলহ করিয়া (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজবংশীয় অন্য এক ব্যাক্তি পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করেন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশ চাকলে রোশনাবাদের একাংশ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাগজাত আলোচনা করিয়া বলেন যে, পার্ব্বত্য প্রদেশ কখনই বন্দোবস্তী মহাল চাকলে রোশনাবাদের একাংশ নহে।

করিলেন যে, এবম্প্রকার আত্মকলহই রাজ্যনাশের কারণ। এইজন্য তিনি ঠাকুর শম্ভুচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি ও সদ্ভাব সংস্থাপন করিলেন। এবং তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন। ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হইয়া কুমিল্লা নগরে শান্তভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ কাশীচন্দ্র একজন বিলাসী নরপতি ছিলেন। ব্রহ্ম যুদ্ধের সময়ে অনেকগুলি মণিপুরী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যুবক কাশীচন্দ্র মণিপুরী রমণীগণের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ মণিপুরের রাজকন্যা কুটিলাক্ষীকে বিবাহ করেন। তদনন্তর মণিপুরের সাধারণ বংশীয় আরও তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পত্নী ও উপপত্নী ছিল। মহারাণী কুটিলাক্ষীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কাশীচন্দ্রের অভিষেক কালে তিনি রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোরকে যুবরাজের পদে ও কৃষ্ণচন্দ্রকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

কোন বিশেষ কারণে মহারাজ কাশীচন্দ্র ফরাসী দেশীয় এক কোরজোন সাহেবকে চাকলে রোশনাবাদের ম্যানেজা-

রের পদে নিযুক্ত করেন।* এই সময় হইতে ত্রিপুর রাজ সরকারে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত আরম্ভ হয়।

পারিবারিক কোন অকথ্য কারণে মহারাজ কাশীচন্দ্রের সহিত যুবরাজ কৃষ্ণকিশোরের মনোমালিন্য হইলে তিনি আগরতলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদয়পুরে গমন করেন। তথায় অল্পকাল বাস করিয়া জ্বররোগে (১২৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২৩শে পৌষ) মহারাজ কাশীচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। অপরিমিত মদ্যপানই তাঁহার অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ।

মহারাজ রামগঙ্গার শাসনকালে চাকলে রোসনাবাদের অধিকারিত্ব লইয়া অনেকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, মহারাজ রামগঙ্গা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার অধিকাংশ পরিশোধ করিয়া যান, অবশিষ্ট মহারাজ কাশীচন্দ্র পরিশোধ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কাশীচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২৯ পৌষ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ১২৪০ ত্রিপুরাব্দের

* এফ্ কোরজনের পুত্রগণের অট্টালিকা চন্দননগর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বৈশাখ মাসে (১৮৩০ খৃঃ ১০ মে) তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ মাজেষ্ট্রেট টমসন সাহেব* গবর্ণমেণ্টের অনুমতানুসারে আগরতলায় উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যকে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক প্রদত্ত সনন্দ † ও খেলাত প্রদান করেন। মহারাজ তৎকালে ৬৩৷৹ আনা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা গবর্ণমেণ্টকে "নজর" প্রদান করিয়াছিলেন।‡ মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তৎকালে আড়াই বৎসর বয়স্ক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ঈশানচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের রাজকন্যা রত্নমালা এবং মণিপুরের রাজা মারজিতের কন্যা চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী ও

---

* ইনি ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর সার রিভার টমসনের পিতা।

† সনন্দ খানা পারসী ভাষায় লিখিত, তাহার ইংরেজি অনুবাদ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। এই সনন্দ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ্চের লিখিত।

‡ নজরের মুদ্রার তালিকা টমসন সাহেবের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের চিঠি হইতে উদ্ধৃত হইল।

১টী স্বর্ণ মোহর	১৯৲
২টী স্বর্ণ মোহর (রাজার নিজ টাকশালে মুদ্রিত) ...	২৮৷৹
১৬টী রৌপ্য মুদ্রা	১৬৲
	৬৩৷৹

বিধুকলাকে ক্রমে ক্রমে বিবাহ করেন। তদ্ভিন্ন মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের ত্রিপুরা ও মণিপুরী জাতীয় অনেকগুলি পত্নী ও উপপত্নী ছিল। পরম ভাগ্যবতী রাণী সুদক্ষিণার গর্ভে যুবরাজ ঈশানচন্দ্র, এবং কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র ও বীরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। অখিলেশ্বরীর গর্ভে কুমার নীলকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত চক্রধ্বজ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, সুরেশ কৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামে তাহার আরও ৫টী পুত্র এবং ১৫টী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

অল্পকাল মধ্যেই বৃদ্ধ উজির দুর্গামণির সহিত মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কলহ করিতে উদ্যত হইলেন। অপব্যয়ী নরপতি সর্ব্বদাই বৃদ্ধ উজিরকে টাকার জন্য উৎপীড়ন করিতেন। পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ উজির বিবেচনা করিলেন যে, পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত সমস্ত অর্থদান করিয়াও এই অপব্যয়ী নরপতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। এইরূপ বিবে-চনা করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি গোপনে স্বীয় তহসীল কাছারী শিঙ্গারবিল নামক স্থানে প্রেরণ করেন। অবশেষে ১২৪৩ ত্রিপুরাব্দে একদা রজনী যোগে পলায়ন পূর্ব্বক আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া সেই শিঙ্গারবিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেব পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্রিটীস রাজ্যের একাংশ বলিয়া তাহা খাসদখল করিবার

জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। মহারাজ ও তাঁহার কলিকাতাস্থ এজেন্ট বিগনেল্ সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড অক্‌লেণ্ড বাহাদুর কমিসনারের রিপোর্ট ও তাহার উত্তর এবং তৎসঙ্গীয় অন্যান্য কাগজ পর্য্যালোচনা করিয়া পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, স্বাধীন রাজ্য অবধারণ পূর্ব্বক কমিসনর সাহেবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।*

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; শস্ত্র বিদ্যা ও মল্ল যুদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন, তন্ত্র শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিলাসী নরপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার পাচিকা (মণিপুরী ব্রাহ্মণ কন্যা) পূর্ণকলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের জীবনী ব্যাঘ্র শীকার, ব্যাঘ্রের বিবাহ, কোঁড়া শীকার প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ইতিহাস লেখকের উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা তাহার জীবনে দেখা যায় না। কুকিদিগের অত্যাচার ও জমি-

---

* The Raja has an independent Hill territory; that your propositions for its resumption are totally inadmissible.

Government letter to the Comissioner of Chitt agong. Dated the 27th December, 1838.

দারি সংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। শীকারের সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি আগরতলার নিকটবর্ত্তী এক জলাভূমিতে "নূতন হাবেলী" নামক নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই স্থানে রাজপাঠ স্থাপন করেন। কৃষ্ণকিশোর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রকে বড়ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর পত্নী উপপত্নীতে পূর্ণ করিয়া, চাকলে রোশনাবাদ ঋণজালে বদ্ধ করিয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ২রা বৈশাখ রজনী যোগে, বজ্রাঘাতে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশানচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ২০ মাঘে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের অভিষেক কালে গবর্ণমেণ্ট ১২৫টী স্বর্ণ মুদ্রা "নজর" প্রদান করিবার জন্য আদেশ করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১১১টী স্বর্ণমুদ্রা নজর গৃহীত হয়। প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ্বরগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার মানসে নজর স্বরূপ কয়টী স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের অভিষেক কালেও ৬৩।০ টাকা মূল্যের কয়েকটী স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার ১৯ বৎসর অন্তে সেই ৬৩।০ টাকা ১১১ থান মোহরে পরিণত

হয়। ইহার ২০ বৎসর অন্তে কিরূপ হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। অভিষেককালে মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজাসনে উপবেশন করিয়া মহারাজ ঈশানচন্দ্রকে ১১ লক্ষ টাকার ঋণভার মস্তকে বহন করিতে হইল। তিনি তাঁহার পিতামহী মহারাণী চন্দ্রতারা দেবীর জনৈক দাসীর গর্ভজাত বলরাম "হাজারিকে" দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁহার যত্নে মহারাজ ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম ও তাহার ভ্রাতা শ্রীদামের দুর্ব্ব্যবহারে ত্রিপুরাবাসীগণ অল্পকাল মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্বসাধারণের পরামর্শানুসারে পরীক্ষিৎ ও কীর্ত্তি নামক দুইজন দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতবাসি ত্রিপুরা-সরদার কতকগুলি ত্রিপুরা ও কুকি সংগ্রহ করিয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ১২ইচৈত্র গভীর রজনীতে বলরামের বাটী আক্রমণ করে। বলরাম পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন; শ্রীদাম, কীর্ত্তির হস্তে নিহত হন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র বলরামের শত্রুগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র কীর্ত্তির প্রাণবধ করিলেন। কোন অকথ্য কারণে বলরামের প্রতি যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের কিঞ্চিৎ

অতিরিক্ত অনুগ্রহ ছিল। সেই অনুগ্রহের বলে বলরাম কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার বাধা জন্মাইতেন। দুষ্ট বলরাম এইজন্য মহারাজ ঈশান চন্দ্রের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া, তিনি প্রিয় সুহৃদ রাম-মাণিক্য বর্ম্মণ, কাপ্তান সর্দ্দার খাঁ ও ছোবান খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সৈনিকের সহিত দলবদ্ধ হইয়া, গোপনে মহা-রাজ ঈশানচন্দ্রকে হত্যা করিয়া, যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে পরামর্শ করেন। মহারাজ জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, কার্য্য কালে চক্রান্তকারীদিগকে ধৃত করণার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হই-লেন। যথা সময় কাপ্তান সরদার খাঁ মহারাজকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে মহারাজ তাহাকে ধৃত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তদনন্তর বলরাম ও রাম-মাণিক্যকে এই ষড়যন্ত্রিদলের নেতা জানিয়া তাহাদিগকেও নির্ব্বাসিত করেন। তৎকালে ব্রজমোহন ঠাকুরের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পিত হইল।

কিছুকাল ত্রিপুরাবাসীকে জ্বালাতন করিয়া প্রজাপীড়ক ও অপরিমিত মদ্যপায়ী যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ১২৬১ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের প্রথম পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই। দ্বিতীয়-পত্নী মুক্তাবলী দেবীর গর্ভে

১২৬১ ত্রিপুরাব্দের পৌষমাসে জ্যেষ্ঠ কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার চতুর্থ পত্নী জাতীশ্বরী দেবীর গর্ভে ১২৬৩ ত্রিপুরাব্দের ১৩ মাঘ দ্বিতীয় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তদনন্তর তৃতীয় পত্নী চন্দ্রেশ্বরী দেবীর গর্ভে এক কন্যা ও জাতীশ্বরী দেবীর গর্ভে তৃতীয় কুমার রোহিনীচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রজমোহন ঠাকুর ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া পদে পদে অপমানিত হইতে লাগিলেন। এক এক সময় চাকলে রোশনাবাদ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য বিক্রীত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা নিবাসী খ্যাতনামা বাবু (পশ্চাৎ রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আগরতলায় উপস্থিত হইয়া অল্পকাল মধ্যে মহারাজকে অঋণী করিবেন প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিতে উদ্যত হইলে অন্যান্য অমাত্যবর্গের পরামর্শে মহারাজের গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিলেন। গুরুর প্রতি মহারাজের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি কদাচ গুরুর আজ্ঞা অবহেলন করিতেন না। এইজন্য দক্ষিণারঞ্জনের নিয়োগপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া করযোড়ে বলিলেন "প্রভো! আমি চাকলে রোশনাবাদ রক্ষার উপায় দেখিতেছি না।

নিরুপায় হইয়া আমার রাজ্য ও জমিদারির ভার আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম, আপনি রক্ষা করুন।” ১২৬৫ ত্রিপুরাব্দের ১৬ আষাঢ় বিপিনবিহারী ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। শুভক্ষণে তিনি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গুরু বিপিনবিহারী বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না, তথাচ তিনি বুদ্ধিবলে ও সুকৌশলে সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিপিনবিহারী জানিতেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্র প্রাণান্তেও তাঁহার বাক্য অবহেলা করিবেন না, তথাপি তিনি নৃপতি কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ অমাত্য ব্রজমোহন ঠাকুর, গোলোকচন্দ্র সিংহ ও গুরুদাস বর্দ্ধনের মত গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। বিপিনবিহারীর সুশাসনে রাজ্য ও জমিদারির আয় বৃদ্ধির সূত্রপাত হইল। তিনি আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ঋণ পরিশোধ ও ধন সঞ্চয়ের পথ পরিষ্কার করিলেন। বিপিনবিহারীর সমস্ত সংগুণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ দোষ ছিল; ১—তিনি সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন; ২—আশু লভ্যজনক না হইলে তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। ৩—তিনি জমি জমা সংক্রান্ত কার্য্য ভালরূপ জানিতেন না, এইজন্য অর্থব্যয় করিয়া যে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে হয় ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেন না; এজন্য

তাঁহার শাসনকালে রাজ্য ও জমিদারির সীমান্ত স্থানে স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে।

কোন কোন ত্রিপুর নৃপতির রাণী ও শালা সম্বন্ধি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজ কোষের দুর্নিবার্য্য শত্রু হইয়া থাকেন। রাজ-কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই ইঁহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু বিপিনবিহারীর শাসন কালে এই সকল ব্যক্তির কোন রূপ মুখব্যাদানের অধিকার ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "সিপাহি বিদ্রোহ" সময়ে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরা পতির নিকট আসিতেছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটীস রাজ্য দিয়া কাছাড়াভিমুখে প্রস্থান করেন। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্ব্বক আগরতলার নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফাঁসী হইয়াছিল। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের ২৫ শে অগ্রহায়ণের ৩২০ নং চিঠী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরারাজ্যের উত্তর বিভাগে, বিদ্রোহী সৈন্যগণের অনুসন্ধান ও গতিরোধ

জন্য ত্রিপুরসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণকে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য মহারাজের পক্ষে গোলোকচন্দ্র সিংহ মহাশয় "পলিটীকেল অফিসার" স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। *

মহারাজ ঈশানচন্দ্র স্বীয় পুত্র ব্রজেন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র কে যুবরাজ ও বরঠাকুরের পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন। কুমার নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্র ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনুকম্পায় সেই সেই পদ লাভের অভিলাষী হইলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে মহারাজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ ও অন্যান্য কয়েকটী গুরুতর কার্য্যের পরামর্শ জন্য গবর্ণমেন্টের অনুমত্যনুসারে চট্টগ্রামের কমিসনর বক্‌লেণ্ড সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহাম সাহেবকে আগরতলায় প্রেরণ করেন। তিনি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ আগষ্ট কমিসনর সাহেব নিকট যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট করেন

* গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলিয়া ত্রিপুরারাজ্য দখল ও ত্রিপুরাপতিকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রচার করেন। জজ মেটকাফ্ সাহেব গবর্ণমেণ্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করেন।

তাঁহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ :—"কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সৈন্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ তাহাতে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার নিজ সৈন্য উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন। নিবিড় অরণ্যে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কুকিদিগের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবে না, আগামী শীত ঋতুতে মহারাজ তাঁহার অধীনস্থ বৃহৎ একদল কুকি সেনা দুরন্ত কুকিদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন, আমার বিশ্বাস মহারাজ সরল ভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।"

"যুবরাজ এবং বরঠাকুর নিযুক্ত সম্বন্ধে আমরা আরও ৩। ৪ বৎসর তাঁহাকে উৎপীড়ন না করি, ইহা মহারাজ প্রকাশ করিলেন ; তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল যে, তিনি ঐ কালের পর বর্ত্তমান দাবিদার ঠাকুর নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বীয়পুত্র দ্বয়কে ঐ দুইটি পদে নিযুক্ত করিবেন। উক্ত ঠাকুরদ্বয়কে তিনি ঐ দুই পদের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। ঠাকুর দ্বয় ঐ দুই পদে নিযুক্ত হইলে গুরু নিশ্চয়ই রাজ্য হইতে তাড়িত হইবেন। স্বীয়পুত্র দ্বয়কে ঐ দুই পদে নিযুক্ত করিয়া গুরুর ক্ষমতা অবিচলিত ভাবে রক্ষা করাই মহারাজের অভিপ্রায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।"

"গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পর্ব্বত ত্রিপুরা (টপোগ্রাফিকেল সার্ভে) জরিপ করিবার কারণ মহারাজের সম্মতি প্রদান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, উক্ত জরিপী কার্য্য, যে প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে এবং ইহাদ্বারা যে মহারাজের কোন ক্ষতির কারণ নাই তাহাও বলা হইয়াছিল, এই প্রস্তাবে মহারাজ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় এক্ষণ মহারাজের সেই মত নাই,এজন্য আমি তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারি না। নির্ব্বোধ, অজ্ঞ, অবিনীত গুরু গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সরল ও নির্দ্দোষ কার্য্যকেও তাঁহার ক্ষমতার প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করে।"

তদনন্তর কমিসনর বক্লেণ্ড সাহেব কুমিল্লায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট বকলাণ্ড সাহেবের মত অনুমোদন করেন। কমিসনর বক্লেণ্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ নবেম্বর একখণ্ড রোবকারী ত্রিপুরাপতির নিকট প্রেরণ করেন। এই রোবকারিখানাকে গবর্ণমেণ্টের সহিত ত্রিপুরাপতির সন্ধিপত্র বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরার স্বাধীনতার প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না; মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে যুবরাজ নিযুক্ত কবিবেন ইত্যাদি বিষয় ঐ রোবকারীতে লিখিত আছে। এই রোবকারীর একখণ্ড ইংরেজি অনুবাদ পশ্চাৎ সন্নিবিষ্ট হইবে।

এই সময় জিলা ত্রিপুরার জমিদারগণ ১০০ বিঘার ন্যূনপরিমাণ "অসিদ্ধ" নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। সরাইলের জমিদারের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামী চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত "সিদ্ধ" "অসিদ্ধ" নিষ্কর বাজেয়াপ্তের জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তিনি অবস্থানুসারে উন্মত্তবৎ বল প্রয়োগ ও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরম ধার্ম্মিক ঈশানচন্দ্র মাণিক্য গুরুর পদ যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন "প্রভো! এই কার্য্য হইতে বিরত হউন। আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অনেক নিষ্কর দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল নিষ্কর মধ্যে যদি কাহারও সনন্দ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা হরণ করিলে আমাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে।" স্বার্থান্ধ গুরু বলিলেন, "বাবা! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া আমি তোমার আয় প্রায় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিব।" গুরুর এই বাক্য মহারাজের কিছুমাত্র প্রীতিকর বোধ হইলনা। প্রথমেই বলক্রমে একজন রাজপুরোহিতের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার কর ধার্য্য করিলেন। তাহার বন্দোবস্তী পাট্টাতে মহারাজের মোহর অঙ্কিত করিবার জন্য গুরু সেই পাট্টা লইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইলে, মহারাজ পুনর্ব্বার গুরুকে বলিলেন "প্রভো! এই কার্য্য হইতে বিরত হউন।"

গুরু বলিলেন "বাবা! তাহা হইবে না।" এই কথা বলিয়া গুরু মহারাজের বাক্স খুলিয়া মোহর গ্রহণ করত তাহাতে কালী মাখাইয়া মহারাজের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আমার আজ্ঞা পালন জন্য তোমাকে এই পাট্টায় মোহর করিতে হইবে।" গুরুভক্তি পরায়ণ নৃপতি গুরুর আজ্ঞা পালন জন্য "শ্রীগুরু আজ্ঞা" মোহর তাহাতে অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মভীরু নৃপতির হৃদয় ও হস্ত কম্পিত হইল। ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মহারাজ একখণ্ড চিঠী লিখিতে ইচ্ছা করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন, কিন্তু লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিলেন না, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে ৩৩ বৎসর বয়ক্রমে (১২৭১ ত্রিপুরাব্দে) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য জীবনান্তকর বাতব্যাধী রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কয়েক মাস অন্তে তিনি চিরজীবনের জন্য শয্যাশায়ী হইলেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে স্বপরিবারে বাস করিবার জন্য একটী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সেই অট্টালিকা প্রস্তুত হইলে ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ মহারাজ নূতন গৃহে প্রবেশের দিনাবধারণ করিলেন।

একদা মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মহিষীগণ এবং তাঁহার বিমাতা মহারাণী রত্নমালা যুবরাজ এবং বরঠাকুর নিয়োগ

সম্বন্ধে কি করা হইবে, ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে মহারাজ বলিলেন, "আমার পুত্রদ্বয় শিশু, আমি শারীরিক নিতান্ত অসুস্থ, এরূপ অবস্থায় আমার পুত্রগণকে ঐ দুইপদে নিযুক্ত করিয়া আমার মৃত্যু হইলে, আমার দুরন্ত ভ্রাতৃগণ তাহাদের প্রাণবধ করিবে। যদি কাহাকেও নিযুক্ত না করি তাহা হইলে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বর আমাকে রোগ মুক্ত করিলে ২।৩ বৎসর পর ব্রজেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে ও নবদ্বীপচন্দ্রকে বড় ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করিব।"

নির্দ্দিষ্ট ১৬ই শ্রাবণ পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে মহারাজ ঈশানচন্দ্র নূতন নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে (প্রায় ১০ ঘটিকার সময়) অসাধারণ গুরুভক্তি-পরায়ণ প্রজারঞ্জক মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ৩৪ বৎসর বয়ক্রমে লোকান্তর গমন করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর ৪ দিবস অন্তে (৪ আগষ্ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) ত্রিপুরার জজ, ম্যাজেষ্ট্রট প্রভৃতি সাহেবগণ নিকট একখণ্ড রোবকারী উপস্থিত হইল। সেখানা এইরূপ :—

[illegible]

"রোবকারী কাছারি এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা, হুজুর শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এপক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত, রাজত্ব ও জমিদারি শাসন বিষয়ী কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোহ ৺ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণ বিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই এমতেই এপক্ষের খান্দানের চিররীতিমতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তা পদে দ্বিতীয়পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এবিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত মাজেষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।"

মোকাবেলা শ্রীশ্রীসহী। মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত
শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন। মোহরের।
পেস্কার।

বীরচন্দ্র ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণ প্রচার করিলেন যে, "মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস এই সকল নিয়োগ করিয়াছেন।" কিন্তু জনসাধারণ বলিতে লাগিল "মহারাজের মৃত্যুর পর গুরু বিপিন বিহারী, ঠাকুর ব্রজমোহন, গোলোকচন্দ্র সিংহ ও গুরুদাস বর্দ্ধন প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ পরামর্শ করিয়া বীরচন্দ্র ঠাকুরের যোগে এই রোবকারী সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত মহারাজের পুত্রগণ নাবালক, এই সূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারি খাস মেনেজমেণ্ট নিতে পারেন; কিম্বা

দুর্দ্দান্ত কুমার নীলকৃষ্ণ আগরতলায় উপস্থিত হইয়া মৃত মহারাজের স্ত্রী, পুত্র ও প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজ্যাধিকার করিতে পারেন, দ্বিবিধ আশঙ্কাই এই রোবকারী সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।”

চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ “এই রোবকারী অসত্য” এইরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সমীপে ত্রিপুরারাজ্যের দাবিদার বলিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিপুরার মাজেষ্ট্রট, চট্টগ্রামের কমিসনর নিকট রিপোর্ট করিলেন। কমিসনর সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে,“ত্রিপুরাপতি ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে, ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকগুলি দাবিদার উপস্থিত; তন্মধ্যে বীরচন্দ্র রাজা এবং ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের নাবালক পুত্রদ্বয় (ব্রজেন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র) যুবরাজ ও বরঠাকুর স্বরূপ এক্ষণ দখলকার আছেন। অতএব আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট একজনকে দখলকার রাজা স্বীকার করিয়া অন্যান্য দাবিদারগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইয়া জমিদারিতে স্বত্ব সাব্যস্থ করিবার জন্য উপদেশ করিলেই চলিতে পারে।”*

কমিসনর সাহেবের রিপোর্টের প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর” বীরচন্দ্র ঠাকুরকে ত্রিপুরার

* *Commissioner's letter to the Secretary to the Government of Bengal. No 359B. Dated 7th August* 1862.

ডিফেক্‌টো" রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্যান্য দাবিদারকে উচিত পন্থা অবলম্বনার্থে উপদেশ প্রদান করেন।

অল্পকাল মধ্যেই বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ জমিদারির দাবিতে দেওয়ানী আদালতে দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য যুবরাজ প্রভৃতি নিয়োগ না করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিবাদী বীরচন্দ্র, গুরু বিপিন বিহারী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর সহিত চক্রান্ত করিয়া যুবরাজাদি নিযুক্ত হওয়া মিথ্যা প্রচার পূর্ব্বক এই সম্পত্তি অন্যায়রূপে দখল করিয়াছেন। মৃত মহারাজার জীবিত ভ্রাতৃগণ মধ্যে তাহারা জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাহারাই রাজত্ব ও জমিদারির সত্বাধিকারী বটেন।

নীলকৃষ্ণ অতিরিক্ত এই বলিলেন যে, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের বিবাহিতা পত্নী (ঈশ্বরী) গণের গর্ভজাত সন্তান মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ সুতরাং তিনিই রাজ্য ও জমিদারির অধিকারী। চক্রধ্বজ বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহেন।

উভয় মোকদ্দমায় মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ণনাদ্বারা উত্তর প্রদান করিলেন যে, তিনি ঈশানচন্দ্র দ্বারা যুবরাজি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই রাজ্য ও জমিদারির অধিকারী। যুবরাজ প্রভৃতির অভাবে মৃত রাজার নিকট

সম্পর্কিত ব্যক্তিই তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, বাদিগণ তদ্রূপ ব্যক্তি নহেন।

মৃত মহারাজার জীবিত ভ্রাতৃগণ মধ্যে প্রকৃত পক্ষে চক্রধ্বজই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। নীলকৃষ্ণ তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের অবৈধপুত্র নির্ণয় করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কারণ তাহা না হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতে পারেন না, স্বার্থান্ধ নীলকৃষ্ণের এবংবিধ কার্য্য দ্বারা ত্রিপুর-রাজবংশের লুক্কায়িত কুৎসা প্রচারের সূত্রপাত হইল। রাজবংশধরগণ যে কার্য্যে লজ্জা বোধ করেন নাই, আমরা তাহাতে লজ্জা বোধ করিতেছি। আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিব না।

ইষুধার্য্য হওয়ার পর তিন পক্ষই অধিকাংশ "ঠাকুর লোক" কে সাক্ষী মান্য করিলেন।

আবুল ফাজেল যাঁহাদিগকে "নারায়ণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর ও অন্যান্য উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অধুনা ঠাকুর লোক বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। ব্রিটীসাধিকারের পূর্ব্বে ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু অধুনা ইহারা মহারাজের অনুগ্রহ প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গুরু যৎকালে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের ঋণ পরিশোধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি এই সকল ঠাকুর লোকের বৃত্তি

হ্রাস ও অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা গুরুরপ্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু ঈশানচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহারা গুরুর কিছুমাত্র অনিষ্ট কল্পনা করিতে পারেন নাই। যখন উল্লিখিত মোকদ্দমায় "ঠাকুর লোক" দিগের নাম সাক্ষীর ইসিমনবিসী ভুক্ত হইল, তখন তাঁহারা সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বীরচন্দ্রকে বলিলেন, "মহারাজ! হয় আমাদিগকে বিদায় দিন, নচেৎ গুরুকে অবসর করুন; আমরা তাঁহার অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না।" তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্র এবম্প্রকার অবস্থায় পতিত ছিলেন যে, তিনি কোন রূপেই "ঠাকুরলোক" দিগকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুকে রাজ্য হইতে তাড়িত করিলে, তিনি চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া দাড়াইতে পারেন। সুতরাং ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৭১ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভে গুরুকে অবরুদ্ধ করিলেন * এবং

* গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য পূর্ণানন্দ সিংহ ঐ অব্দের ২১ আষাঢ় ও গুরুর ভ্রাতা নবকৃষ্ণ গোস্বামী ৯ ভাদ্র জেলা ত্রিপুরার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে দুই খণ্ড দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণানন্দের দরখাস্তে জয়েন্ট মাজেষ্ট্রেট মিলেট ১৮৬৩ খৃঃ ৬ই জুলাই ও নবকৃষ্ণের দরখাস্তে ম্যাজেষ্ট্রেট আর, এল, মেঙ্গল সাহেব ঐ অব্দের ২৪ আগষ্ট

"ঠাকুরলোক" দিগের সম্মতিক্রমে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার ব্রজমোহন ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময় ত্রিপুরা পর্ব্বত মধ্যে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতির একটী পরাক্রমশালী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে দলবদ্ধ থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরের সৈনিককার্য্যনির্ব্বাহ করিত, এইজন্য ইহারা জমাতিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা সেই পরাক্রমশালী জমাতিয়াগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ওয়াখিরায় হাজারি নামক জনৈক কর্ম্মচারীর অত্যাচারে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জমাতিয়াদিগকে দমন করিবার জন্য মহারাজ প্রথমতঃ যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে কুকি সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা হইয়াছিল। কুকিগণ অপনাদের বিজয় চিহ্ন স্বরূপ নিহত জমাতিয়াদিগের মুণ্ড লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই সকল মুণ্ড ভীতি প্রদর্শক বিজয়ী কেতন স্বরূপ সুদীর্ঘ বংশোপরি বিলম্বিত হইয়াছিল। *

যে হুকুম দেন, তাহাতে বিপীন বিহারী ব্রিটিশ প্রজা নহেন বলিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে তাঁহারা অসম্মত এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* এই বীভৎস ঘটনা সম্বন্ধে ত্রিপুরার তদানীন্তন ম্যাজেষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন।

The heads of this (Jamatyas) were cut off

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র এই সময় মানবলীলা সংবরণ করেন।

ব্রজমোহন ঠাকুর গুরুর অবরোধ হইতে সমস্ত শাসন ভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রধান ঠাকুরগণ তৎকালে "রণ মুখো সিপাহির" ন্যায় নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগদ্বারা স্বীয় অনুকূলে নীলকৃষ্ণ ও চক্রধ্বজের মোকদ্দমায় সাক্ষী দেওয়াইবার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর সেই সময় কূর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।* তাঁহাদের এবম্প্রকার ব্যবহার অবগত হইয়া ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজেষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব জলন্ত ভাষায় স্বীয় রিপোর্টে কমিসনর সাহেবকে তাহা জানাইয়াছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি গুরুর শাসন প্রণালীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তৎকালে গুরুর জন্য কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেন না, কিন্তু এক্ষণ ঠাকুরগণ নিতান্তস্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের ভয়ে হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া আছেন। †

---

and are now hanging up *in terrorem* at Agurtollah.

* কৌর্ম্মং সঙ্কোচমস্থায় প্রহারমপিমর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালস্ত নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ॥

হিতোপদেশ, বিগ্রহ, ৫১ শ্লোক।

† The Raja is utterly helpless to control his immediate dependants or defend himself in the event of a combined revolt.

তিন পক্ষেই বাচনিক প্রমাণ উপস্থিত হইল। রাজ পরিবারস্থ কয়েকটী মহিলা এবং অল্প কয়েকজন ঠাকুরলোক বাদিগণের উক্তি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অধিকাংশ ঠাকুর লোক ও রাজ কর্ম্মচারী * সেই রোবকারি খানাকে সত্য বলিয়া বীরচন্দ্রের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন এই সময় আদালতে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার সংঘটন হইল। মৃত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের বিধবা পত্নীগণের পক্ষে বীরচন্দ্রের মঙ্গলার্থে তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত করা হইল।

স্থানীয় বিচারপতি, জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন বাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১জুন বীরচন্দ্রের যুবরাজী মিথ্যা সাব্যস্ত করিলেন এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ চক্রধ্বজকে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের অবৈধপুত্র অবধারণ করিয়া নীলকৃষ্ণের অনুকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। অপরিণামদর্শী নীলকৃষ্ণের আর সহ্য হইল না। তিনি সেই ডিক্রীর বলে অগোণে ডিক্রীজারি ক্রমে চাকলে রোশনাবাদ ২০ দিবসের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন।

বীরচন্দ্র হাইকোর্টে আপীল করিলেন। সেখানেও মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পত্নীগণের পক্ষে বীরচন্দ্রের অনুকূলে

*মহারাজ বীরচন্দ্রের নিজের তিনটী ভৃত্য ও মহারাজ ঈশানচন্দ্রের কর্ম্মচারী উল্লেখে আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

আপত্তি উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট রাণীগণের দরখাস্তের প্রতি প্রধান সদর আমিনের অবজ্ঞা দর্শনে তাঁহার কার্য্যের প্রতি বিশেষ সন্দিহান হইলেন এবং ইহাতেই নীলকৃষ্ণের অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর চিপ জষ্টিস নরমেন ও জষ্টিস কেম্প, ঈশানচন্দ্রের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রগণের অনুপস্থিতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে নীলকৃষ্ণ অপেক্ষা বীরচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী উত্তরাধিকারী অবধারণ এবং বীরচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের দ্বারা যুবরাজের পদে নিযুক্ত হওয়া সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া ঈশানচন্দ্রের নাবালক পুত্রগণের অভিভাবিকা রাণীগণ, বীরচন্দ্র যুবরাজের পদে নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতেছেন না, এমতাবস্থায় এসম্বন্ধে অন্য তদন্ত নিষ্প্রয়োজন ; প্রধানত এই হেতুবাদে বীরচন্দ্রের আপিল ডিক্রী ও নীলকৃষ্ণের মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।

হতভাগ্য চক্রধ্বজ ও হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টও তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের অবৈধ পুত্র নির্ণয় করিলেন।

গুরুর অবরোধের পর হইতে ব্রজমোহন ঠাকুর ত্রিপুরার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অকূল সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছিলেন। এক্ষণ তিনি গুরুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অভিজ্ঞ কর্ণধারের ন্যায় ত্রিপুরার কর্ণধারণ

ঢ়তার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কুরলোকদিগকে কৌশলে হস্তগত করিয়া বিশেষ াহিত প্রায় সাড়েপাঁচ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ান। প্রাচীন প্রণালী অনুসারে রাজা ও প্রজার মঙ্গল সাধন করত রাজ্যের উন্নতি বিধান জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার শাসনে মোকদ্দমা সমূহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদ্বারাও সামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

নীলকৃষ্ণ হাইকোর্টের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে প্রিবি কৌ-ন্সেলে আপীল করিলেন। প্রিবি কৌন্সেলে নীলকৃষ্ণ, ঈশান চন্দ্রের জীবিত পুত্রগণকে অবৈধ প্রকাশ করত কেবল ভ্রাতৃ দ্বয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের তর্ক মীমাংসায় বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ্চ প্রিবিকৌন্সেল নীলকৃষ্ণের আপিল অগ্রাহ্য করেন। তদনন্তর বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিসনর লর্ড এইচ, ইউলিক, ব্রাউন সাহেব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া খেলাত ও সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ত্রিপুর সিংহাসনে স্থাপন

করিলেন। রাজ্যাধিকার কালে মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর গবর্ণমেণ্টকে ১২৫টী স্বর্ণ মুদ্রা নজর প্রদান ছিলেন। ১২৭৯ ত্রিপুরার ২৭ ফাল্গুন (১৮৭০ খৃঃ বীরচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

মহারাজ বীরচন্দ্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল নীরদ-মালায় সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় ক্ষীণভাবে কাল যাপন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রিবি কৌন্সেলের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নির্ণীত হওয়ার পর, ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি পার্ব্বত্য ত্রিপুরার "ডিজুর" রাজা স্বীকৃত হওয়ার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। বিষ্ণুশর্ম্মার পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধ ফলবতী হইতে চলিল। মহারাজ বীরচন্দ্র শত্রুর পরিবর্ত্তে মিত্র নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল বিবরণ ক্রমে যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সামন্ত নরপতিদিগের সম্বন্ধে "নজরানা রিজলিউসন" নামক যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন তাহাতে লিখিত আছে যে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, স্বাধীন রাজ্য নহে, অথচ ত্রিপুরা পতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সন্ধি বন্ধন নাই। ত্রিপুরেশ্বর গবর্ণ মেণ্টকে কোনরূপ কর প্রদান করেন না, কেবল রাজ্যা-ভিষেক কালে গবর্ণমেণ্টকে "নজর" প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সকল হেতুবাদে গবর্ণমেণ্ট অবধারণ করেন যে, ত্রিপুর নরপতিগণের মৃত্যুর পর, পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ত্রিপুরা রাজ্যের এক বৎসরের উৎপন্নের অর্দ্ধাংশের ও পুত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইলে রাজ্যের এক বৎসরের সমস্ত রাজস্ব "নজর" প্রদান করিতে হইবে।" দীর্ঘ কাল অন্তে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট স্থচিকার রন্ধ্রে কুঠার প্রবিষ্ট করাইলেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত খেলাতের মূল্যের প্রায় ত্রিংশাংশ এবং মহারাজ ঈশানচন্দ্র খেলাতের তুল্য মূল্য এবং মহারাজ বীরচন্দ্র তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক "নজর" প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণকে লক্ষ লক্ষ টাকা "নজর" প্রদান করিতে হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ নবেম্বর চট্টগ্রামের কমিসনর ত্রিপুরেশ্বরকে জানাইয়াছিলেন যে "স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ফরেণ সেক্রেটারী এচিসন সাহেব ভারতীয় নরপতি বর্গের সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারিগণের অনুগ্রহ প্রদত্ত রাজ্য নহে।" ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ্চ শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রিবি কৌন্সেলের বিচারপতি লিখি-

লেন যে, ত্রিপুরার রাজা যদিও (চাকলে রোশনাবাদের) জমিদারির জন্য ব্রিটীস ইণ্ডিয়ার আইন ও বিচার আদালতের অধীন বটেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ত্রিপুরা পর্ব্বত নামক একটী বৃহৎ রাজ্যের স্বাধীন নরপতি বটেন। কিন্তু ইহার ১বৎসর ১৫ দিবস অন্তে মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের এক বিংশতি দিবসান্তে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, "পার্ব্বত্য ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য নহে"* সুতরাং তাহার অধিপতিগণকে পূর্ব্বোল্লিখিতমত "নজরানা" প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালে ঈশানচন্দ্রের একমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সর্ব্বনাশ সাধনানুষ্ঠানে ও গীত বাদ্যাদির আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন। সুতরাং উপযুক্তরূপে স্বীয় স্বত্ত্বাধিকার গবর্ণমেণ্টকে দেখাইলেন না।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের যে কয়েকটী কর্ম্মচারী মহারাজ বীরচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুরু বিপিনবিহারী কিরূপে অবরুদ্ধ হন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের কিঞ্চিদূন ৪ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৬ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ

* ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই "ট্রিগনমেটিকেল" সারভে দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরারাজ্য জরিপ আরম্ভ করেন। উক্ত জরিপী কার্য্য শেষ হওয়ার পর সম্ভবতঃ ১৮৬৫ কিম্বা ৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট" স্বাধীন ত্রিপুরা শব্দ কর্ত্তন করত " পর্ব্বত ত্রিপুরা " লিখিতে আরম্ভ করেন।

মাসে গুরু অবরুদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার প্রায় এক মাস অন্তে গোলোকচন্দ্র সিংহ মানে মানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র ফাল্গুনের ২৭ তারিখে সিংহাসন আরোহণ করেন, চৈত্র মাস আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়। বৈশাখ মাসে সচিবকুলতিলক ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ হন। দেওয়ান গুরুদাস পদচ্যুত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন। বিশ্বনাথ অবস্থা দর্শনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রিপুরাবাসী সর্ব্বসাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে দিন, বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন সেই দিবস মহারাজ ঈশানচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মহিষী ও প্রধান কর্ম্মচারিগণ মহারাজ বীরচন্দ্রের উপকারার্থ যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, ঈশান চন্দ্রের পুত্র বীরচন্দ্রের পর ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহাদের আশা ষোল কলায় পূর্ণ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন! যে দিন মহারাজ বীরচন্দ্র ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লর্ড ইউলিক ব্রাউন দ্বারা ত্রিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবস মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা ঈশানচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র একটী গৃহ মধ্যে

অনাহারে অবরুদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রায় এক বৎসর তিন মাস নবদ্বীপচন্দ্র, মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রাজভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই কাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র অপহরণ করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র "নবদ্বীপচন্দ্র নগর" নামক একটী জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র বলেন, "নবদ্বীপচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য নবদ্বীপের বিমাতা মহারাণী রাজলক্ষ্মী ও মহারাণী চন্দ্রেশ্বরী তাঁহাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন।" বোধ হয় সেই অপরাধেই অল্পকাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীর "খেয়াইস নামক তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রত্যপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এইরূপে মহারাজ বীরচন্দ্র স্বীয় দুর্দ্দান্তশত্রু ঈশানচন্দ্রের পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যগণকে নির্য্যাতন করিয়া ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই ভাদ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের সহায় বলিয়া, কয়েক জন ঠাকুরলোককেও নির্য্যাতন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ব্রজমোহনকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র স্বয়ং রাজ্য ও জমিদারির শাসন ভার গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা পত্রে লিখিত হইয়াছিল ; কিন্তু ঈশানচন্দ্রের সময়ের

কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আগরতলায় একজন সাহেব ও দুই জন বাঙ্গালি নিযুক্ত হইলেন। সাহেব একজন ইংরেজ, তাঁহার নাম ডবলিউ, এফ, কেম্পবল, তিনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার চাকলে রোশনাবাদের মেনেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কেম্পবল সাহেব নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। রামমাণিক্য বর্ম্মণ দেওয়ান হইলেন। তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। রাম মাণিক্য নিতান্ত কুটীল নীতিপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাকে ক্ষুদ্র চাণক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। পেস্কার হইলেন, মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র কাশীচন্দ্র দাস। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বর্ণনা করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান হইলেন, কুমিল্লা জজ আদালতের উকীল,—কণিকশিষ্য মুন্সী ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। নবদ্বীপচন্দ্রকে যুবরাজী না দিয়া সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়া, মহারাজ বীরচন্দ্রকে পরামর্শ প্রদান করেন। মহারাজ সেই পরামর্শের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রোশনাবাদের দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণের শাসনে ত্রিপুরার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল।

কয়েক মাস অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া ব্রজমোহন ঠাকুর

অনাহারে অবরুদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রায় এক বৎসর তিন মাস নবদ্বীপচন্দ্র, মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রাজভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই কাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র অপহরণ করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র "নবদ্বীপচন্দ্র নগর" নামক একটী জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র বলেন, "নবদ্বীপচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য নবদ্বীপের বিমাতা মহারাণী রাজলক্ষ্মী ও মহারাণী চন্দ্রেশ্বরী তাঁহাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন।" বোধ হয় সেই অপরাধেই অল্পকাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীর "খেয়াইস নামক তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রত্যপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীরচন্দ্র স্বীয় দুর্দ্দান্তশত্রু ঈশানচন্দ্রের পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যগণকে নির্য্যাতন করিয়া ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই ভাদ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের সহায় বলিয়া, কয়েক জন ঠাকুরলোককেও নির্য্যাতন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ব্রজমোহনকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র স্বয়ং রাজ্য ও জমিদারির শাসন ভার গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা পত্রে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু ঈশানচন্দ্রের সময়ের

কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আগরতলায় একজন সাহেব ও দুই জন বাঙ্গালি নিযুক্ত হইলেন। সাহেব একজন ইংরেজ, তাঁহার নাম ডবলিউ, এফ, কেম্পবল, তিনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার চাকলে রোশনাবাদের মেনেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কেম্পবল সাহেব নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। রামমাণিক্য বর্ম্মণ দেওয়ান হইলেন। তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। রাম মাণিক্য নিতান্ত কুটীল নীতিপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাকে ক্ষুদ্র চাণক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। পেস্কার হইলেন, মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র কাশীচন্দ্র দাস। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বর্ণনা করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান হইলেন, কুমিল্লা জজ আদালতের উকীল,—কণিকশিষ্য মুন্সী ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। নবদ্বীপচন্দ্রকে যুবরাজী না দিয়া সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়া, মহারাজ বীরচন্দ্রকে পরামর্শ প্রদান করেন। মহারাজ সেই পরামর্শের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রোশনাবাদের দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণের শাসনে ত্রিপুরার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল।

কয়েক মাস অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া ব্রজমোহন ঠাকুর

সাহেব কালকবলিত হইলেন। প্রায় এক বৎসর তিন মাস কাল নানা প্রকার যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করিয়া কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে স্বীয় মাতাকে লইয়া দীন হীনের বেশে কুমিল্লায় উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র যৎকালে নবদ্বীপের সর্ব্বনাশ সাধন মানসে তাঁহার অমাত্যবর্গকে লইয়া নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতেছিলেন; বেলবেড়িয়ার রাজ প্রাসাদে বসিয়া বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তৎকালে পার্ব্বত্যত্রিপুরায় জনৈক পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তের প্রস্তাব, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হওয়ার জন্য যে কেবল ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তের প্রয়োজন হইয়াছিল এমত নহে, ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বদিকস্থ "লুসাই" নামক কুকিজাতির অত্যাচার নিবারণ ও তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কয়েকটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্টের নিযুক্তি তাহার অন্যতম।* যদিচ এই কার্য্যে মহারাজ সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করেন নাই, কিন্তু

* Lord Mayo also advocated placing a Political Agent in Hill Tipperah.
Mackenzee's North-East Frontier of Bengal. Page 303.

ইতিহাস লেখক ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট প্রজা সাধারণের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তির প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক এ, ডবলিউ, বি, পাওয়ার সাহেব প্রথম পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লায় উপস্থিত হইবার অল্প কয়েকদিন পরেই পাওয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময় দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী (আইন) প্রণীত হয়; ইহার পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের লিখিত আইন ছিল না।

নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে চাকলে রোশনাবাদের দাবিতে দেওয়ানী আদালতে নালীস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুতরাং তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্রকে পুনর্ব্বার ঠাকুর লোকদিগকে হস্তগত করিবার প্রয়োজন হইল। পক্ষান্তরে দেওয়ান রামমাণিক্য ও পেস্কার কাশীচন্দ্রের মধ্যে স্বার্থ সাধন লইয়া বিষম কলহ উপস্থিত হইল। মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের পর ঠাকুরগণকে নির্য্যাতন জন্য কাশীচন্দ্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। এক্ষণ রামমাণিক্য সেই ঠাকুরলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া কাশী-

চন্দ্রকে নির্য্যাতন করিবার জন্য বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কাশীচন্দ্র যারপর নাই লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইলেন; কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া পদচ্যুত হইলেন না। ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের শীত ঋতুতে পুনর্ব্বার ঠাকুর লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে ভাগাভাগীতে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নাজির দীনবন্ধু মন্ত্রী হইলেন, গৌরচন্দ্র ঠাকুর আপীল আদালতের বিচার ও বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতীচরণ ঠাকুর মাজেষ্ট্রেট ও তোষাখানার অধ্যক্ষ হইলেন। কিন্তু পাহাড় আদালতের অর্থাৎ পার্ব্বতীয় প্রজাগণের বিচার কার্য্য ঠাকুর পার্ব্বতীচরণ ও সুবা জগমোহন নির্ব্বাহ করিতেন। আনন্দকিশোর ঠাকুর দেওয়ানী আদালতের প্রথম বিচারক ও রাজকীয় ধনাগারের অধ্যক্ষ হইলেন। দেওয়ান রাম মাণিক্য ও পেস্কার কাশী-চন্দ্র মন্ত্রীর অধীনে রহিলেন। কেম্পবল চাকলে রোশনাবদের মেনেজার হইয়া কুমিল্লায় গমন করিলেন।

প্রধান ঠাকুরগণকে নামতঃ কয়েকটী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্যের মূল সূত্র মহারাজের হস্তেই রহিল। অথচ কার্য্যের প্রতি মহারাজের উপযুক্ত দৃষ্টি রহিল না। তৎকালে সঙ্গীত, চিত্র ও অন্যান্য বিলাসিতায় মহারাজ সম্পূর্ণ নিমগ্ন রহিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সেই সময় ক্রমে ক্রমে আগর-

তলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।* অযোধ্যার অধিপতি ওয়াজিদ-আলীর অধঃপতনের পর এইরূপ সঙ্গীত সমিতি ভারতের অন্য কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

চিত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙ্গালি অধিক বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ও অন্যান্য বিলাসিতার কার্য্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল।

মহারাজ বীরচন্দ্র যৎকালে নানাপ্রকার বিলাসিতায় নিমগ্ন ছিলেন। বীন, রবাব, সারদ, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র নিনাদে ও গায়কগণের রাগ রাগিণীর আলাপে যৎকালে তাঁহার বিলাসভবন প্রমোদিত হইতেছিল, ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট

---

* সুরবীন বাদক	...	নিশার হুসন।
রবাব, বীন ইত্যাদি বাদক	...	কাশেমআলি খাঁ।
এছরাজ বাদক	...	হাইদর খাঁ।
সেতার বাদক	...	নবীনচাঁদ গোস্বামী।
বেহালা বাদক	...	হরিদাস।
পাখোয়াজ বাদক	{	কেশবচন্দ্র মিত্র। পঞ্চানন মিত্র, রামকুমার বসাক।
সারদ বাদক		* * *
গায়ক	..	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, যদুনাথ ভট্ট এবং আরও কতকগুলি গায়ক ও বাদক মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

সেই সময় বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমান্তে চিরশান্তি স্থাপন জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা সেই বিবরণ সংক্ষেপে যথাস্থানে বর্ণনা করিব। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কাছাড় ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে কুকিদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য দুইটী বৃহৎ সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই সদভিপ্রায় যে পূর্ব্বপ্রান্তে চিরশান্তি স্থাপন জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা ইতিহাস লেখক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যখনই কুকিদিগের দ্বারা কোনরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তখনই ত্রিপুরেশ্বরগণ "ইহারা আমার প্রজা নহে।" কিম্বা "আমার শত্রু (উদাহরণ স্বরূপ যথা শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, মধুচরণ, নীলকৃষ্ণ প্রভৃতি) কুকিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য এই কাণ্ড করিয়াছেন। এবম্প্রকার অমূলক কিম্বা আংশিক সমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমারেখা প্রদর্শন করিবার সময় উপস্থিত হইলে বিশেষ আগ্রহের সহিত টেপাই নালার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।*

* The Raja of Tipperah indeed claims Supremacy over all the villages west of the Tipai,

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তান পেম্বারটন টেপাই নালাকে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং কাছাড়ের ত্রিসীমা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যসীমা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি; কিন্তু যে দিন হইতে কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ কাণ্ডজ্ঞান হীন হইয়া আত্মকলহে রত হইয়াছেন, যে দিন হইতে মনোহারিণী "লাইছাবি" গণ * ত্রিপুর রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহাদের বলবীর্য্য অসিত পক্ষীয় ইন্দুর ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। দুর্ব্বল ও বিলাসী নরপতির রাজ্যসীমা জগতে চিরকালই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে ও এচিসন সাহেবের "সনন্দ সংগ্রহ" গ্রন্থের সহিত বাঙ্গালা ও ব্রহ্মার যে মানচিত্র † প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই মানচিত্রে "স্বাধীন ত্রিপুরা" রাজ্যের আয়তন যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,

---

but practically his authority was never acknowledged east of the Chatterchoora Range.

Letter from J. W. Edgar Esq. Civil officer with Cachar column of the Lushai expeditionary force. To the Commissioner of Dacca Division, dated 3rd April 1872.

* লাইছাবি—মণিপুরী অবিবাহিতা যুবতী।

† Map of the acquisitions of British Territory in Bengal and the Burmese Provinces. 1862.

অধুনা তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত ও লুসাই প্রদেশ পরিমাপ করিয়া সীমারেখা নির্ণয় জন্য পলিটিকেল এজেণ্ট পাওয়ার সাহেব অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহার রিপোর্ট অনুসারে হিচক ও জাম্পুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লঙ্গাই নদী ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণীত হইয়াছে। ফলতঃ ত্রিপুরাপতিকে সীমান্ত রক্ষায় অক্ষম জানিয়াই * ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমারেখা সঙ্কুচিত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বপ্রান্ত-বাসী মানববৃন্দের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কারণ যদি দুর্দ্দান্ত লুসাইদিগের বসতিস্থান ত্রিপুর রাজ্যসীমার অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে মহারাজ কখনই তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিতে পারিতেন না। সুতরাং সেই দুর্দ্দান্ত কুকিগণ তাহাদের চির অভ্যস্ত নরহত্যা, গৃহদাহ, লুটপাট প্রভৃতি কার্য্য অবাধে নির্ব্বাহ করিত। মহারাজ বীরচন্দ্র দৃঢ়রূপে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় পত্নী, পুত্র, শ্যালক প্রভৃতি প্রিয়দর্শন আত্মীয়বর্গকে সামান্য জমায় যে

* The Lieutenant Governor agrees with all the officers whose oppinions he has had, that we cannot expect the Raja of Tipperah to orgauise an efficient frontier defence.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. Page 482.

সমস্ত তালুক ক্রমে ক্রমে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব * প্রায় তৃতীয়াংশ খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবার জন্য যেরূপ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল, তাহার জন্য মহারাজা বাহাদুরকে অন্ততঃ বার্ষিক যেই পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হইত, মহারাজ তাহা করিবেন দূরে থাকুক, যে সামান্য কয়েকটী গারদ তিনি সীমান্ত প্রদেশে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সর্ব্বদা তাহাও উপযুক্ত রূপে রক্ষা করিতেছেন না। মহারাজ আগরতলায় বসিয়া আমোদ প্রমোদে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতেছেন আর তাঁহার সীমান্ত রক্ষক সৈন্যগণ সময় সময় বেতনাভাবে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় নিবিড় অরণ্যে বসিয়া ফল মূল ভক্ষণে জীবন যাপন করিতেছে। †

পলিটিকেল এজেণ্ট আগরতলায় উপনীত হইবার অল্প-কাল পরে তাঁহার উপদেশ অনুসারে বিচারাদালত গঠিত হইয়াছিল। তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন

* Land Revenue.

† In most cases the Political Agent found the sepoy's pay in arrears and no ammunition provided for their muskets.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. *pp.* 320-321.

কাল হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মহারাজ স্বয়ং করিতেন। ১২৮২ ত্রিপুরার আষাঢ় মাস হইতে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার জন্য মহারাজ "খাসআপীল আদালত" নামে একটি বিচারালয় সংস্থাপন করেন। এই বিচারাদালত কোন কোন অংশে প্রিভিকৌন্সেলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। মঞ্জুরী দানের ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, ছত্রমাণিক্যের বংশধর রাজা মুকুন্দরাম রায় ও (দ্বিতীয়) ব্রজমোহন ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের বিচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

রাজধানীতে বসিয়া কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করিতে পারেন না। প্রাচীনকালে জনৈক রাজকর্ম্মচারী কিছুকালের জন্য কৈলাসহরে বাস করিয়া, সময় সময় উত্তর ভাগের কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণ কৈলাসহর উপবিভাগ সৃষ্টি করিয়া মহারাজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তকে তাহার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। আইন বহির্ভূত প্রদেশের ডিপুটী কমিশনরগণ যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন, দুর্গাপ্রসাদ বাবু সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই দুর্গাপ্রসাদ বাবু সুশাসন দ্বারা কৈলাসহর বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া, তথায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই সময় আগরতলায় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ঋণ বৃদ্ধি হইতে চলিল। ভাগাভাগীতে ঠাকুর লোকদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, মহারাজ স্বয় প্রধান কতকগুলি নায়ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গায়ক, বাদক ও রাজদরবারের অন্য চাটুকারবর্গও মহারাজের অতিরিক্ত অনুগ্রহ লাভ করিয়া, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুনায়ক ও বিলাসিতার ব্যয়ই বিশৃঙ্খলা ও ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য একটি ভাল লোক নিযুক্ত করিবার কারণ পলিটিকেল এজেণ্ট মহারাজকে অনুরোধ করেন। চাকলার মেনেজার কেম্পবল সাহেব কুমিল্লার সব রেজেষ্টার বাবু নীলমণি দাস কে সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া, মহারাজ সমীপে প্রকাশ করিলেন। মহারাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে বাবু নীলমণি দাসের সার্ব্বিস পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৭ আগষ্টের অনুমতি দ্বারা ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দের ভাদ্র মাসে নীলমণি দাস সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা যুক্ত দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন।

নীলমণি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলে মন্ত্রীর প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং অনুপযুক্ত মন্ত্রী দীনবন্ধু সদর মেজেষ্ট্রেটের পদে অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। নীলমণি দাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, ব্রিটীস অনুকরণে আবকারী (মাদক দ্রব্য

সংক্রান্ত) বিভাগ ও ষ্টাম্প সৃষ্টি, দলীল রেজেষ্টারির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারি সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং তমাদি আইন প্রণয়ন করেন। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশকে উত্তর বিভাগের ন্যায় উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে "উদয়পুর" বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, বাবু উদয়চন্দ্র সেন কে তাহার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উদয়পুর বর্ষাকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এজন্য সোনামূড়া নামক স্থানে সদর ষ্টেসন স্থাপন করা হইল। ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দের বর্ষাকালে মহারাজ বীরচন্দ্র ঢাকায় যাইয়া, গবর্ণরজেনেরল লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন নরপতি রাজ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। দর্শন কালে যদিচ গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর মহারাজের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিদর্শন প্রদান না করায়, জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বাবু নীলমণি দাস সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, আয়বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছিলেন। এমন সময় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র চাকলে রোশনাবাদের দাবিতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামে ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। (১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ ৩৫ নং মকদ্দমা) সুতরাং নীলমণি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন।

কুমার নবদ্বীপচন্দ্র স্বীয় আবেদন পত্রে বলিলেন যে,

তাঁহার পিতা মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত না করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, স্নুতরাং শাস্ত্র মতে তিনিই স্বর্গীয় মহারাজ এবং কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী।

মহারাজ বীরচন্দ্র এক সুদীর্ঘ বর্ণনা দাখিল করিয়া অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহার তিনটী আপত্তিই উল্লেখ যোগ্য যথা ১—এবম্প্রকার মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার ব্রিটীস আদালতের নাই। ২—বাদী দাসীর গর্ভজাত সন্তান।* স্নুতরাং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনি ঈশানচন্দ্রের ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ৩—মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, স্নুতরাং রাজবংশের চিরপ্রচলিত প্রথামতে যুবরাজই রাজ্যাধিকারী বটেন।

* এবার মহারাজ বীরচন্দ্র, নীলকৃষ্ণের প্রদর্শিত কুপথ অবলম্বন করিলেন। তাহার পাল্টা স্বরূপ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র প্রমাণ উপস্থিত করিলেন যে, "মহারাজ বীরচন্দ্রের মাতা দাসী স্বরূপ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটী সন্তান হওয়ার পর তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।" চক্রধ্বজের মোকদ্দমায় হাইকোর্টের মান্যবর জজগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাঁজা ইচ্ছা করিলে সন্তানের জন্মের পর তাহাকে বিধিসিদ্ধ করিতে পারেন। W. R. Vol. I. p. 194. এই সম্বন্ধে ইতিহাস লেখকের মত অন্যরূপ তাহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

নবদ্বীপচন্দ্রের অনুকূলে ১৪টী সাক্ষী মাত্র উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের অন্তিমকালের চিকিৎসক দুইজন, এবং ঈশানচন্দ্র ও বীরচন্দ্রের "সভাপণ্ডিত" ত্রিপুরা-জেলার সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত, পণ্ডিত রামদুলাল বিদ্যাভূষণের জবানবন্দী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা উভয় পক্ষের মানিত এবং সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহারাজ বীরচন্দ্রের বেতনভোগী ছিলেন। তাঁহারা সরল ভাবে আদালতে প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র বীরচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করেন নাই। মহারাজ বীরচন্দ্রের অনুকূলে প্রায় ত্রিশজন সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ঠাকুরগণ পূর্ব্বে নীলকৃষ্ণের ও চক্রধ্বজের মোকদ্দমায় বীরচন্দ্রের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহারা দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যে নবদ্বীপের মাতা দাসী ছিলেন এবং ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।"*

* দুর্গামণি যুবরাজের মোকদ্দমায় অধিকাংশ ঠাকুর লোক তাঁহার অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এজন্য সাময়িক নরপতি মহারাজ রামগঙ্গা তাঁহাদিগকে সপরিবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। (*Mackenzie's N. E. Frontier of Bengal.* p. **274.**) দুই বৎসর অন্তে দুর্গামণি রাজদণ্ড ধারণ করত তাঁহাদের শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস কোন ঠাকুর সাময়িক নরপতির

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ফাউল সাহেবের দ্বারা এইরূপ অবধারিত হয় যে, এই মোকদ্দামার বিচার করিবার অধিকার ব্রিটীস আদালতের আছে। নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং শাস্ত্রানুসারে তিনি তাঁহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী; কিন্তু বীরচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র দ্বারা যুবরাজী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কুলাচারানুসারে তিনিই রাজ্যাধিকারী বটেন।

তদনন্তর হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমার আপীল হইল। হাইকোর্টের জজগণ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখের নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিলেন। দেওয়ান নীলমণি দাস হাইকোর্টের হুকুম শ্রবণ করিয়া হর্ষচিত্তে কলিকাতা হইতে আগরতলায় উপনীত হইলেন।

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেনা। স্বাধীন ত্রিপুরার আদালত সমূহে যখন রাজসরকারের বিরুদ্ধেকোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন বিচারক ঠাকুরগণের বিবেকশক্তি কোন কোন সময়ে কূর্ম্মের হস্তপদের ন্যায় সংকুচিত হইয়া থাকে। (*Bengal Administration Report.* 1888-89.) সামান্য কোন বিষয় সম্পত্তির জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে যখন ঠাকুরগণ এরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া থাকেন, সেস্থলে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে যে, তাঁহারা কি করিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

১২৮৯ ত্রিপুরাব্দের কার্ত্তিক মাসে ব্রিটীস দণ্ডবিধির অনুকরণে দেওয়ান নীলমণি জনৈক নরহন্তাকে ফাঁসী দ্বারা প্রাণদণ্ড করেন। ইহার পূর্ব্বে ফাঁসী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই।

এই সময় নীলমণি বাবুর যত্নে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিল-দিগের পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।*

বাবু নীলমণি দাস কর্ম্মঠ এবং কার্য্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন না, এজন্য অধীনস্থ সুচতুর ও বুদ্ধিমান সুপারেণ্টেডেণ্ট (অধুনা দেওয়ান) বাবু রাজমোহন মিত্র এবং অন্য একজন কর্ম্মচারী হইতে গোপনে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের শীত ঋতুতে বাবু নীলমণি দাস চাকলে রোশনাবাদের দক্ষিণ বিভাগ পরিদর্শন জন্য গমন করেন। এই সুযোগে তাঁহার শত্রু দীনবন্ধু তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল গঠন করেন। ইঁহাদের পরামর্শে মহারাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যের একজন প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেওয়ান (নিলমণি দাস) কে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। সরলচিত্ত নীলমণি এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। অল্পকাল মধ্যে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

* ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের ২৭ আষাঢ়ের রোবকারী।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর পুনর্ব্বার গরুর পরিবর্ত্তে অজা দ্বারা হল কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দীনবন্ধু পুনর্ব্বার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন (১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের শেষ ভাগে)।

এই সময় শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া "দিল্লীর দরবারে" "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সামন্ত নরপতিবর্গের ন্যায়, ত্রিপুরা পতিকেও একটি পতাকা (বেনার) দান করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরার মহারাজকে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) "মহারাজ" উপাধি দান করেন। যে ত্রিপুর নরপতিগণ নরমান কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পূর্ব্ব হইতে "মহারাজ" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, মুসলমান সম্রাটগণ যাঁহাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; ভারতে ব্রিটীস সাম্রাজ্য সংস্থাপন হইতে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোবকারী সমূহে ব্রিটীস কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাদিগকে "মহারাজ" কিম্বা "মহারাজ বাহাদুর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মহারাজ বংশীয় মহারাজকে গবর্ণমেণ্ট "মহারাজ" উপাধি দান করিলেন ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক।

১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে যুবরাজ রাধাকিশোর খাস আপীল আদা-

লতের জনৈক বিচারপতি নিযুক্ত হন। সুবিখ্যাত মন্ত্রী ব্রজ মোহন ঠাকুরের পুত্র বিজ্ঞবর ধনঞ্জয় ঠাকুর উদয়পুর বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ বিজ্ঞবর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সহকারী মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া দীনবন্ধুকে "প্রধান মন্ত্রী" উপাধি প্রদান করিলেন। দীন বন্ধু প্রতিভাশালী ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘকাল মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের দরবারে উপস্থিত থাকিয়া কূটনীতিতে কিয়ৎ পরিমাণ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। * সুতরাং তিনি রাজদরবারে আত্ম প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য একটী দল সৃষ্টি করিলেন। মহারাজের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী মহাদেবী, † ও উক্ত মহিষীর ভ্রাতা ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ এবং কুমারগণের শিক্ষক রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মন্ত্রী দীনবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক হইলেন। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া দীনবন্ধু ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধুনগর, তারানগর প্রভৃতি কতকগুলি বৃহৎ আবাদি তালুক ও প্রচুর

---

* এই দীনবন্ধু কিছুকাল গোপনে কুমার নবদ্বীপের পক্ষ ছিলেন। পুনর্ব্বার মহারাজ বীরচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করত নবদ্বীপের মর্ম্মান্তিক শত্রুর ন্যায়, তাঁহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক বীরচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

† মহারাণী ভানুমতী দেবী যে, স্বীয় স্বামীর উপর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বেলবেডিয়ার নামক রাজ প্রাসাদেও ঘোষিত হইয়াছিল।

Bengal Administration Report 1882-83.

আয় বিশিষ্ট বনকর লাট কামথানা প্রভৃতি মহাল অল্প জমায় ইজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরধ্বজও ঐরূপ অল্প জমায় বনকর খোয়াই প্রভৃতি ইজারা ও কতক তালুক গ্রহণ করিলেন। এই উপায় দ্বারা দীনবন্ধু ও নরধ্বজ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাবর্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান হইলেন। মহারাণী ভানুমতী বিশালগড় পরগণা ও আগরতলা পরগণার কিয়দংশ অল্প জমায় তালুক গ্রহণ করত রাজ পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালিনী হইয়াছিলেন। রাধারমণ এবম্প্রকার ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি সামান্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুর রাজদরবারে অসাধারণ আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারাজের প্রাইবেট সেক্রেটারী হইলেন। এইরূপে ঘোষ বংশধর রাধারমণ দ্বারা বর্ত্তমান ষড়যন্ত্রকারী দলের বীজ রোপিত হইল।

এই দলের প্রভাবে মহারাণী রাজেশ্বরীর গর্ভজাত, (যুবরাজ রাধাকিশোরের অনুজ)—মহারাজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কুমার দেবেন্দ্র ও নৃপেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া—চতুর্থ কুমার (ভানুমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র) সমরেন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজ বীরচন্দ্র "বরঠাকুর" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন। (১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ)

এই ক্ষমতাশালী দলের কৌশলে বিজ্ঞবর শম্ভুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ ক্ষমতা প্রচার কিম্বা আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চিঠী পত্র লেখা পড়ার কার্য্য লইয়া, তিনি প্রধানত সময় কর্ত্তন করিতেন। তদ্ব্যতীত কদাচিৎ কোন সময় বিচার ও বন্দোবস্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে "পাহাড় আদালত" নামক বিচারালয় এবালিস হইয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতে অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরারাজ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। যদিচ কোন সময়ে কোন ক্রীতদাসী গৃহিণী পদবী লাভ করতঃ পরম সুখে জীবন যাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাহাদের জীবন চিরকষ্টময় হইয়াছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এই জঘন্য প্রথা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত থাকার সংবাদ অবগত হইয়া তাহা উঠাইয়া দিতে যত্নবান হন। গবর্ণমেণ্টের উপদেশে বাধ্য হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের ১৭ আষাঢ় ঘোষণাপত্র প্রচার পূর্ব্বক এই প্রথা রহিত করেন।

১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে গবর্ণমেণ্ট আগরতলায় পলিটিকেল এজেণ্টের পদ এবালিশ করেন। তৎপরিবর্ত্তে জেলা ত্রিপুরার মেজেষ্ট্রেট "এক্সওফিসিউ" পলিটিকেল এজেণ্ট হইলেন। তাঁহার অধীনে ডিপুটী মেজেষ্ট্রেট বাবু উমাকান্ত দাসকে

আগরতলায় এসিষ্টাণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

১২৮৯ ত্রিপুরাব্দে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র পুনর্ব্বার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এবার তিনি সেই রোবকারির বলে * চাকলে রোশনাবাদে ভাবী অধিকারিত্ব সংস্থাপন ও ভরণ পোষণের জন্য বৃত্তি † পাওয়ার প্রার্থনা করিলেন।। ত্রিপুরার জজ টাওয়ার সাহেব (১৮৮১ খ্রীঃ ২৪ জানুয়ারি) তাঁহার বৃত্তি মাসিক ৬০০৲ টাকা অবধারণ করেন। বাদী, বিবাদী উভয় পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ৭০ বৎসর অন্তে ব্রিটিশ বিচারাদালতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই মোকদ্দমায় তাঁহারা অবধারণ করিলেন যে, "ত্রিপুরাধিপতি একজন স্বাধীন নরপতি, তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই।" এই কথাটা শুনিতে বড়ই মধুর। গবর্ণমেণ্টের "নজরানা রিজলিউসন" প্রচারের পরেও কলিকাতা হাইকোর্টের মান্যবর বিচারপতিগণ পার্ব্বত্য ত্রিপুরাকে "স্বাধীন ত্রিপুরা" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সম্রাট স্বরূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের এবম্প্রকার বিচার সম্পূর্ণ মূল্য হীন হইলেও হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি যে, কতকগুলি উপায়হীনের হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় চিরকালের তরে বিদ্ধ হইয়াছিল,

* ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।　　† Maintinance.

তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। দুর্গামণি যুবরাজ বনামে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের নামীয় মোকদ্দমায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারকগণ অতি সুন্দর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।* চাকলে রোশনাবাদ কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্য কোন নরপতির স্বার্জ্জিত সম্পত্তি নহে। ইহা কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরদিগের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি। বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি মেনেজার স্বরূপ ইহার অধিকারী (রাজা) হইয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তির প্রতি ত্রিপুর নৃপতিগণের সর্ব্বদাই ঔদাসিন্য দৃষ্ট হয়। কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুক শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নরপতিগণ সর্ব্বদাই স্বীয় পরিবারবর্গ ও শালা সম্বন্ধীর ভরণ পোষণ লইয়াই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু চাকলে রোশনাবাদ কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্য বিভক্ত হইলে

---

* Respondent should hold the zemindary subject to the usual charge for maintionance of members of the family, and other established disbursements.

Extract from the Decision of Suder Dewanny Adawlut. Dated 24th March, 1809. Ramganga Deo. Appillent *Vs.* Doorgamonee Jubraj. Respdt.

যাঁহারা এক একটী প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা কেহই উপযুক্তরূপে অন্নবস্ত্র পাইতেছেন না। অর্থাভাবে তাঁহাদের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, কন্যার বিবাহ দেওয়া অসাধ্য হইয়াছে। প্রাচীন কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে আমরা এই অন্যায় অত্যাচার আংশিক ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্ত্তমান মহারাজের সময়ে এই অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য সময় সময় লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয় হইতে দেখা গিয়াছে। অন্যায় অত্যাচারে উৎপীড়িত রাজবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি * দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নররুধিরে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াছেন। প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট রাজবংশজদিগের বীরত্ব প্রকাশের পন্থা রুদ্ধ ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ যে, তাঁহাদের ন্যায়-সঙ্গত বৃত্তি সাময়িক নরপতি হইতে আদায় করিয়া লইবেন, সেই পন্থাও হাইকোর্টের উল্লিখিত নিষ্পত্তি পত্র দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণ

* ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে ঠাকুর নীলকৃষ্ণ, শম্ভুচন্দ্র, রামকানু, ভগবানচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, মধুচন্দ্র প্রভৃতির নাম আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাঁহারা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আমরা ভরসা করি, সম্রাট স্বরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই ইহার প্রতীকার করিবেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে যদি আত্মসর্ত্তের সময়ে সম্রাটত্ব ঘোষণা করিয়া, উপায় হীনের বেলায় অন্ধত্ব অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই কলঙ্ক চিরকাল ইতিহাস পটে ঘোষিত হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেক্রেটারী পিকক সাহেবের যত্নে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র, মহারাজ হইতে সামান্য বৃত্তি (মাসিক ৫২৫ টাকা) প্রাপ্ত হইতেছেন। সুতরাং এস্থলে তিনি আমাদের লক্ষ্য নহেন। রাজবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তির অবস্থা প্রকৃত পক্ষেই শোচনীয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ও বিদ্যা শিক্ষার কোন রূপ সুবন্দোবস্ত না করেন, তাহা হইলে ইঁহাদের দ্বারা দস্যু তস্কর প্রভৃতির শ্রেণী বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে।

কুমার নবদ্বীপচন্দ্রের দ্বিতীয় মোকদ্দমা প্রথম আদালতে নিষ্পত্তি হইলে, মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর এক অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তৎসাহায্যে ষড়যন্ত্র-কারিদলের পূর্ণ বিকাশ হইয়া উঠিল। "১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে তদানীন্তন পলিটিকেল এজেণ্ট বোণ্টন সাহেব ষড়যন্ত্রকারীদলের প্রাধান্য এবং তাহার বিষময় ফলের কথা অতি কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।" কিন্তু

বক্ষ্যমান ঘটনা দ্বারা ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্ষমতা ও অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইল। অর্থনাশের স্রোত শতমুখী গঙ্গার ন্যায় প্রবলাকার ধারণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসভ্য ত্রিপুরাজাতির জলাচরণ রূপ ভীষণ সমাজ বিপ্লব তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া, রাজকোষের অর্থনাশ, পদে পদে রাজ পদের অবমাননা, * নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ এবং ষড়যন্ত্রকারিদল ও তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইল। ত্রিপুররাজকুল চন্দ্রবংশীয় হউক আর নাই হউক, ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ অতি আদরের সহিত তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাসী আর্য্যগণ স্মরণাতীত কাল হইতে রাজবংশটীকে অতি যত্নের সহিত যথাসম্ভব সমাজ অঙ্কে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্নবান ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া

* In consequence of a movement for raising the status of certain persons, and amongst others the Maharaja, as Hindus, which was set on foot about the end of the year 1880-81, the Maharaja lost much of the respect of his people, and was also put to considerable expense.

Bengal Administration Report. 1882-83.

কলাপ সর্ব্বদা সম্পাদন করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থপর কুচক্রিব্যক্তি পর্ব্বতবাসী সমস্ত ত্রিপুরাজাতিকে ক্ষত্রিয়-বংশজ বলিয়া প্রচার ও রাজপরিবারভুক্ত করত, তাহাদের স্পৃষ্ট জল হিন্দুসমাজে চালাইবার জন্য মহারাজকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। তাহাদের পরামর্শে মহারাজ এরূপ প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, রাজপরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তি ও দূর-দর্শী দুই একজন অমাত্য এই দুরূহ কার্য্য হইতে মহারাজকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হন। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমাজ বিপ্লবের সূচনা দর্শনে কলিকাতা গমন করেন। ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ সকলেই মহারাজের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মহারাজকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করেন যে, বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিতগণকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে পার্ব্বত্য জাতির স্পৃষ্ট জল পান করাইলেই মহারাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। মহারাজ এই কুপরামর্শকে সৎপরামর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বিক্রমপুর নিবাসী কতকগুলি অর্থগৃধ্নু পণ্ডিত ও চাকরিপ্রার্থী "উমেদওয়ার" রাজধানীতে উপনীত হইয়া ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের ২০ মাঘ রজনীতে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে বসিয়া ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল সহ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। শ্রেণীবিভাগ ক্রমে সেই সকল পণ্ডিতগণ

৪। ৫। ৬ শত টাকা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইলেন। জলপায়িদলের নেতৃগণ প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। উমেদওয়ারদিগের স্থান করিবার জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইল।* মহম্মদের শিষ্যগণ যেরূপ ধর্ম্ম প্রচারার্থ এক হস্তে কোরাণ অন্য হস্তে তরবারি লইয়া কিছুকাল জগতে বিচরণ করিয়াছিলেন, জলপায়িদলের নেতৃবর্গ সেইরূপ এক হস্তে ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল এবং (ক্ষমতার অভাবে) অন্য হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ত্রিপুরাবাসী যে সকল হিন্দু রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি লোক চাকরির মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া জলপান করিলেন, অধিকাংশের ভাগ্যেই অর্দ্ধচন্দ্র লাভ হইল। তাঁহাদের স্থল, সেই সকল জলপায়ী উমেদওয়ারগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।† দেবসেবা ও ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল "নগদি-বৃত্তি"

* এই সময় কৈলাসহরের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিক্রমপুর নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত আগরতলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

† All officers who did not join in the movement were removed from the Maharaja's service and thier places filled by those who support it.
Bengal Administration Report. 1883-84.

(বার্ষিক কিম্বা মাসিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা) প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ বন্ধ করিয়া যে মহারাজ নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এমত নহে. তিনি স্বয়ং "ভুবনেশ্বর" নামক এক শিবদেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক যে ৬০৲ টাকা "নগদি বৃত্তি" প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দেবতার সেবাইতগণ ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল পান করে নাই বলিয়া এই অপরাধে দেবতার বৃত্তি বন্ধ হইল। প্রস্তরময় ভুবনেশ্বরের বাক্য উচ্চারণ শক্তি থাকিলে, তিনি অবশ্যই মহারাজ বাহাদুরকে দস্তাপহারী বলিতেন। অত্যাচার উভয় পক্ষেই সমভাবে চলিতেছিল, মহারাজ যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বানাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহাদের শূকর, মোরগ, ছাগী প্রভৃতি আহার বন্ধ করিয়া উপবীত ধারণ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন, সুতরাং তাহাদের আহারের যে নিতান্ত কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে যে সকল ত্রিপুরাবাসী চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেব পরিবারবর্গের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। নগদিবৃত্তি বন্ধ হওয়ায় কতকগুলি মূক দেবতার আহার বন্ধ ও ব্রাহ্মণ পরিবার নিতান্ত কষ্টে পতিত হইলেন। মহারাজ স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত স্থানবাসী হিন্দু-দিগের প্রতি বল ও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ বোধহয় রোমসম্রাট নিরো

কিম্বা খোরা তৈমুরের* ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলে মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালে ত্রিপুরাবাসী লক্ষ্য লক্ষ্য হিন্দুর মুণ্ড ছেদন করত আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ ব্রিটীস সিংহের আশ্রিত এবং আগরতলায় বসিয়া ব্রিটীস পলিটিকেল এজেণ্ট ও এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট ব্রিটীস প্রজাকে রক্ষা করিতেছিলেন। মহারাজের ভীষণ অত্যাচারে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইলেন। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টবাসী সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ ত্রিপুরার হিন্দু সমাজের সহায় হইলেন। তাঁহারা যদিও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুগণের ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভীষণ সমাজ যুদ্ধে মহারাজকে বিশেষরূপে পরাজিত করিলেন। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ সমাজ বিপ্লব বোধহয় কথনও সংঘটিত হয় নাই। ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ এই সমাজ বিপ্লবে আপনাদের জাতীয়ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কতকগুলি অর্থপিশাচ ব্যতীত ঢাকা নিবাসী অপর হিন্দুসাধারণ তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিলেন। রাজকোষ অর্থশূন্য করিয়া, ত্রিপুরারাজ্যকে ঋণজালে বদ্ধ করিয়া, ৭ বৎসর অন্তে এই সমাজ বিপ্লব পরবর্ত্তী মন্ত্রী বাবু মহিনীমোহন বর্দ্ধনের কার্য্য কৌশলে

* তৈমুর লেং। লেং, (লেংরা) অর্থ খোড়া।

নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নূরনগর নিবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রতি মহারাজের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

ভীষণ সমাজবিপ্লবানলে উৎসাহরূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক,—পূর্ণমাত্রায় আত্মস্বার্থ উদ্ধার করিয়া,—রাজ ভাণ্ডার শূন্য করিয়া,—আত্মভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া—১২৯২ ত্রিপুরাব্দের বর্ষাকালে দীনবন্ধু প্রেতুপুরে গমন করিলেন। এই সময়ে মহারাজের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবী পরলোক গমন করেন। মহারাজ তাঁহার শোকে কিছুকাল নিতান্ত কাতর ছিলেন। শীতকালে মহারাজ বালিশিরার পাহাড় ফিল্‌নি মিউর কোম্পানীকে মকররী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন।* সেই টাকা দ্বারা মহারাণী ভানুমতীর পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন জন্য মহারাজ বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃগণও মহারাজের সহিত গমন করেন।

* যেরূপ একরার লিখিয়া দিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ফিলনি মিউর কোম্পানী হইতে নজরানার টাকা গ্রহণ করেন, কোনও বিবেচক ব্যক্তি এইরূপ একরার লিখিয়া দিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পত্নী বিয়োগ শোকে মহারাজ নিতান্ত অধীর ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অমাত্যগণ তৎকালে কি করিতেছিলেন, অসাধারণ নীতিশাস্ত্রবিৎ বিষ্ণু শর্ম্মা এবম্প্রকার মন্ত্রিবর্গকে রাজার প্রকৃত শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহারাজের অনুপস্থিত কালে রাজ্য ও জমিদারির শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মহারাজ একটী সভা গঠন করিয়াছিলেন। যুবরাজ রাধাকিশোর তাহার সভাপতি ও অন্য ৪ ব্যক্তি তাহার সভ্য ছিলেন। যুবরাজ প্রায় ৪মাস বিশেষ দক্ষতার সহিত অবাধে রাজ্য ও জমিদারি শাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।*

মহারাজ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণ কাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে, তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, ষড়যন্ত্রকারিদল তাঁহাদের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। কিন্তু পলিটিকেল এজেন্ট ও এসিষ্টেন্ট পলিটিকেল এজেন্ট এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলেই বিখ্যাত মন্ত্রী ঠাকুর ব্রজমোহনের পুত্র ঠাকুর ধনঞ্জয় কে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। ধনঞ্জয় উদয়পুর বিভাগের শাসন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ও বিশেষ কার্য্যক্ষম বলিয়া যে কেবল প্রজাবর্গের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এমত নহে, ইংরেজ রাজ পুরুষ ও অপর

---

* The arrangement worked well.

Bengal Administration Report. 1882-83.

ভদ্র সাধারণেরও শ্রদ্ধা, প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। * পলিটি-কেল এজেন্টের অনুরোধ রক্ষার্থে নামত দীনবন্ধুর ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র, ঠাকুরধনঞ্জয় দেবকে প্রধান মন্ত্রীর

---

* উদয়পুর বিভাগের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহার যত্নে "ডাইনবলি" নামক লোমহর্ষণ নরহত্যা কাণ্ড রহিত হয়। ঠাকুর ধনঞ্জয়ের এই কীর্ত্তি ইতিহাস লেখক অনন্তকাল ঘোষণা করিবেন। পাক্সিহাম রায় নামক জনৈক রিয়াং সরদারের বাড়ীতে (গ্রামে) কপিরায় নামক এক ব্যক্তি বাস করিত, সাধারণতঃ তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করিয়া কপিরায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে সেই গ্রামের কালাহারিয়াং প্রভৃতি কতকগুলি লোক গরিব কপিরায়কে ডাইন বলিয়া স্থির করিল। তাহারা কপিরায়ের স্ত্রী থিচিমাকে বলিল, "তোমার স্বামী ডাইন হইয়াছে, অতএব তাহাকে বধ করা উচিত।" থিচিমা বলিল, "সে ডাইন হইয়া থাকিলে তাহাকে বধ করিতে পার।" তদনন্তর ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদা দিবা দুই প্রহরের সময় পর্ব্বত মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্যে কালী পূজা উপলক্ষে হতভাগ্য কপিরায়কে বলিদান করা হয়। প্রায় ১০ মাস অন্তে ঠাকুর ধনঞ্জয় এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ অবগত হন। তদনন্তর তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত ইহার তথ্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কালাহা রিয়াং প্রভৃতি ৯জন,—"ডাইন বলি" নামক নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি—কে বিচারার্থে সদরে প্রেরণ করেন, সেসনের বিচারে তাঁহাদের কারাদণ্ড হইয়াছিল।

পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রকারিদলের চক্রান্তে তিনি কিছুমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মন্ত্রণাশক্তি পরিচালন ক্ষমতার প্রতিরোধ জন্য ৭ জন মেম্বর দ্বারা একটী সভা গঠিত হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা প্রাইবেট সেক্রেটারী, মহারাজের সেক্রেটারী হইলেন। সেক্রেটারীর দল পদে পদে মন্ত্রীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। জলাচরণ উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থপিশাচগণ নানা প্রকার উপায়ে লুট পাট করিতে লাগিল। ঋণজালে রাজ সংসার ডুবু ডুবু হইয়াছিল, তথাপি ঋণ করিয়া অর্থ যোগাইবার জন্য মহারাজ মন্ত্রীকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময় মহারাজ বাহাদুর (৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে,) স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী, মহারাণী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই বালিকা "মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবী" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন।

ঠাকুর ধনঞ্জয় তিন বৎসর কাল মহারাজের ও ষড়যন্ত্রকারীদলের উৎপীড়নে নানা প্রকার অপমান ও কষ্ট ভোগ করিলেন। এই সকল বিশৃঙ্খলা দর্শনে গবর্ণমেণ্টের রোষ উদ্দীপ্ত হইল। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়া কিছু দিনের জন্য মহারাজ বাহাদুর "গা ঢাকা" দিতে মনস্থ করিলেন। ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের আরম্ভে ঢাকা বিভাগের স্কুল আসিষ্টাণ্ট

ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেনকে মহারাজ মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করিলেন।*

প্রকৃত পক্ষে বাবু দীননাথ সেন তিন মাসের অধিক আগরতলায় ছিলেন না। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি বনকরের আয় ৬০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেন। সংসার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র ভাবে গঠন করিয়া তিনি সুশৃঙ্খলতার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অল্পকাল কার্য্য করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দীর্ঘকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে মাসিক ৮০০৲ শতের অধিক বেতন রাজসরকার হইতে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন; সুতরাং তিনি রাজকীয় কার্য্য উপলক্ষে ঢাকায় গমন করিয়া, প্রায় তিন মাস অন্তে স্বীয় পদত্যাগ পত্র মহারাজ সমীপে প্রেরণ করেন।

---

* তৎকালে সার রিভার্স টমসন বলিয়াছিলেন :—

If the Maharaja of Hill Tipperah—a State of ancient and distinguished lineage—cannot see his way to an effiective reduction of the personal and other expenses at the capital, the Lieutenant Governor anticipates very little from the exertions of any minister, however energetic and earnest in the way of real reform.

Calcutta Gazette. 22nd September, 1886.

তদনন্তর মহারাজ পুনর্ব্বার মন্ত্রী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। " তুমি সকলের নিকাশ গ্রহণ করিবে তোমার নিকাশ গৃহিত হইবেনা " এবম্প্রকার অঙ্গীকৃত হইয়া মহারাজ কুমিল্লার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বি এলকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন।

১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১০ অগ্রহায়ণ বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় দুইবৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় লুট পাটের প্রশস্ত উপায় " বরাতী " প্রথা বন্ধ করিবার জন্য অতিবাহিত হয়। তাঁহার কৌশলজনক কার্য্য দ্বারা সমাজ বিপ্লবের ভীষণ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সময়েই " চিফ জষ্টিসের " পদ সৃষ্টি হইয়া যুবরাজ খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। (১২৯৭ ত্রিপুরাব্দের মাঘ মাসে।) আপীলের সুযোগ্য ও সুধীর বিচারক উজীর-বংশধর ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেব খাস আপীল আদালতের জজের পদে নিযুক্ত এবং আপীল ও সেসন আদালতের বিচারকার্য্যভার ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয়ের হস্তে স্থায়ীরূপে ন্যস্ত হইয়াছিল।

মোহিনী বাবু প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, কর্ম্মচারিবর্গের বিদায় সম্বন্ধীয় আইন, ও নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ক বিধান প্রভৃতি কয়েকখণ্ড আইন প্রণয়ন করেন।

তিনি মহারাজের প্রিয়পাত্রদিগের ইজারা মহালের খাজানা উপযুক্ত রূপে বৃদ্ধি ও বাকী আদায় করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার কার্য্য কালে রাজ্যের আয় অল্পবৃদ্ধি হইয়াছিল। যুবরাজ বাহাদুরের যত্ন ও উৎসাহে মোহিনী বাবু পার্ব্বত্য জুমীয়া প্রজা বর্গের উন্নতি বিধান জন্য বাঙ্গলায় প্রচলিত প্রথামতে কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য প্রজাদিগের বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক চির প্রচলিত তৈথং (বা তৈথন) প্রথা রহিতের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তিনি ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব্বসীমা প্রসারিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময় ষড়যন্ত্রকারিদলের ও তাহার অন্যান্য শত্রুগণের চক্রান্তে তিনি আগরতলা পরিত্যাগ করেন এবং কুমিল্লা হইতে স্বীয় পদ ত্যাগ পত্র মহারাজ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১২৯৮ ত্রিপুরাব্দের অগ্রহায়ণ।)

১২৯৮ সনের ১১ পৌষ মহারাজ বীরচন্দ্র রাজ্য ও জমিদারি শাসন জন্য একটি মন্ত্রী সভা গঠন করেন। সেই সভা রাজস্ব ও ব্যয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মহারাজের শ্যালক ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ, দুর্য্যোধনের সহচর কর্ণ সদৃশ মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রিয় সহচর ও সেক্রেটারি বাবু রাধারমণ ঘোষ, সুযোগ্য দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ও অনুগৃহীত দেওয়ান হরিচরণ নন্দী এই মন্ত্রী সভার সভ্য হইলেন।

সর্ব্বসাধারণে ইহাকে একটি প্রহসন বিবেচনা করিল। কোন কোন ব্যক্তি উপহাস করিয়া ইহাকে "চারিইয়ারিদল" বলিত। এই সভা রাজকীয় যে অনুমতি পত্র দ্বারা গঠিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল যে, যুবরাজ ও বড় ঠাকুর ইহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন পূর্ব্বক রাজসমক্ষে রিপোর্ট করিবেন। প্রকৃত পক্ষে সেই সভার কার্য্য কলাপ পরিদর্শনের ক্ষমতা যুবরাজ ও বড়ঠাকুরের ছিল কিনা তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে। মাসাধিক কাল অতীত হইতে না হইতে "ইয়ার" চতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। নরধ্বজ ভগ্নধ্বজ হইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট বাবু উমাকান্ত দাস ইহা নিবারণ জন্য যত্নবান হইলেন। চরণ সেনাপতি নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী নিছন্দবতীর সহমরণ উপলক্ষে উমাকান্ত বাবু সতীদাহ নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হন। মোহিনী বাবু উমাকান্ত বাবুর মতানুমোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর "চারিইয়ারি" দলের প্রভুত্বকালে ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা মহারাজ সতীদাহ নিবারণ করেন।*

* The Maharaja has, in accordance with advice given to him, prohibited by a duly promulgated

"চারিইয়ারি" দলের শাসন কালে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্যের আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯৮৪২ টাকা কমিয়াগেল। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, ত্রিপুরার মহারাজকে বারংবার সদুপদেশ প্রদান করিয়াও কোন ফল লাভ হইতেছে না। রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার ও আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য মহারাজ কিছুই করিতেছেন না, অগত্যা গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের শরৎকালে পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিয়ার সাহেব আগরতলায় উপনীত হন। তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার ৫ বৎসরের জন্য মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন বলিয়া লিখিয়াদেন। * পশ্চাৎ উপযুক্ত মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ নিবারণ করেন এবং মহারাজের প্রার্থনা অনুসারে এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট বাবু উমাকান্ত দাসকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করেন।

---

order the practice of *Suttee* which formerly was permitted.

Bengal Administration Report. 1888-89.

* পশ্চাৎ রাজপক্ষ হইতে এরূপ প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, মহারাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পলিটিকেল এজেণ্ট এরূপ লেখাইয়া লইয়াছিলেন।

উমাকান্ত বাবুকে ত্রিপুরা রাজকার্য্যে "মোতায়েন" করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্টের পদ "এবালিস" করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহা অনুধাবন করিলেন না যে, কালক্রমে উমাকান্ত বাবুর অবস্থা নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিবে। একমুণ্ডদ্বারা দুই দেবতার পূজা করা বড়ই কষ্টকর।

১৩০০ ত্রিপুরাব্দের ৪ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রী স্বরূপে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কূর্ম্মনীতি পরায়ণ মহারাজ বীরচন্দ্র, উমাকান্ত বাবুর নিয়োগ পত্রে তাঁহাকে প্রায় সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র ৫টী বিষয়ে মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল।*

---

* নিম্নলিখিত ৫টী বিষয়ে মহারাজের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। ১—অপরাধীর প্রাণদণ্ড, ২—মকররি জমার কোন তালুক প্রদান, ৩—২০০ টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও অবসর, ৪—৫০ টাকার উর্দ্ধ বৃত্তিপ্রাপ্ত ঠাকুরলোকদিগের বৃত্তি বহাল ও বাজেয়াপ্ত, ৫—রাজপরিবার সংক্রান্ত বিষয়। তৃতীয় বিষয়টি বোধ হয়, কেবল ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। বাবু দীননাথ সেনের নিয়োগ কালেও এইরূপ ১০০ টাকার উর্দ্ধবেতনের কর্ম্মচারি বহাল ও বাজেয়াপ্তের অধিকার মহারাজ স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ও নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

Calcutta Gazette. 22nd September, 1886.

রাজ্য ও জমিদারি শাসন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা দূরকরিয়া বাবু উমাকান্ত উন্নতির পন্থা পরিষ্কার করিলেন। তিনি মহারাজের প্রাপ্য বাকী আদায় করিয়া মহাজন ও ও নানা প্রকার প্রাপকের প্রাপ্য দেনা প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়াছিলেন। মহারাজের প্রিয় ও সুচতুর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বেতন প্রায়ই ফাজিল লইয়া যাইতেন, অপর সাধারণ কর্ম্মচারিগণের বেতন দীর্ঘকাল বাকী পড়িয়া থাকিত, তাঁহারা অনাথ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেন। উমাকান্ত বাবু এই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, কর্ম্মচারীগণকে নিয়মিত রূপে মাসিক বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্য বিভাগে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। উমাকান্ত বাবু সৈন্য বিভাগ হইতে অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে অবসর ও স্থানান্তরিত করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম করিয়াছিলেন। ১৩০০ ত্রিপুরাব্দের শাসন বিবরণী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে সামরিক বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৪ জন সৈন্য ছিল।*

উমাকান্ত বাবুর শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী-

* ২৪৫ জন পদাতি সৈন্য, ৫ জন বিগলবাদক, অবশিষ্ট হদ্দাদার (অফিসার)। পুলিস বিভাগে ২৬৪ জন সৈন্য ও হদ্দাদার ছিল। সুতরাং সামরিক ও পুলিস বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫৮ জন লোক দেখা যাইতেছে।

বর্গের চিরস্থায়ী আশঙ্কাযুক্তভাব বিদূরিত হইয়াছিল। বিবিধ সদ্‌গুণ মণ্ডিত যুবরাজ রাধাকিশোর বাহাদুর বিচার বিভাগের উন্নতি বিধান করত ন্যায় বিচারের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজদরবার কিম্বা রাজদরবার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের মোকদ্দমায় বিচারকগণের বিবেক-শক্তি প্রায়ই কূর্ম্মের হস্ত পদের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। * উমাকান্ত [illegible] শাসনকালে সেই দোষের লেশ মাত্র ছিলনা।

পূর্ব্ব হইতে আগরতলায় একটী সামান্য রকমের ইংরেজি-বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। যুবরাজ বাহাদুরের উৎসাহ ও সাহায্যে উমাকান্ত বাবুর দ্বারা সেই বিদ্যালয়টী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট এণ্ট্রেন্সস্কুলে পরিণত হইয়াছিল এবং অসভ্য ত্রিপুরা, কুকি, হালামদিগকে বঙ্গভাষায় শিক্ষা দান জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন ও যত্ন করা হইয়াছিল।

মহারাজের জমিদারীর শাসন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ

---

* Justice is said to be fairly administered when the cases are between subjects and subjects; but when the state or any one having influence in the Durbar, is one of the parties, the presiding officers of the court are said occasionally to appear to lose nerve.

Bengal Administration Report. 1888-89,

জন্য উমাকান্ত বাবু ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। প্রতি বিভাগে এক এক জন সব-মেনেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময় বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার চার্লস ইলিয়ট সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে মহারাজ স্বীয় জমিদারি জরীপ ও জমাবন্দী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করেন।

উমাকান্ত বাবু প্রায় আড়াই বৎসর মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম একবৎসর কাল তিনি বিশেষ বাবুর সহিত অবাধে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; অবশিষ্ট ১।০ বৎসর কাল মহারাজ ও তাঁহার স্নেহপালিত ষড়যন্ত্রকারিদলের সহিত নিয়ত কলহ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র যখন যে মন্ত্রী (প্রধান কর্ম্মচারী) নিযুক্ত করিয়াছেন, তখনই তাহাকে মুক্ত হস্তে ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারিগণও শিশির সমাগমে বীর্য্য-হীন বিষধরের ন্যায় তৎকালে জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছেন। * তদনন্তর যখন মন্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে মহারাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসোচিত কার্য্য

* উমাকান্ত বাবু যৎকালে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সেই সময় ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা রাজ কার্য্য হইতে কিরূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত উমাকান্ত বাবুর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে দ্রষ্টব্য। *Administration of the State of Tipperah*, 1300 *T. E. page 9.*

বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই তাঁহার প্রতি মহারাজের বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে। তখন ষড়যন্ত্রকারিদল গ্রীষ্ম সমাগমে উত্তেজিত কাল-ভুজঙ্গের ন্যায় ফণাবিস্তার পূর্ব্বক মন্ত্রীকে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাবু উমাকান্তকে পদচ্যুত করিবার জন্য চিরন্তন পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সময় ষড়যন্ত্রকারিগণ যে ঘৃণিত ও ভীষণউপায় দ্বারা আপনাদের দলবৃদ্ধি ও উমাকান্ত বাবুকে পদচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার গূঢ়তত্ত্ব ইতিহাসে উল্লেখ করিতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। মনুষ্য স্বার্থসাধনজন্য যে কতদূর নারকীয় ভাব অবলম্বন করিতে পারে ২। ১ জন ষড়যন্ত্রকারী তাহার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

উমাকান্ত বাবু যৎকালে রাজ্যের উন্নতি সাধন জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, মহারাজ সেই সময় তাঁহাকে ত্রিপুরারাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য কিরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বক্ষ্যমান ঘটনা দ্বারা তাহা সামান্যভাবে প্রদর্শিত হইল।

ষড়যন্ত্রকারিগণের পরামর্শে মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, "জরিপ ও জমাবন্দী" কার্য্যে মহারাজের পক্ষে উপযুক্ত তদ্বির চালাইবার জন্য ঢাকলে রোশনাবাদের একজন বিশেষ উপযুক্ত "সাহেব" মেনেজার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এই

রূপে কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহারাজ বীরচন্দ্র সার চার্লস ইলিয়টের বিশেষ পরিচিত (পেনসিয়ান প্রাপ্ত সিবিলিয়ান) মেকমিন সাহেবকে চাকলে রোশনাবাদের মেনেজারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।* বাঙ্গালি চাকর উঠাইবার জন্য সাহেব চাকর নিযুক্ত করা হইল। মেকমিনের নিয়োগ পাকা হইলে মহারাজ বলিলেন, আর অধিক বেতনে দুইজন কর্ম্মচারী রাখা নিষ্প্রয়োজন, যুবরাজ ও বড় ঠাকুর রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন সুতরাং মন্ত্রী রাখা হইবেনা। এই সকল হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজ বাবু উমাকান্তকে পদচ্যুত করিয়া অন্যব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য অনুমতি করিলেন। উমাকান্ত বাবু সেই আদেশ প্রাপ্তমাত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন, এবং মহারাজকে জানাইলেন যে, "গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে আমি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিনা।" গবর্ণমেণ্ট উমাকান্ত বাবুর রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট উমাকান্ত বাবুকে জানাইলেন, যে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লেপ্টে-নেণ্ট গবর্ণর কুমিল্লায় উপনীত হইয়া যথা-কর্ত্তব্য অবধারণ

* Mr Mc'Minn has been appointed to have charge of the Zemindaris and to superintendent the survey on the Maharaja's behalf.

Calcutta Gazette. 4th October 1893.

করিবেন। উমাকান্ত বাবু গবর্ণমেণ্টের হুকুমের বলে "স্বাধীন ত্রিপুরা" শাসন করিতে লাগিলেন। "স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর" মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বেগতিক দেখিয়া পুনর্ব্বার উমাকান্ত বাবুকে লিখিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ সাপেক্ষে আপনাকে মন্ত্রিত্ব কার্য্যে স্থির রাখা গেল।' ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কুমিল্লায় উপস্থিত হন। মহারাজ, যুবরাজ, বড় ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয় এবং ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃ-বর্গকে লইয়া তৎপুর্ব্বেই কুমিল্লায় উপনীত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে উমাকান্ত বাবুকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজ যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর মহারাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে বিবিধ প্রকার কাকুতি মিনতি করিলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিলেন যে, উমাকান্ত বাবুকে উঠাইয়া লইবেন, কিন্তু চট্টগ্রামের কমিসনর কুমিল্লায় উপস্থিত হইলে মহারাজ স্বয়ং কিম্বা (তিনি অপারগ হইলে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ) যুবরাজ ও বড়ঠাকুর তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কমিসনর সাহেব যখন যে বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিবেন, মহারাজ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন। তদতিরিক্ত মহারাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রতিবৎসর (রাজ্য শাসন সংক্রান্ত) "বার্ষিক নিকাশ"* প্রদান করিবেন।

* *Annual Administration Report.*

এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা আমাদের গবর্ণমেন্ট ও ত্রিপুরেশ্বর যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের কোন২ নরপতি কিম্বা পার্ব্বত্য সরদার হইতে এবম্প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য ব্রিটীস গবর্ণমেন্ট অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। "স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর" অদ্য বিনা-মূল্যে ব্রিটীস সিংহের-চরণে সেই "স্বাধীনতা" স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উপহার অর্পণ করিতেছেন, ইহা অবশ্যই গবর্ণমেন্টের সুখের বিষয়। আর মহারাজ বীরচন্দ্র অবশ্যই আগরলতার রাজান্তঃপুরে যাইয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন, যে তিনি উমাকান্ত বাবুকে বরখাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; ইহা অবশ্যই তাঁহার পক্ষে হর্ষের বিষয় বটে।

মহারাজ বীরচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর এইরূপ আদেশ করিলেন যে, উমাকান্ত বাবুর কার্য্যকালের দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তিনি মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিবেন। তদনুসারে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করত ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিন মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেন্ট তাহার স্থায়ি কার্য্য "ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটিতে" তাঁহাকে আলিপুরে প্রেরণ করিলেন। *

* In Hill Tipperah the Minister Rai Umakanta Das Bahadoor was permitted to retire

মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের মনঃপ্রীতির আর একটী কারণ এই হইয়াছিল যে, এক্ষণ তিনি পূর্ব্বের ন্যায় "স্বাধীন" নরপতি হইলেন। আগরতলায় পলিটীকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে "পাইওনিয়র" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল যে:— "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শাসন হইতে উন্মুক্ততা যদি রাজন্যবর্গকে সুখ প্রদান করে এবং সমকক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনের কারণ হয়, তাহাহইলে পর্ব্বত-ত্রিপুরার রাজা নিশ্চয়ই ভারত-বর্ষীয় নৃপতিমণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ও সর্ব্বপ্রধান। যিনি তিনসহস্র বর্গমাইল রাজ্যের অধি-পতি, যাঁহার আদেশই জীবন মরণের একমাত্র ব্যবস্থা, যিনি কাহাকেও কর দেন না, যিনি স্বেচ্ছানুরূপ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা করনির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম, যিনি ব্রিটিস কর্ম্ম-চারীর অনুশাসনের অধীন নহেন, যাঁহার রাজ্য বিদেশীয়গণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিম্বা যাঁহার কার্য্য কলাপ সংবাদপত্র দ্বারা

---

during the year, he had thoroughly reorganized the finauce of State and relieved it of its embar-rassments. His attempts, however to bring the administration of the State into accord with advanced ideas led to complications, and his positions became untenable.

Calcutta Gazette. 4th October, 1893.

সমালোচিত হয় না, এবম্প্রকার গর্ব্বীত স্বাধীনতার উপর একমাত্র এই নরপতিই দণ্ডায়মান বটেন।” *

সম্রাট স্বরূপে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরার সামন্ত নরপতির যে সকল ক্ষমতা বিলোপ করা উচিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা সাধন পূর্ব্বক আগরতলা হইতে পলিটিকেল এজেণ্ট উঠাইয়া লইলেন। ত্রিপুরারাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া, ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্ণয় করত, সীমান্ত প্রদেশ প্রকৃষ্ট রূপে সুরক্ষিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট আগরতলায় পলিটিকেল এজেণ্টের পদ এবালিস করিলেন, কিন্তু ত্রিপুরাপতি কিম্বা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের হস্ত হইতে উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য জনৈক রাজকর্ম্মচারী আগরতলায় সর্ব্বদা উপস্থিত রখা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্যছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল যৎকালে পলিটিকেল এজেণ্ট উঠাইয়া আগরতলায় এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন, তৎকালে আসামের চিফ কমিসনার সাহেব ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। † গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত

* *Pioneer, 4th May* 1870. (*see also Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. page* 561..)

† *Mackenzie's North-East Frontier of Bengal page 320.*

হওয়ায় সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, প্রজা রক্ষার জন্য একজন এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট আগরতলায় রাখার যে প্রয়োজন ছিল, সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। মহারাজ কুমিল্লায় যাইয়া কমিসনর সাহেব নিকট স্বীয় কার্য্যকলাপের নিকাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন ব্রিটিস প্রজা তাঁহা দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, সেই প্রজা "এক্স অফিসিও" পলিটিকেল এজেণ্ট নিকট কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হইয়া কি সেই ঘটনা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে? কথনই নহে। এবম্প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে আগরতলায় জনৈক এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট রাখা সম্রাট স্বরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ইতিহাস লেখক বিবেচনা করেন।

উমাকান্ত বাবু প্রস্থান করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিদল তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজস্ব, বিচার, পুলিস, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের ভার যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্যয়, সামরিক ও পলিটিকেল বিভাগ ইত্যাদি বড়ঠাকুর বাহাদুরের হস্তে রক্ষিত হইল। (!!!) রাজা মুকুন্দরাম রায় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে যে সমস্ত বিভাগের কার্য্য অর্পিত হইল, সেই সকল বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী বহুকাল হইতে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ

করত বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এবম্প্র-কার প্রায় ৩০।৩২ জন কে বিদায় করত তাঁহাদের স্থান ষড়যন্ত্র-কারিগণের আত্মীয় ও অনুগতব্যক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইল। ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা কোন কার্য্যের দায়িত্ব স্পর্শ করিলেন না, অথচ নিঃশঙ্ক ও নিষ্কণ্টক হইয়া স্বীয় আধিপত্য পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর হইল উমাকান্ত বাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কাল মধ্যে যে, রাজ্যের কোনরূপ উন্নতি কিম্বা মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা দৃষ্ট হয় না। বরং এই কাল মধ্যে ত্রিপুরারাজ্যের প্রজা ও ত্রিপুরাবাসী ব্রিটিস প্রজা যে উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহারাজ তাহার প্রিয়পাত্রবর্গকে অল্প জমায় তালুক ও ইজারা প্রদান করত রাজ্যের আয় খর্ব্ব করিয়াছেন।* পক্ষান্তরে দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ত শোষণ

* মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য স্বীয় মহিষী কুটিলাক্ষী দেবীকে চাকলেরোশনাবাদ মধ্যে একটি তালুক প্রদান করেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন। সেই মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিগণ ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ৪মে অবধারণ করিয়াছেন যে, কোন রাজা এই জমিদারির অন্তর্গত কোন ভূমি পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে তালুক দিতে পারিবেনা :—At present it is deemed proper to establish this

করত রাজস্ব ও শুল্ক বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। বিচার বিভাগে বিচারের নাম করিয়া কিরূপ অবিচার হইতেছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু নবকুমার সেন এবং মণিপুরী ও অন্যান্য প্রজাবর্গের গবর্ণমেণ্ট ও পলিটিকেল এজেণ্ট সমীপে দাখিলি আবেদনপত্র তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে যে সমস্ত বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে অধিকাংশ দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছে। যে যুবরাজ বাহাদুর, মহারাজ বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে প্রায় ৪ মাস কাল রাজ্যশাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; যিনি কেবল বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া সেই বিভাগের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধন করত †

custom, that no Raja has the power to grant talookas out of the lands of the said Zemindary এই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, ভাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের (রাজ্য ও জমিদারিস্থিত) তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, আবার সেই মহারাজ বাহাদুরই কল্পতরুর ন্যায় স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, শালা সম্বন্ধি প্রভৃতিকে তালুক প্রদান করত অসাধারণ দাতৃত্বগুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

† The Jubraj, as presiding officer of the Chief Court of justice, is said to have done much

রাজ্যের অন্যান্য মঙ্গল ও উন্নতি জনক কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছেন এবং যাঁহার গুণরাশি অল্পকাল মধ্যে জন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই যুবরাজ বাহাদুর এক্ষণ কেন কলঙ্কের ভাগী হইতেছেন, প্রকৃত পক্ষে বোধ হয়, যুবরাজ বাহাদুর স্বাধীন ক্ষমতা পরিচা-লন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। উপযুক্ত ও ক্ষমতাশালী মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া রাজপুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করা একটি "প্রহসন" বা "ছায়াবাজী" মাত্র। ইহা দ্বারা ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অদৃষ্টরূপে হস্তসঞ্চালন করত তাঁহারা অদ্ভুত নাটকের অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছেন। মহারাজ ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করতঃ সুখে অধঃপাতে যাইতেছেন, পুত্র তাহাকে কিরূপে নিবারণ করিবে।

---

to improve the condition of the Subordinate Courts and of the Jails.

Bengal Administration Report. 1888-89.

The Chief Judge of the Khash Appellate Court is the Jubraj Bahadoor, who as usual took an intelligent interest in the general administration of justice.

Report on the Administration of the State of Tipperah. 1300 T. E.

মহারাজ বীরচন্দ্রের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন ষষ্টিবৎসর হইবে। ঈশ্বরী বা মহারাণী উপাধি প্রাপ্তা তাঁহার তিন পত্নী। তন্মধ্যে যুবরাজ বাহাদুরের জননী মহারাণী রাজেশ্বরী মহাদেবী ও বড়-ঠাকুরের মাতা মহারাণী ভানুমতি মহাদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবী এক্ষণ জীবিত আছেন। তদ্ব্যতীত উপাধি অপ্রাপ্তা তাঁহার আর যে সকল পত্নী আছেন, আমরা তাহার সংখ্যা লিখিতে অক্ষম। আমাদের জ্ঞাত মতে মহারাজের ৯টি পুত্র ও ১৬টি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালির ন্যায়, চক্ষু সুন্দর, নাসিকা উন্নত।

মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয় গ্রন্থই গীতিকাব্য। তাঁহার গীতির অনেকগুলি "বর্জ্জি" বুলিতে রচিত, সেগুলি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণকবি গণের অনুকরণে লিখিত, অনুকরণ হইলেও তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়া পাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সুন্দর

কবিতা কুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিত কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।

মহারাজ উর্দ্দু ও মণিপুরী ভাষায় মাতৃ ভাষার ন্যায় আলাপ করিতে পারেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা সামান্য রূপ অবগত আছেন। তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার; সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষ বর্জ্জিত, বুদ্ধিমান, কূটনীতি-পরায়ণ ও অত্যন্ত বাক্‌পটু। তাঁহার বাক্যন্যাস শক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, সেই ভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি স্বীয় কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার ক্রোধ সংবরণ শক্তি এত অসাধারণ যে, তাহা সহজে কেহ উপলব্ধিকরিতে পারেন না। তাহার হৃদয় দৌর্ব্বল্যই বারংবার মন্ত্রী পরিবর্ত্তন ও ষড়যন্ত্র কারিদলের অন্যায় প্রাধান্যের কারণ।

মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও কোন কোন বিষয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। যদি মহারাজের যত্নে এই সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইত, তাহ

হইলে অদ্য আমরা তাঁহাকে ইদানীন্তন ভারতীয় নরপতি মণ্ডলীর মুকুটমণি বলিয়া ইতিহাসে বর্ণনা করিতাম। প্রকৃত পক্ষে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও কোন কোন মন্ত্রী বা প্রধান কর্ম্মচারীর চেষ্টায় এই সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই মহারাজের কার্য্য কলাপ তাহার প্রতিরোধক হইয়াছে। * প্রজার নিঃশঙ্কভাব ও রাজার প্রতি প্রজার ঐকান্তিক বিশ্বাসই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। কিন্তু ত্রিপুরারাজ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। †

মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র, ত্রিপুরার ভাবি-নরপতি যুবরাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন চত্বারিংশ বৎসর। তিনি শান্ত, সুশীল, দয়ালু, ও

---

* This very unsatisfactory state of affairs is due almost entirely to the want of firmness on the part of the Maharaja.

Calcutta Gazette, 22nd September 1886.

† Sir Rivers Thompson fears that that sense of absolute security, which is essential for the growth of a people's welfare and prosperity, does not exist in Hill Tipperh.

Calcutta Gazette, 22nd Septmber 1886

বিদ্যানুরাগী। * প্রকৃতি তাঁহাকে গুণরাশিতে মণ্ডিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ ঈশানচন্দ্রের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কালে, মহারাজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ক্রমেই সেই স্নেহের হ্রাস দেখা যাইতেছে। মহারাজ প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমার সমরেন্দ্র ও তাঁহার অনুজের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন। তদনন্তর তাহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনী দেবীর গর্ভজাতপুত্র জ্যোতিরিন্দ্র নাথকে ও অভিষিক্ত করিয়াছে। যে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া মহারাজ পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে পুত্র তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যের একমাত্র অধিকারী, সেই পুত্রের প্রতি মহারাজের অবজ্ঞা নিতান্ত বিস্ময়জনক। কুমার সমরেন্দ্রের বিদেশভ্রমণ জন্য মহারাজ

* The hope that the excellent example of the Joobraj would induce many of the Thakurs to apply themselves to study has not been fulfilled. The prince continues to take an intelligent interest in education and in the abministration of the State.

Bengal Administration Report. 1876-77.

বারংবার অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু যুবরাজের মানসিক উন্নতি সাধন জন্য বিদেশ ভ্রমণার্থে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার কারণ যথনই ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুরোধ করিয়াছেন, তথনই মহারাজ স্বীয় দৈন্যদশা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। * আমরা দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি, যে ইহার অভ্যন্তরে কূটনীতির উপাসক মহারাজ বাহাদুরের একটি কূট অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইতিহাস লেখক তাহার যবনিকা উত্তোলন করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু

* It is to be regretted that the education even of the Jubraj, the heir to the Guddi, has been neglected. His younger brother the Barathakur, visited Calcutta at the time of the international exhibition, and is said to have profitted much by what he saw and heard. The Jubraj has, however, never been allowed an opportunity of leaving Agurtola. The Maharaja has frequently been advised to let his eldest son see something of the world, but, as in every thing else pecuniary embarrassments are pleaded as an obstacle to the measure. In view of the liberty conceded to the younger brother, such explanation is scarcely intelligible.

Bengal Administration Report 1883-84.

আমরা ত্রিপুরারাজ্যে "বিজয় বসন্তের" অভিনয় দর্শন না করিলেই সুখী হইব।

বীরবংশ প্রণেতা বুন পণ্ডিত জেরুম বলিয়াছেন "সত্য বলিবে, যদি সত্যবাক্য প্রকাশ দ্বারা অপ্রীতির কারণ উদ্ভব হয়, হউক, তথাপি সত্য গোপন করিবে না" * আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের ইতিহাস শেষ করিলাম। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর জীবিত নরপতি বলিয়া তৎসম্বন্ধে কতগুলি বিষয় আপাতত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উপযুক্ত সময়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব। কিম্বা ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক তাহা সম্পাদন করিবেন।

---

* If an offence come out of the truth, better is it that offence come, than the truth be concealed.
Jerome.
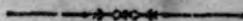
রাজমালা।

তৃতীয় ভাগ।

রাজমালা।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশ।

ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কাছাড়ের নির্ব্বাণ প্রাপ্ত রাজবংশ ও ত্রিপুরার রাজবংশ একমূল হইতে উদ্ভূত। রাজমালার মতে মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৃক্‌পতি উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে কাছাড়ের রাজদণ্ডধারণ করেন। মতান্তরে—কামরূপের পূর্ব্বাংশে ফা—বংশীয়গণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। পর্ব্বতবাসী মানবগণ দ্বারা সেই রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড় রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা রাজবংশের আদি পিতা। সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, কাছাড়ের নির্ব্বাণপ্রাপ্ত রাজবংশ ও ত্রিপুররাজবংশ এক পিতার সন্তান। কিন্তু ঐতিহাসিকতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যৎকালে কাছাড়রাজ-

বংশের এক সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রস্তুত করেন; সেই সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের কল্পনা অশ্বের বল্গা উন্মোচন করিয়া পূর্ণচক্রের ঘোড়দৌড় করিয়াছেন। রাজমালা লেখক যযাতি পুত্র দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুরারবংশাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন; আর কাছাড়ের ব্রাহ্মণগণ তৃতীয় পাণ্ডব ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীকে কাছাড় রাজবংশের আদি পিতা মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বারণাবতের নিকটবর্ত্তী * হিড়িম্ব রাক্ষসের বসতি স্থানকে বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক কাছাড়কে হিড়িম্ব রাজ্য অবধারণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এবম্প্রকার বর্ণনা সমূহকে নিতান্তই কবিকল্পনা বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

আধুনিক নাগাপর্ব্বত জেলারমধ্যে কাছাড় রাজবংশের দুইটী প্রাচীন রাজধানী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর নগরীর প্রাচীন অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। পার্ব্বত্য মানবদিগের উৎপীড়নে ইহাঁরা সেই সকল প্রাচীন রাজধানী

*বর্ত্তমান বদাওনের পশ্চিমদিকে বারণাবত নগরী অবস্থিত ছিল। হিড়িম্বারবন আধুনিক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কাছাড়পতিগণের মাইবাং অবস্থান কালে একটী নিতান্ত ঘৃণাজনক কার্য্য দ্বারা, কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজবংশ মধ্যে একটী লোমহর্ষণ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। জয়ন্তীয়া পতির ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর কলুষিত প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। সেই পাপিষ্ঠ ও পাপীয়-সীর আশ্রয়দাতা বলিয়া জয়ন্তীয়া-রাজ কাছাড়পতির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়ন্তীয়া পতির ভ্রাতা স্বীয় প্রণয়িনী ও সহচর বর্গের সহিত দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ অনুসারে জয়ন্তীয়াপতির ভ্রাতা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অঙ্গমীনাগা সরদার-গণের আদি পিতা মাতা। তাঁহাদের অনুচরবর্গ ও অন্যান্য নাগাজাতীয় সংযোগে পরাক্রমশালী অঙ্গমী নাগাদিগের উৎপত্তি। প্রবল সংগ্রামে কাছাড়পতি পরাজিত হন। জয়ন্তীয়া রাজ দ্বারা মাইবাং নগরী বিনষ্ট হয়। কাছাড়পতি বর্ত্তমান কাছাড় প্রদেশে উপনীত হইয়া কশপুরে রাজপাট স্থাপন করেন।

যদিচ আমরা কাছাড় রাজবংশের বংশাবলীর সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করিতে পারিনা, তথাপি এস্থানে সেই বংশাবলী প্রকাশ করিলাম। কারণ বংশাবলী প্রণেতাগণ কয়েকজন বিখ্যাত নরপতির নাম বংশাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সকল নাম বিশুদ্ধ ভাবে ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই।

বংশাবলী।

১। ভীম (পাণ্ডুপুত্র)
২। ঘটোৎকচ।
৩। মেঘবর্ণ।
৪। মেঘবল।
৫। তাম্রধ্বজ।

এই নরপতি ১৩৮৮ সংবতে জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

৬। কেতুধ্বজ।
৭। বিশ্বকীর্ত্তিধ্বজ।
৮। বিশ্রবানধ্বজ।
৯। তালধ্বজ।
১০। বেতালধ্বজ।
১১। বিশ্বাসনধ্বজ।
১২। উন্মত্তধ্বজ।
১৩। কুলিশধ্বজ।
১৪। রুদ্রধ্বজ।
১৫। কৌণ্ডিন্যধ্বজ।
১৬। শত্রুজিতধ্বজ।
১৭। পরিব্রজ্রধ্বজ।
১৮। ভাস্করধ্বজ।
১৯। প্রভাকর ধ্বজ।
২০। নিকুধ্বজ।
২১। হিরণ্যধ্বজ।
২২। ভদ্রসেন ধ্বজ।

* Fisher's History of the Cachar Raj family.

২৩। শুক্রধ্বজ।

২৪। ঈশান ধ্বজ।

২৫। গুণকীর্ত্তিধ্বজ।

২৬। পিঙ্গলধ্বজ।

২৭। উপেন্দ্রধ্বজ।

২৮। নলধ্বজ।†

২৯। পদ্মধ্বজ।

৩০। পিকধ্বজ।

৩১। বৃষধ্বজ।

৩২। গুণধ্বজ।

৩৩। শূরসেন ধ্বজ

৩৪। ত্রিপুরবংধ্বজ

৩৫। বলভদ্রধ্বজ।

৩৬। চন্দ্রশেখর ধ্বজ।

৩৭। মুকুটধ্বজ।

৩৮। স্কন্দধ্বজ।

৩৯। দ্বিজেশধ্বজ।

৪০। গজেন্দ্রধ্বজ।

---

† নলধ্বজ নরপতি মণিপুর জয় করিয়াছিলেন। মণিপুর পতি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে মণিপুরের রাজদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

১। মহারাজ নলধ্বজ স্বীয় বিজয়বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বংশদ্বারা যে বিজয় স্তম্ভ মণিপুর নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে।

২। মণিপুরিদিগকে ত্রিপুরাদিগের ন্যায় অর্দ্ধমস্তক মুণ্ডন ও কেশবন্ধন করিতে হইবে।

৩। দ্বাদশ হস্তের উচ্চ কোন গৃহ মণিপুরীগণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না।

৪১। মহেশ্বরধ্বজ।
৪২। ভাস্বধ্বজ।
৪৩। মহাকালধ্বজ।
৪৪। কমলধ্বজ।
৪৫। জ্ঞানধীরধ্বজ
৪৬। ভূপেন্দ্রধ্বজ।
৪৭। ভানুধ্বজ।
৪৮। ইন্দুধ্বজ।
৪৯। অর্কধ্বজ।
৫০। প্রতাপনারায়ণ।
৫১। রুদ্রনারায়ণ।
৫২। বলবান্নারায়ণ।
৫৩। নির্ভয় নারায়ণ।

ইনি একজন বিখ্যাত নরপতি। প্রবাদ অনুসারে তিনি কুলদেবতা রণচণ্ডী হইতে এক তরবারি লাভ করিয়াছিলেন।*

৫৪। উদয় নারায়ণ।
৫৫। বীরনারায়ণ।
৫৬। মদন নারায়ণ।
৫৭। চিত্রধ্বজ।
৫৮। বিন্দুধ্বজ।
৫৯। কেতুধ্বজ। (২য়)
৬০। শঙ্খধ্বজ।
৬১। ললিতধ্বজ।
৬২। সিংহধ্বজ।
৬৩। হেমধ্বজ।
৬৪। শিখণ্ডীচন্দ্র।
৬৫। কুমুদচন্দ্র।
৬৬। অচ্যুতরচন্দ্র।
৬৭। উদিতচন্দ্র।
৬৮। প্রভাকরচন্দ্র।
৬৯। কর্পূরচন্দ্র।

* একদা স্বপ্নে নির্ভয়নারায়ণ শুনিলেন, যেন জগজ্জননী